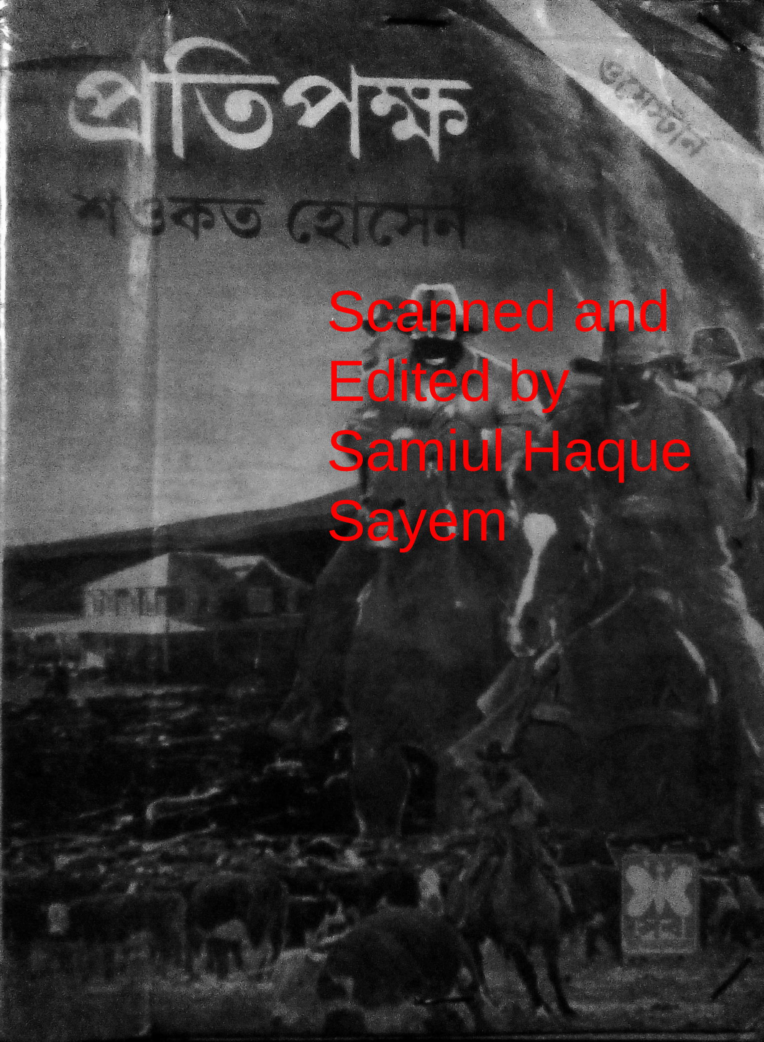
প্রতিপক্ষ

শওকত হোসেন

ওয়েস্টার্ন



এক

সূর্য অস্ত যাচ্ছে, এমন সময় আস্তানায় পৌঁছুলো রক বেনন। একা নয়। সঙ্গে এক যুবক—একহারা গড়ন, চওড়া কাঁধ, বিশাল বুকের ছাতি। ছেলেটা বেশ লম্বা-হলেও কোমরে ঝোলানো নেভি পয়েন্ট ফোর ফোরটা ওর তুলনায় অনেক বড় দেখাচ্ছে।

ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে দাঁড়ালো রক। এক এক করে তাকালো স্টু, অ্যালেক্স আর প্যাট্রিকের দিকে। দুর্ধর্ষ আউট-ল রক বেনন এদের নেতা।

'এ হলো রেলর্ড রিচি,' বললো রক। 'আমাদের সাথে থাকবে ও।'

সীমের বিচি বাঁধছিলো প্যাট্রিক, তাকালো না সে, বললোও না কিছু। প্রতিবাদ করতে গিয়েও রকের চোখের দিকে চেয়ে আর সাহস করলো না অ্যালেক্স। বোঝা যাচ্ছে, রেগে গেছে সে।

শুরু থেকে এতোদিন চারজনই ছিলো ওরা, বাইরের কাউকে দলে নেয়নি। যে কোনো কিছু—করলে চারজন একসঙ্গে করেছে, নয়তো বাদ দিয়েছে। সিগারেট টানছিলো স্টু, মাটিতে ফেলে পা দিয়ে পিষে নেভালো ওটা। বললো, 'এসো, বসে পড়ো।'

নিরবে খাওয়া সারলো ওরা। খাওয়া শেষে প্যাট্রিকের সঙ্গে নতুন ছেলেটাও উঠে গেলো বাসনকোসন সাফ করতে। কথা বলছে না কেউ। একপাটি জুতো খুলে পায়ের পাতা ডলতে ডলতে রকই নিরবতা ভাঙলো।

'বুঝলে, মহাবিপদে পড়ে গিয়েছিলাম। ওই বাঁচালো আমাকে।'

ভোরে আস্তানা ছাড়লো ওরা। সতর্ক ভাবে ট্রেইল বেছে নিয়ে এগোলো চার দুর্দান্ত আউট-ল আর এক যুবক।

স্টু, দীর্ঘদেহী—দেখলে মনে হবে, খুবই অলস লোক বুঝি সে। প্যাট্রিক, শক্ত সমর্থ, চুপচাপ। আর অ্যালেক্স এমনিতেই কিছুটা রূঢ় প্রকৃতির—আজ আবার মেজাজ খারাপ তার। রক বেনন, সব কাজেই এদের নেতা, বন্দুকে চালু হাত। বাকীরাও তাই।

আগন্তুকের উপস্থিতি সহ্যই করতে পারছে না অ্যালেক্স। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে ওর বিরক্তি, যদিও বলছে না কিছু।

শহর সীমান্তে নদীর কিনারে এসে থামলো ওরা।

'এবারও আগের মতোই হবে আমাদের কাজ,' বললো রক। 'ঘোড়াগুলোর দিকে নজর রাখবে প্যাট্রিক। অ্যালেক্স, স্টু—তোমরা থাকবে আমার সঙ্গে।'

ঘাড় না ঘুরিয়েই অ্যালেক্স জানতে চাইলো, 'রিচি কি করবে?'

'ঐ কটনউড গাছটার নিচে দাঁড়িয়ে থাকবে। আমরা না বেরুনো পর্যন্ত ওখানেই থাকবে ও। গোলাগুলি হলে কাভার দেবে আমাদের।'

'সেজন্যে সাহসের দরকার।'

অ্যালেক্সের দিকে তাকালো রিচি। 'সেটা আমার আছে।'

ওর কথায় পাত্তা দিলো না অ্যালেক্স। জানি, 'আজ পর্যন্ত তুমি

কোনো ভুল করোনি, রক,' বললো সে। আবার শহরের দিকে এগোলো ওরা।

জায়গামতো পৌঁছে, ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে লাগাম নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লো রিচি। ঘোড়ার পেছনে দাঁড়িয়ে আছে ও। পুরো রাস্তাটাই দেখতে পাচ্ছে পরিষ্কার। দুশো গজ দূরে ব্যাংকটা। রাস্তাঘাট ফাঁকা। এতো সকালে বেরোয়নি কেউ।

রক, অ্যালেক্স আর স্টু যখন ব্যাংক থেকে বেরিয়ে এসে যার যার ঘোড়ায় চেপে বসলো, তখনও রাস্তাঘাট ফাঁকা।

রেলর্ড রিচির দিকে প্রায় আধাআধি রাস্তা পেরিয়ে এসেছে ওরা। এমনি সময় গলা ফাটিয়ে চিৎকার করতে করতে রাস্তায় নেমে এলো ব্যাংকার। হাতের রাইফেল তাক করলো ওদের দিকে।

একমাত্র রাস্তাটাই বেছে নিলো রিচি। ব্যাংকারের ঠিক সামনে 'হিচ-রেইল' নিশানা করে গুলি করলো ও। ছিটকে উঠলো কাঠের টুকরো। প্রাণভয়ে পাগলের মতো লাফ দিয়ে ব্যাংকের দরজার আড়ালে গিয়ে আশ্রয় নিলো ব্যাংকার।

রকরা পেরিয়ে গেলো ওকে। লাফিয়ে ঘোড়ায় চেপে বসলো রিচি। ঘোড়া হাঁকালো ওদের পিছু পিছু। চিৎকার শুনে এরই মধ্যে রাস্তায় নেমে এসেছে লোকজন।

পরে শহরে এ নিয়ে আলোচনায় কেউ বললো, ওখানে তিনজন আউট-ল ছিলো, কেউ বললো, চারজন। কিন্তু বেশ কিছুটা দূরে দাঁড়ানো পঞ্চম লোকটাকে কেউ খেয়াল করেছে কিনা বোঝা গেলো না। করলেও হয়তো ধরে নিয়েছে, লোকটা ডাকাতগুলোকে তাড়ানোরই চেষ্টা করছে!

প্রথমে মাইল খানেক উর্ধ্বশ্বাসে ঘোড়া হাঁকালো ওরা। যতটা সম্ভব বাড়িয়ে নিতে চাইলো দূরত্ব। হঠাৎ একজায়গায় ট্রেইলের ধারে এক পাল বাছুর চরছে দেখে ট্রেইল ছেড়ে বেরিয়ে গেলো রিচি। বাছুরগুলোকে তাড়িয়ে নিয়ে চললো চারজনের পিছু পিছু। ট্র্যাকের ছাপ মুছে গেলো ওদের।

আরো মাইল খানেক এগোবার পর একটা নদীর কাছে পৌঁছুলো ওরা। বাছুরগুলোকে ছেড়ে দিয়ে অগভীর পানিতে উজানে এগিয়ে চললো। আধ মাইলের মতো চললো এভাবে। তারপর পানি ছেড়ে উঠে এলো সবাই। হারিয়ে গেলো পাহাড়ের আড়ালে। অনুসরণকারীরা খুঁজে পাওয়া দূরে থাক, ট্রেইলের গন্ধও পেলো না আর।

খুব একটা বেশি নয় টাকার পরিমাণ। রিচির ভাগেও সমান টাকা পড়ছে দেখে অসন্তোষ প্রকাশ করলো অ্যালেক্স। নিজের ভাগের টাকা পকেটে ফেলে রিচির উদ্দেশে মন্তব্য করলো স্টু, 'ব্যাংকার ব্যাটাকে মেরে ফেললেই তো পারতে।

'তার কোনো দরকার ছিলো না।'

অনেক দিন ধরে একসঙ্গে আছে ওরা চারজন। পশ্চিম টেক্সাসে একসঙ্গে মোষ শিকার করেছে ওরা। সাংহাই পিয়ার্স, গেবে স্লটার আর গুড নাইটদের র‍্যাঞ্চে গরু পাঞ্চ করেছে। পাওনা মজুরী আদায় করতে গিয়েই প্রথম আইনের সীমা পেরিয়ে আসে ওরা। চারজন একসঙ্গে।

হার্ডি বিশপ লোকটা হিসাবের প্যাঁচঘোঁচ ভালোই জানতো। হিসাবের মারপ্যাঁচে অসতর্ক কর্মীদের ঠকিয়ে বেশ কিছু টাকা জমালো সে। ফলে আরো বেড়ে গেলো তার টাকার লোভ।

ক্যাপ স্প্রাগ ছাড়া এভাবে সবাইকেই পাওনা টাকার চে' কম টাকা দিতে শুরু করলো সে। ক্যাপ স্প্রাগ হার্ডি বিশপের ডান হাত।

টাকা পয়সার ব্যাপারে সচেতন কর্মীরা ঠিকই প্রশ্ন তুলতো। মিষ্টি কথায় তাদের ভোলানো না গেলে, বন্দুক তো আছেই। একই কৌশলের বারংবার সফলতায় আকাশ পর্যন্ত গিয়ে ঠেকলো হার্ডি বিশপের লোভ।

রক, অ্যালেক্স, স্ট্ আর প্যাট্রিক তার র‍্যাঞ্চে কাজ নেয়ার সময় এসবের কিছুই জানতো না। জানলো যখন, চারমাস পেরিয়ে গেছে। জানার সঙ্গে সঙ্গে চারজনেই ঠিক করে ফেললো ভাগবে ওরা।

হার্ডি বিশপ দু'মাসের মজুরী কেটে রেখে দিলো ওদের। প্রতিবাদ করলো ওরা। ক্যাপ এসে হাজির হলো মনিবের পেছনে। তর্ক করতে তৈরি থাকলেও জানালা থেকে তাক করা চার চারটে শটগানের মোকাবিলা করতে তৈরি ছিলো না কেউই। বিশপের বাড়ির সবার হাতে একটা করে শটগান।

'বাদ দাও,' পরামর্শ দিলো রক। তারপর বেরিয়ে এলো ওরা।

পাহাড়ের আড়ালে গা ঢাকা দিলো চারজন। সপ্তাহ তিনেক পেরিয়ে গেলো। তারপর একদিন সাজগোজ করে শহরে যাচ্ছে বিশপ, দেখলো ওরা। বুঝলো, সময় হয়েছে। বিশপ ফেরার সময় পাহাড়ের আড়াল থেকে একসঙ্গে পথে নেমে এলো ওরা। পথ আগলে দাঁড়ালো বিশপের। এবং যার যার পাওনা আদায় করে নিলো প্রথমে। তারপর হঠাৎ মনে হলো, বিশপের সব টাকা কেড়ে নিলেই তো উচিত শিক্ষা হয় শালার। এবং তাই

করলো ওরা।

সেই থেকে শুরু। তারপর বহুদিন পেরিয়ে গেছে।

ওদের সব শক্তির মূলে রয়েছে সযত্ন পরিকল্পনা আর ওদের মধ্যকার সমঝোতা। কক্ষণো মুখ খোলে না ওরা, আলাদাও হয় না। আর রিচিকে নিয়ে রকে ফিরে আসার আগ অবধি দলে কোনো বাইরের লোকও নেয়নি ওরা।

ব্ল্যাক ক্যানিয়ন স্টেজে ডাকাতিটা ওদের কীর্তিরই একটা নমুনা। রিচি দলে যোগ দেয়ার মাত্র তিন সপ্তাহ পরেই কাজটা করলো ওরা।

এতো হাজারবার ডাকাতি হয়েছে স্টেজটা যে, কোথায় কোথায় ডাকাতি হতে পারে সব মুখস্থ হয়ে গিয়েছিলো ড্রাইভারদের। আর অভ্যস্তও হয়ে গিয়েছিলো তারা। কিন্তু রক বেনন কাজটা সারলো একদম অন্য কায়দায়। একেবারে ফাঁকা জায়গায়, যেখানে কোনো কাভারই নেই, এমন একটা জায়গায় ডাকাতি হতে পারে ভাবাও যায় না।

স্টেজের ড্রাইভার দেখলো, একটা বাকবোর্ড ট্রেইল ধরে এগিয়ে আসছে। প্রায় মাইল খানেক দূর থেকেও স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিলো ওটা। দুলকি চালে ধুলো উড়িয়ে এগিয়ে আসছে ক্রমশঃ। কাছাকাছি আসতেই ড্রাইভারের চোখে পড়লো স্ট্র হ্যাট মাথায় এক-হারা দীর্ঘ এক যুবক চালাচ্ছে বাকবোর্ডটা। পাশে চাদর জড়িয়ে বসে আছে এক বৃদ্ধ। একহাতে বুড়োকে জড়িয়ে রেখেছে যুবক, যেন সামলানোর চেষ্টা করছে তাকে।

আরো কাছাকাছি এগিয়ে গেলো স্টেজ। পাশ কাটানোর জন্যে স্টেজের গতি কমিয়ে আনলো ড্রাইভার। এমন সময় বুড়ো

লোকটা শীর্ণ দুর্বল হাত তুলে থামার ইঙ্গিত করলো।

স্টেজ থামালো ড্রাইভার। লম্বা ছেলেটার সাহায্য নিয়ে বাক-বোর্ড থেকে নেমে এলো বুড়ো। স্টেজের-যাত্রীদের একজনও নেমে এগিয়ে গেলো অসুস্থ বুড়োকে সাহায্য করতে। ঠিক সেই মুহূর্তে চাদরের তলা থেকে একটা সিক্স-শুটার বের করে আনলো বুড়ো।

বাকবোর্ডের পেছন থেকে ক্যানভাসের আড়াল সরিয়ে বেরিয়ে এলো আরো দু'জন। এবং আরো একবার লুট হলো ব্ল্যাক ক্যানিয়ন স্টেজ। স্টেজের যাত্রীরা ধরেই নিলো যে, বাকবোর্ডের চালক ছেলেটা আউট-ল'দের হাতে বন্দী ছিলো। ঐ বাকবোর্ড আর টুপির মালিক কিছুতেই ডাকাত হতে পারে না। ছেলেটাকে মনেও হচ্ছিলো যেন প্রচণ্ড ভয় পেয়েছে।

ক্যাম্পে সবাইকে সব কাজে সাহায্য করে রিচি। কথাও বলে কম। তবু ওর উপস্থিতি অ্যালেক্সের অসন্তোষ বাড়িয়েই তুললো। ব্রাড'শতে একদিন রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে ওখানকার ব্যাংকের দিকে নজর রাখছিলো স্টু আর অ্যালেক্স, হঠাৎ একসময় স্টু-কে অ্যালেক্স বললো, 'ঐ রিচি ছেলেটাকে একদম সহ্য করতে পারছিনা আমি। শুধু শুধু ওকে আনতে গেলো কেন রক?'

'ছেলেটা খুব ভালো। ওর সঙ্গে লাগতে যেয়ো না।'

'কেন কে জানে ওকে অসহ্য লাগছে আমার,' নাছোড় বান্দা অ্যালেক্স। 'আর তাছাড়া ওকে দিয়ে আমাদের দরকারটাই বা কি?'

'ওর সঙ্গে লাগতে যেয়ো না,' আবারো পরামর্শ দিলো স্টু।

'দেখো, বিপদে পড়ে যাবে।'

'আচ্ছা?' তাচ্ছিল্য অ্যালেক্সের কণ্ঠে 'এখনো নাক টিপলে দুধ বেরোয়, আর আমাকে বিপদে ফেলবে সে?'

সিগারেটের ছাই ঝাড়লো স্টু। 'ও একজন গানফাইটার।'

'গানফাইটার? সে? মাত্র দু'সেকেণ্ডেই ওকে—'

'তুমিই মারা পড়বে।'

রাগ হলেও কৌতূহলী হয়ে উঠলো অ্যালেক্স। বোকার মতো আন্দাজে কিছু বলে না স্টু। ওর মতো চালাক চতুর বুদ্ধিমান লোক খুব কমই আছে। ও যখন কথাটা বলেছে, নিশ্চয়ই কোনো কারণ আছে। 'একথা বললে কেন?'

'ভালো করে খেয়াল করো ওকে। ওর চোখ বাঁচিয়ে কেউ নড়তেও পারছে না। আর দেখো, ডানহাতে কিছুই করছে না ও। যখনই কিছু ধরছে, ধরছে বাঁ হাতে। খেয়াল করো।'

অনিচ্ছা সত্ত্বেও রিচিকে মেনে নিলো অ্যালেক্স। রিচি মাঝে মাঝে প্যাট্রিকের সঙ্গে ঘোড়া চালালেও কথা বলে কেবল রক আর স্টু'র সঙ্গেই। বাকি দু'জনের সঙ্গে খুব একটা কথা বলে না ও।

লুটের টাকা খরচ করতে সীমান্ত পেরুলে, সবার জন্যেই মদ কেনে রিচি, কিন্তু নিজে স্পর্শ করে না এক ফোঁটাও। টাকাও খরচ করে হিসাব করে। বরাবরের মতো অল্প দিনেই ফতুর হয়ে যায় অ্যালক্সে। আর প্যাট্রিক তো প্রায় সঙ্গে সঙ্গে। কিভাবে হিসেব করে খরচ করতে হয় জানা নেই ওদের।

নোগলসের তিন মাইল দক্ষিণে, সোনোরা।

একদিন সকালে হামাগুড়ি দিয়ে চাদরের তলা থেকে বেরিয়ে এলো অ্যালেক্স, সারারাত ঘুমিয়েও মদের ঘোর কাটেনি এখনো।

খাবার রাঁধছে প্যাট্রিক। রাইফেল পরিষ্কার করছে রিচি। রক বা স্টু কেউ নেই। কোথাও গেছে হয়তো।

'গলায় ঢালার মতো আছে কিছু?' প্যাট্রিককে জিজ্ঞেস করলো অ্যালেক্স।

মাথা নাড়লো প্যাট্রিক। কিন্তু চাদরের তলা থেকে একটা বোতল বের করে আনলো রিচি। ছুঁড়ে দিলো অ্যালেক্সের দিকে। বোতলটা লুফে নিলো সে। কর্ক খুলে বোতলের মুখে মুখ লাগিয়ে চুমুক দিলো। 'ওহ্, বাঁচালে বাবা।'

'রেখে দাও,' বললো রিচি। যেভাবে কাল টানলে দেখলাম, মনে হচ্ছে পুরো বোতলটাই লাগবে তোমার।'

একটু পরে রিচিও বেরিয়ে গেলো। ও যাবার পরই অ্যালেক্স বললো, 'ছেলেটার সঙ্গে খামোখা এতোদিন খারাপ ব্যবহার করেছি আমি।'

'ঠিকই তো। ছেলেটা আসলেই ভালো।' অ্যালেক্সকে এককাপ কফি দিলো প্যাট্রিক। 'খুব ভালো ছেলে ও।'

বোতলে আরেকটা চুমুক দিলো অ্যালেক্স। তারপর ছিপি এঁটে রেখে দিলো ওটা। প্যাট্রিকের কথা নিয়ে ভাবছে।

'হ্যাঁ,' শেষে বললো সে। 'মুশকিলটা সেখানেই। ছেলেটা বেশি ভালো।'

দুই

দু'বছর পর।

দাড়ি কামাচ্ছিলো রক। ক্যাম্পে অ্যালেক্স ছাড়া আর কেউ নেই।

'রক সেই যে, ছেলেটাকে সঙ্গে করে আনলে যে, কি হয়েছিলো সেদিন ?'

মাথাটা সামান্য কাৎ করলো রক। আস্তে আস্তে গালের ওপর দিয়ে নামিয়ে আনলো ক্ষুরটা। আলতো করে ধুয়ে নিলো পানিতে। 'পোকার খেলছিলাম,' বললো ও 'একেবারে ফতুর অবস্থা। হঠাৎ ওদের একজনের হাতে দেখি এক্সট্রা কার্ড। জোচ্চুরি করছে। সঙ্গে সঙ্গে পিস্তল বের করলাম···তারপরেই দেখি দু'টো বন্দুক চেয়ে আছে আমার দিকে। গুলি করতে নিশপিশ করছে ওদের হাত।'

কিছুক্ষণ চুপচাপ দাড়ি কামালো রক। তারপর আবার বললো, 'আমাকে অনেক ঠাট্টামশকরা করলো ওরা। 'বন্দুকটা জায়গামতো রেখে রাস্তা মাপো তো, বাবা বেনন,' বললো আমাকে, 'তুমি যে কে, তা ভালো করেই জানি আমরা। শেরিফ-টেরিফের কাছে

ও যেতে পারবে না সেও জানা আছে, চাম।'

আবার গালে সাবান লাগালো ও। 'এরই মধ্যে তাস চোরটাও একটা সিক্স শুটার বের করে ফেলেছে। তিনজনে মিলে এরপর আমাকে মারতে শুরু করলো ওরা। অবস্থা এমন দাঁড়ালো যে কিছুই করতে পারছিলাম না। শালারা যে কতগুলো ভরপুক আনাড়ি, বোঝাই যাচ্ছিলো সেটা। একমাত্র বোকাচণ্ডী ছাড়া ওভাবে গায়ে হাত তোলে না কেউ।

'একটু আগে মদ খাওয়ায় ঝিম ঝিম করছিলো মাথাটা। কাজটা বোকামী হয়ে গিয়েছিলো। নির্ঘাৎ আমাকে খুন করে ফেলতো শালারা। কিন্তু এ কথাও ঠিক, সঙ্গে দু'একটাকে ঠিকই নিয়ে যেতাম আমি।'

দাড়ি কামাতে কামাতে একটু হাসলো ও। তারপর বললো, 'কথাটা বললাম ওদের। বললাম, গোলমালটা কিন্তু তোমরাই শুরু করেছো। ভেবেছো বন্দুক দেখলেই লেজ গুটিয়ে ভাগবো। সবাই কি তোমাদের মতো ভরপুক নাকি। ঠিক আছে, সাহস থাকে তো এসো, সামনাসামনি মোকাবিলা হয়ে যাক।' হেসে উঠলো রক। 'কি বলবো, ভয়ে চুপসে গেলো শালারা। পরিষ্কার দেখলাম। ভাবতেই পারেনি, ঐ অবস্থায় অমন কথা আমার মুখে আসতে পারে। ঠিক তখনই কথা বলে উঠলো ছেলেটা।

'আরো চার পাঁচ জন ছিলো ওখানে। বারে বসে ছিলো ছেলেটা। হাতে বন্দুক। একেবারে ঠাণ্ডা গলায় নির্বিকার ঢঙে কথা বললো ও, 'হয় ওকে টাকাগুলো ফিরিয়ে দাও, নয়তো আমিও আছি ওর দলে'।'

ক্ষুরে শান দিলো রক। 'ততক্ষণে ঘাম ছুটে গেছে ব্যাটাদের, বুঝলে। ঘামছিলাম আমিও, মিথ্যা বলবো না। মনে হচ্ছিলো

বাদ দিয়ে দি ঝামেলা। হঠাৎ করে বন্দুক তিনটাকে কামানের মতো লাগছিলো আমার কাছে।

'কথা হলো ছেলেটাকে চিনতো ওরা। ওর সম্পর্কে কি জানে, জানি না। কিন্তু ওর সঙ্গে লাগার কোনো ইচ্ছাই দেখলাম না ওদের কারো মধ্যে। অথচ ছেলেটা যেন লাগতে মুখিয়ে ছিলো।

'জোচ্চোরটা তখন আমার দিকে টাকা ছুঁড়ে দিয়ে বললো, 'নাও, এবার ভাগো।' তারপর ছেলেটাকে বললো, 'দেখো রিচি, নিজের কবর নিজেই খুঁড়ছো কিন্তু।'

কথাটা শুনে ও জবাব দিলো, 'এখনই চেষ্টা করে দেখো না কেন?' কিন্তু এগিয়ে এলো না কেউ। ওর সঙ্গে গান ফাইটে যাওয়ার সাহসই হলো না কারো। চলে আসার সময় ছেলেটাকে বললাম আমার সঙ্গে আসতে। চালচুলোর কোনো ঠিক ছিলো না ওর। আর তাছাড়া এরপর ওকে ফেলে আসাও অসম্ভব ছিলো।'

'ঠিক।' কিছুক্ষণ চুপ করে রইলো অ্যালেক্স। 'রক,' শেষে বললো, 'এতদিন ধরে ছেলেটা হয়তো এটাই বোঝাতে চেয়েছে। বুঝতে অনেক সময় লেগে গেলো। ছেলেটা আমাদের সঙ্গে থাকার নয়, রক। আমাদের মতো কেউ নয় ও।'

দাড়ি কামানো শেষ করে ক্ষুর আর ব্রাশ ধুয়ে নিলো রক। উঠে দাঁড়ালো অ্যালেক্স। পায়চারী করতে লাগলো আগুনকে ঘিরে। 'রক আমাদের কারোরই কোনোদিন আউট ল' হওয়ার কথা ছিলো না। তাই না? না আমার, না তোমার, কারো না। কাউহ্যাণ্ড ছিলাম আমরা, তাই থাকা উচিত ছিলো। কতদিন ধরে দেশ জুড়ে ডাকাতি করে বেড়াচ্ছি, ভাবতে গেলে মাঝে মাঝে খারাপ লাগে। মনে হয়, অনেক পাপ হয়ে গেছে। 'কতগুলো বছর এ-

ভাবে চলছি আমরা, রক। কিন্তু কি পেয়েছি? কি লাভ হয়েছে? না কোনো ঘর, না নিজের বলার মতো এক টুকরো জমি, কিচ্ছু না। সারাটা জীবনই পালিয়ে বেড়াতে হচ্ছে। হাতে টাকা এলেই উড়িয়ে দিচ্ছি সব নিমেষে। তারপর আবার শুরু করছি শূন্য থেকে। ঠিক আছে—এভাবেই না হয় চললাম আমরা। কিন্তু এসব তো ঐ ছেলেটার জন্যে নয়।

'পনেরো বছর আগে আমরা যেমন ছিলাম, ঠিক তেমন আছে এখন ছেলেটা। এভাবেই যদি চলতে থাকে, পনেরো বছর পর আমাদের মতোই অবস্থা হবে ওরও। যদি না গুলি খেয়ে মরে-- আর সেটাও অসম্ভব কিছু না।

'সত্যি কথাটা মেনে নাও, রক। ক্লজ কর্ম কঠিন হয়ে যাচ্ছে দিনকে দিন। টেলিগ্রাফ এসে গেছে পশ্চিমে। শীঘ্রি সারা দেশ ভরে যাবে টেলিগ্রাফের তারে। দিন দিন কড়া হচ্ছে আই-নের হাত। সময় থাকতে থাকতেই এসব ছেড়ে দেয়া উচিত ছেলেটার।'

একটা হাত তুললো অ্যালেক্স। 'কথাটা তুমিও ভাবোনি, বোলো না। প্রথম দিকে ভাবতাম, বুঝি ছেলেটাকে অতিরিক্ত লাই দিচ্ছো তুমি। কিন্তু পরে বুঝলাম ইচ্ছে করেই ছেলেটাকে দুরে দুরে রাখছো, যাতে কেউ ধরতে না পারে যে ও আমাদের দলেরই একজন—অন্তত: যাতে নিজের সাফাই গাইতে পারে।'

'আসলে ঠিক কি বলতে চাইছো, বলো তো?'

'আমি ওকে কিছু কথা বলতে চাই।'

দুদিন পর। সোনোরায় নদী তীরে কটনউড আর উইলো গাছের ছোট্ট একটা জঙ্গলে ক্যাম্প করেছে ওরা।

শার্ট ধুচ্ছিলো অ্যালেক্স। এমন সময় এসে হাজির হলো ছেলে-টা গা থেকে সার্ট খুলে নিয়ে ধুতে শুরু করলো। ওর কাঁধের দিকে তাকালো অ্যালেক্স। সেনটে বুলেটের ক্ষত রেকর্ড ছিচির গায়ে।

'তুমি গুলি খেয়েছিলে দেখছি,' মন্তব্য করলো অ্যালেক্স।

'হ্যাঁ বেশ অনেক দিন আগে। টেক্সাস ছেড়ে চলে আসার বছরখানেক আগের ঘটনা। ব্রাজোস-এ ছোট্ট একটা কেবিনে বাবার সঙ্গে থাকতাম। একটা পা খোঁড়া ছিলো বাবার। মা মারা গিয়েছিলো কোমাঞ্চিদের হাতে। তখনই ওদের সঙ্গে লড়তে গিয়ে বাবার পায়ে গুলি লাগে। বেশ কিছু গরু ছিলো আমাদের, আরো অনেক বাড়ানোর কথা ভাবছিলাম।

'এক রাতে একদল গরুচোর আক্রমণ করলো আমাদের বাড়ি। আমরা ঠিক করলাম, রুখতে হবে ওদের ওদের হাতে মারা গেলো বাবা। আমাকেও গুলি করলো। ওরা ধরে নিলো মরে গেছি। কিন্তু মরিনি আমি।

'হামাগুড়ি দিয়ে কোনমতে নিজের কেবিনে গিয়ে ঢুকলাম। নিজে নিজেই ব্যাণ্ডেজ বেঁধে নিলাম। এ হলো সেই গুলির দাগ। পায়েও আছে। আমাদের কেবিন থেকে মাইল চারেক দূরে এক বুড়ো টংকোয়া থাকতো। অনেক কষ্টে একটা ঘোড়ায় চেপে তার কাছে গেলাম। সেরে ওঠার আগে পর্যন্ত ওখানেই থাকলাম। তারপর বাবার সিক্স গানটা নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম ওদের খোঁজে।

'বুড়ো টংকট ছিলো একজন দুর্দান্ত ট্যাকার। সেই আমাকে একজনকে চিনিয়ে দিলো। অনেক আগেই সীমান্তের বাইরে ভাগিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিলো আমাদের গরুগুলো কিন্তু ঐ

লোকটা, যে টাকার ওপর তার কোনো হক নেই, সেই টাকা ওড়াতে রয়ে গিয়েছিলো ওখানেই। হারামজাদাকে খুঁজে বের করলাম আমি।'

শার্ট ধুতে ধুতে শুনছিলো অ্যালেক্স। গল্পটা নতুন কিছু নয়। এই একই ঘটনা আইনহীন সীমান্তে ক'হাজার বার যে ঘটেছে, কে জানে ?

'বাবার বাকস্কিনে চড়েই ঘুরে বেড়াচ্ছিলো হারামজাদা। সোজা ব্যাটাকে চোর বলে ডাকলাম।'

এরকম ঘটনা নিজের চোখের সামনেই অনেক ঘটতে দেখেছে অ্যালেক্স।

রিচির সহজ সরল কাহিনী শুনতে শুনতে ওর চোখের সামনেই যেন ছবির মতো ভেসে উঠছে পুরো ঘটনা। চোরটা বোধহয় মনে করেছিলো, ছেলেটার হাত থেকে বেঁচে যাবে সে।

'আমাদের বাড়িতে সে রাতে মোট পাঁচজন এসেছিলো আক্রমণ করতে। কিন্তু ওদের দু'জনকে আজ পর্যন্তও খুঁজে পাইনি। তাতে কি, সময় ঠিকই আসবে একদিন। আমার বাবা,' বললো ও, 'তেমন বন্দুক চালাতে জানতো না। আশেপাশে মাঝে মাঝে শিকার টিকার করলেও, সবসময় চাইতো ঝামেলা বাঁচিয়ে চলতে। ঐ ডাকাতগুলোর সঙ্গে লড়তেও বাবা তৈরি ছিলো না।'

'বাকি দু'জনকে কি এখনো খুঁজে বেড়াচ্ছো ?'

'না, আমার মনে হয়, দুনিয়ায় করার মতো অনেক কাজ আছে। নিজের ভবিষ্যতের কথা ভাবছি আমি। কিন্তু মনে মনে ঠিকই জানি, একদিন ওদের সঙ্গে আমার দেখা হবেই। সেদিনই ওদের উপযুক্ত জবাব দেবো আমি।'

ধোয়া শেষ করে শার্টটা রোদে শুকোতে দিলো অ্যালেক্স। তার-পর আসন পেতে বসে সিগারেট ধরালো একটা। 'রিচি,' বললো সে, 'একটা কথা বেশ ক'দিন ধরেই ভাবছি আমি। তোমার কাছে তো প্রায় হাজার ছয়েক টাকা আছে।'

কিছুই বললো না রেনর্ড রিচি। কিন্তু ওর ডান হাতটা হঠাৎ পানি থেকে তুলে নিতে দেখে মজা পেলো অ্যালেক্স। দারুণ সাবধানী ছেলেটা। দেখে ভালো লাগলো। উদ্ধত ছেলেদের কখনোই পছন্দ করে না অ্যালেক্স। ছেলেদের হতে হবে, স্থির, সাবধানী আর সৎ।

'এখন চল্লিশ ছুঁই ছুঁই করছে, রক। আমার আর প্যাট্রিকের ছত্রিশ হতে চললো। আর স্টুর বত্রিশ। আজ অনেক বছর ধরে, আমরা আউট ল'। কিন্তু এ পথে থেকে কিছুই পাইনি আমরা কেউ। জানি এভাবেই একদিন বুড়িয়ে যাবো আমরা, কিছু পাবোও না।'

এবারও কিছু বললো না রিচি। শার্ট চিপছে।

'এ জীবন থেকে কিছুই পাবে না তুমিও। অসম্ভব চালাক আর সাবধানী লোক আমাদের রক। কিন্তু বিশ্বাস করো, সেও ভয় পেয়েছে।'

'ভয়? দুনিয়ার কাউকেই ও ভয় করে না।'

'ঠিক কথা বললে, সত্যি ভয় পায়নি ও। কিন্তু গোলমালের আশংকা করছে সবসময়। এতদিন ধরে ভাগ্য সাহায্য করেছে আমাদের। আমরা সবসময় প্ল্যান মাফিক কাজ করি ঠিকই। কিন্তু কখন কি হতে যে কি হয়ে যায়, কে বলতে পারে? ধরো, একটা ব্যাংক কোন্ সময় খুলছে, কখন লোকজন ঢুকছে, সব ভালো করে খেয়াল করে রাখলে তুমি। সব মানুষই অভ্যাস

মাফিক চলে। এই অভ্যাসের দিকেই খেয়াল রাখতে হয় আমাদের। কিন্তু মনে করো, হঠাৎ কেউ কিছু একটা ভুলে গেলো, তখন? ধরো, এক লোক ব্যাংক থেকে বেরিয়ে আসার পর তার মনে হলো, কিছু একটা ব্যাংকারকে বলতে ভুল হয়ে গেছে। নয়তো জমা দেয়া টাকার একটা অংশ নিজের কাছে রাখার হঠাৎ ইচ্ছে হলো তার। যে কারণেই হোক তখন ব্যাংকে ফিরে আসবে সে।

'অথবা মনে করো, স্টেজ নিয়ে অপেক্ষা করছো রাস্তায়। ধারে কাছে কারো থাকার কথা নেই। হঠাৎ দেখলে কথা নেই বার্তা নেই স্কাউটিং শেষে ফিরে এলো একটা আর্মি পেট্রল···ধরো দু' চারজন বন্দুক-পাগল রয়ে গেলো ওদের ভেতর।

'কখন যে কি হতে কি হবে, তুমি ধারণাই করতে পারবে না। আর তাই হয় সব সময়। এতদিন ভাগ্য ভালো ছিলো আমাদের। কিন্তু এখন ভয় ঢুকে গেছে বুকের ভেতর। ভয় পেয়েছি আমিও।'

'এতোসব কথা বলার মানে কি?'

'মানে বলতে চাইছি, এসব কাজ তুমি ছেড়ে দাও, রিচি।'

হাত বাড়িয়ে নিজের স্যাড্‌ল ব্যাগটা নিলো অ্যালেক্স। সেটা থেকে একটা টাকার থলি বের করে দিলো রিচির হাতে। 'হাজার খানেক টাকা আছে এখানে। এর সঙ্গে তোমার যা আছে, মিলিয়ে কিছু গরু কিনে নিও।'

'আমাকে তাড়িয়ে দিতে চাইছো?'

'উম্‌ম্' বালুতে দাবিয়ে সিগারেটটা নিভিয়ে ফেললো অ্যালেক্স। 'এসব কাজ তোমার জন্যে নয়। খুনোখুনি পছন্দ না তোমার। ভয় খাওয়াতে গুলি করো তুমি, বুদ্ধিটা ভালো। একটা ব্যাংক লুট করে নিয়ে এসো। আইন ছাড়া আর কেউই তোমার ব্যাপারে

মাথা ঘামাবে না। কিন্তু কাউকে খুন করেছো তো হয়েছে, ঐ লোকের বন্ধু-বান্ধব নরক পর্যন্ত তাড়া করে বেড়াবে তোমাকে। কিন্তু একদিন না একদিন হয়তো এমন অবস্থায় পড়তে হবে তোমাকে যে, মানুষ মারা ছাড়া আর কোনো উপায়ই থাকবে না।'

'যা উচিত, তাই করি আমি।'

'আগেও মানুষ মেরেছো তুমি. শুনেছি। তখন তুমি ছিলে ন্যায়ের পক্ষে। কিন্তু এখন আমাদের সঙ্গেচ লছো, আইনের চোখে, মানুষের চোখে, এমনকি তোমার নিজের চোখেও এটা এখন অপরাধ।'

'কিন্তু জিম ?'

'ও তোমাকে খুবই ভালোবাসে···নিজের ছেলের মতো। যদি কথা শোনো, রিচি। আমরা সবাই সত্যি খুব খুশি হবো, সত্যি।'

'কিন্তু তোমাদের টাকা নিতে পারবো না আমি।'

'নিতে বলছিও না। টাকাটা জমা থাকুক না হয় তোমার কাছে। একদিন হয়তো এমন হবে যে চলতে পারছি না আর, তখন তোমার কাছে গিয়ে হাজির হবো। তোমার ওখানে থাকার একটা ব্যবস্থা করে দিও, যেন ভালোভাবে বেঁচে থাকতে পারি।'

হাঁটতে হাঁটতে আবার আগুনের কাছে ফিরে এলো দু'জন। অন্যদের তাকানোর ভঙ্গিতেই রিচি বুঝে ফেললো, ওদের কথা বার্তার ফলাফল জানতে উদগ্রীব হয়ে আছে ওরা ?

রিচির দিকে বেশ ভারি একটা ব্যাগ বাড়িয়ে ধরলো রক। 'তিন হাজার আছে। সবার টাকা জমা রইলো তোমার কাছে।

যাও নতুন জীবন শুরু করো এ দিয়ে।'

ব্যাগটার দিকে ক্ষণিক তাকিয়ে রইলো রিচি। তারপর চোখ তুলে তাকালো 'ভালোই হলো·· সবসময়ই নিজের একটা জায়গার কথা ভেবেছি, বাবা যেমনটি চাইতো।'

'একটা কথা রিচি,' পরামর্শ দিলো রক। 'যেখানেই যাও না কেন, সবচে' আগে পানির ওপর ক্লেইম্ ফাইল করবে। আশেপাশে যতো পানির উৎস আছে সবগুলোর ওপর। মনে রেখো পানির ওপরই নির্ভর করছে একটা রেঞ্জ কতোটা বড়ো হবে।'

ব্যাগটা হাতে নিলো রিচি। 'তবে তাই হোক।'

ঘোড়ায় জিন চাপিয়ে তাতে উঠে বসলো ও। চোখ ফিরিয়ে তাকালো ওদের চারজনের দিকে। 'সাবধানে থেকো,' বললো, 'মনে থাকে যেন, যেখানেই থাকি না কেন, সব সময়ই তোমাদের জন্যে আমার দরজা খোলা।'

রিচির ঘোড়ার খুরের শব্দ মিলিয়ে যাওয়া পর্যন্ত কান পেতে রইলো ওরা চারজন। বাতাসে ওড়া বালি থিতিয়ে এলো। নদীর পানি ছলাৎ ছলাৎ শব্দ তুলছে শেকড় আর পাথরে।

হঠাৎ বিরক্তির সঙ্গে চারদিকে তাকালো রক। 'চলো, কাজে লেগে পড়ি,' দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো ও।

'ছেলেটার জন্যে সত্যি খারাপ লাগবে,' বললো স্টু।

'আবারো সেই চারজনই হয়ে গেলাম আমরা।'

কিছু বললো না প্যাট্রিক। শুধু পেছন ফিরে তাকালো দুবার।

তিন

ষোলো বছর বয়সে ফেব্‌ল্ ক্যানিয়নের মাথায় এক ঝরণার ধারে পর পর দুটি রাত কাটিয়েছিলো রিচি। বছরের সবচে' শীতের রাত ছিলো সেগুলো। মাটির কাছাকাছি নেমে এসেছিলো যেন তারাগুলো, মনে হচ্ছিলো হাত বাড়ালেই ছোঁয়া লেগে যাবে। সেদিনের কথা, সেই নয়ন ভোলানো শোভা কোনদিনই ভুলবে না রিচি। পাহাড়, ক্যানিয়ন আর দিগন্ত বিস্তৃত নির্জন প্রান্তর, কিছুই ভোলার নয়।

আবার এখানেই ফিরে এসেছে ও। জানতো, আবার একদিন ফিরে আসবে।

অনেকের কাছেই এই বিশালত্ব, এই নির্জনতা আর আকাশ-মাটির এই ব্যাপ্তি হয়তো ভীতিকর মনে হতে পারে; কিন্তু রিচির কাছে তা নয়, বরং এই অপরূপ শোভা মনপ্রাণ কানায় কানায় ভরিয়ে দেয় ওর।

ফেব্‌ল ক্যানিয়নের মাথার কাছে স্লুইট অ্যালিস পর্বতমালার পাদদেশে উঁচুমতো জায়গায় একটা ঘর বানাচ্ছে রিচি। যদ্দূর চোখ যায়, দিগন্ত জোড়া নয়ন ভোলানো দৃশ্য, কি উত্তর, কি

দক্ষিণ, কি পশ্চিম—সবদিকে। পনেরো মাইল দূরে বয়ে যাচ্ছে কলারাডো নদী। উত্তরে হাজার হাজার একরের বিস্তীর্ণ বেসিন, এখানেই গরু বাছুর চরানোর কথা ভাবছে রিচি। ওদিকে দক্ষিণে অনেক দূরে পেইন্টেড ডেজার্ট অবধি ছড়িয়ে রয়েছে অসংখ্য ক্যানিয়ন, রীফ আর পাহাড়ের সারি।

অনেক অনেক দিন আগে মানুষের বসতি ছিলো এখানে। প্রাচীন জনবসতির ধ্বংসাবশেষ এখনো আছে; মুছে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। পুরোনো চাষাবাদের চিহ্নও আছে। কেন যে সেইসব মানুষরা চলে গিয়েছিলো কেউ জানে না। ওদের পর কেউ আর আসেওনি শূন্যস্থান পূরণ করতে। শোনা যায়, এখানকার দক্ষিণাঞ্চলে নাকি নাভাজোদের আসার কথা ছিলো। আসেনি তারাও।

আউট-ল' ক্যাম্প ছেড়ে বেরুনোর মুহূর্ত থেকে এ জায়গাটার কথাই ভাবছিলো রিচি। এরচে' ভালো জায়গা আরো অনেক আছে, কিন্তু এ জায়গাটাই সবচে' বেশি পছন্দ ওর।

এখানে ভালো ঘাস আর পানি আছে। আছে ঘর তৈরির দরকারী কাঠ। আশেপাশে কোনো পড়শী নেই, আছে সীমাহীন প্রান্তর। আরো রয়েছে অসংখ্য ক্যানিয়নের গোলক ধাঁধা। বন্ধুরা যখন বেড়াতে আসবে, পালানো বা লুকোনোর জন্যে মোটেই ভাবতে হবে না ওদের।

সবচে' কাছের শহরটি উত্তরপুবে এখান থেকে মাইল বিশেক দূরে। রিমরক, একেবারে আনকোরা নতুন শহর। বেশি হলে বছরখানেক হবে শহরটার বয়স। ধুলি-ধুসর রাস্তার দুধারে কটনউডের তৈরি দু'সারি ফল্স ফ্রন্টেড স্টোর আর পাঁচটা সেলুন দাঁড়িয়ে আছে—ব্যাস। একজন ডাক্তার আছে এখানে, উকিল-

টুকিল কেউ নেই। পানীয়ের উৎস দুটি, কুয়োর পানি আর ঘরে তৈরি উৎকৃষ্ট হুইস্কি।

শহরের আশেপাশে আটটা র‍্যাঞ্চ আর একজোড়া মাইন। ডাক্তার, ব্যাংকার, আটজন র‍্যাঞ্চার, প্রীচার আর খবর কাগজ প্রকাশক, এই নিয়ে এখানকার সমাজ।

শহরের সবচে জমজমাট সেলুনটির মালিক আর্থার সিম্পসন, ছোটখাটো সেলুনগুলোর একটার মালিকানাও তার হাতে। বিশালদেহী কঠোর চেহারার মানুষ আর্থার সিম্পসন। মাথা ভর্তি চকচকে মসৃণ চুল, ঠোঁটের ওপর শোভা পাচ্ছে এক জোড়া চওড়া গোঁফ।

সিম্পসনের সেলুনের নিয়মিত খদ্দেরদের মধ্যে দুজনের নাম, পল স্টার্ক আর নিক কার্টার।

রিমরক আর আশেপাশে প্রভাবশালী লোক রয়েছে দুজন। একজন আর্থার সিম্পসন, অন্যজনের নাম ড্যান সোমার্স। পরস্পরকে চেনে ওরা। কিছুদিন আগেও রাস্তায় বা সিম্পসনের সেলুনে দেখা হলে কথাও বলতো। কিন্তু ইদানীং কথাবার্তা তো বটেই, মুখ দেখাদেখিও বন্ধ।

বাইরে বাইরে বোঝার উপায় নেই। কিন্তু আজকাল সন্ধ্যায় ড্রিঙ্ক করতে বা বন্ধু বান্ধবদের সাথে আড্ডা দিতে সিম্পসনের সেলুনে পা ফেলা বন্ধ করে দিয়েছে ড্যান সোমার্স। আস্তে আস্তে রাস্তার উল্টোদিকের একটা সেলুনে যাতায়াত শুরু করেছে সে। সিম্পসনের সেলুনে যারা ড্যান সোমার্সের সঙ্গে দেখা করতে আসতো, তারাও ভিড়ে গেছে ঐ সেলুনে।

সোমার্স যে তার বদলে যাবার কারণটা কাউকে বলেনি, সে

ব্যাপারে নিঃসন্দেহ সিম্পসন। কারণ ওর সঙ্গে অন্য সবার ব্যবহার আগের মতোই আছে, বদলায়নি। কিন্তু তারপরেও একটা সীমারেখা যেন স্পষ্ট এবং গভীর ভাবে টেনে দেয়া হয়েছে।

সীমারেখা একটা যে ছিলো না, তা নয়—ছিলো। আসলে আর্থার সিম্পসনই অতিক্রম করে গিয়েছিলো সেটা।

সেদিন ছিলো রোববার। রৌদ্রকরোজ্জ্বল দিন। সোমার্সের ভাইঝি লরা গেছে ওলসনের 'হাফ বক্সড্-ও' র‍্যাঞ্চে প্যাট্রিসিয়ার সঙ্গে গল্প করতে। ড্যানসোমার্স অফিসে বসে র‍্যাঞ্চের হিসাবপত্র দেখছে। বাংক হাউসের সামনে বেঞ্চে বসে ঘোড়ার লাগাম সেলাই করছে যাপাতা।

লাল চাকার কালো রঙের চমৎকার নতুন একটা বাকবোর্ড নিয়ে উঠোনে ঢুকলো আর্থার সিম্পসন। পরনে মোটা কাপড়ের কালো স্যুট আর সাদা শার্ট। বুকের ওপর ভারি সোনার চেইনে ঝুলছে একটা এল্‌কের দাঁত।

বাকবোর্ড থেকে সিম্পসনকে নামতে দেখে কৌতূহলী হয়ে উঠলো যাপাতা।

ঘর থেকে বেরিয়ে এলো ড্যান সোমার্স। লম্বা-চওড়া শক্ত সমর্থ মানুষ ড্যানসোমার্স। সারা মাথায় ঘনচুল, রূপোলী ছোঁয়া লেগেছে তাতে। সিম্পসনকে দেখে অবাক হয়ে গেছে সে। বুঝতে পারছে না ব্যাপারটা কি?

সিম্পসনের বয়স পয়তাল্লিশ বছর। মেদহীন আড়াইশো পাউণ্ডের বিশাল শরীর। চালচলনে মোটামুটি ভালোই, প্রয়োজনে অসম্ভব রকম ভদ্র আর কৌশলী হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু এই মুহূর্তে সেসবের ধারে কাছে না গিয়ে বোকার মতো কথাটা পেড়ে

বসলো সে।

চেয়ারে বসে দু'হাঁটুতে বিশাল দুই হাত রাখলো সিম্পসন। 'ড্যান.' বললো সে, 'পয়সার কোনো অভাব নেই আমার, জানোই তো। স্বাস্থ্যটাও ভালোই। অথচ আজ অবধি বিয়ে করাটা হয়ে উঠলো না। বয়স তো আর কম হলো না। ভাবছি বিয়েটা এবার সেরেই ফেলবো। আর কত্তো।'

মাঝেমধ্যে মদ কেনার সময় সেলুনে কিংবা রাস্তায় দেখা-সাক্ষাত; সিম্পসনের সঙ্গে ড্যানের জানাশোনা এই পর্যন্তই। লোকটাকে তেমন ভালো করে চেনেই না ড্যান। তাই পরের কথায় হতভম্ব হয়ে গেলো ও। সিম্পসন বললো, 'সেজন্যেই তোমার কাছে আসা।'

'আমার কাছে?'

'হ্যাঁ, ড্যান। লরার কথাই ভাবছি আমি।

হাত বাড়িয়ে ড্যানের দু'গালে দু'টো চড় কষালেও এরচে' কম অবাক হতো ও—এতোটা ক্রুদ্ধও হয়তো হয়ে উঠতো না।

একটা সেলুনের মালিক সিম্পসন। ড্যান সোমার্সের মতো লোকের কাছে কি দাম আছে তার? তার ওপর আবার নদীর ধারে একটা বাড়িতে তিনটে মেয়ে দিয়ে ব্যবসাও নাকি চালায় সে। কথাটা কার কাছ থেকে যেন শুনেছে ড্যান। কিন্তু সিম্পসনের ধারণা ছিলো, খবরটা কাকপক্ষীও জানে না।

ঝট করে উঠে দাঁড়ালো ড্যান সোমার্স। 'ঐ সব চিন্তা ভাবনা ভুলে যাও,' শীতল কণ্ঠে বললো ও। 'তোমার মতো একটা হোটেলঅলা, বেশ্যার দালালের সঙ্গে আমার ভাইঝির বিয়ের কোনো প্রশ্নই উঠতে পারে না! বেরিয়ে যাও, এক্ষুণি বেরিয়ে

যাও আমার বাড়ি থেকে। কক্ষণো, কোনোদিন আমার ভাইঝির সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করেছো কি, সবার সামনে চাব্‌কে তোমার পিঠের ছাল তুলে নেবো। শহর ছাড়া করবো তোমাকে, কসম খোদার। হুহ্‌, সাধ কতো।'

প্রথমে লাল, পরমুহূর্তে রক্ত সরে সাদা হয়ে গেলো সিম্পসনের চেহারা। উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে কিছু একটা বলার চেষ্টা করলো। থরথর করে হাত কাঁপছে তার, কোটর ছেড়ে ফেটে বেরিয়ে আসতে চাইছে চোখ জোড়া। ঘুরে দাঁড়ালো সিম্পসন। হাঁচড়ে পাঁচড়ে বেরিয়ে এলো ঘর থেকে। সিঁড়ি বেয়ে নামতে গিয়ে হোঁচট খেয়ে পড়ার দশা হলো। কোনমতে ছুটে গিয়ে উঠে বসলো বাক-বোর্ডে, ঘুরিয়ে নিলো। তারপর কোনদিকে না চেয়ে বেরিয়ে গেলো দ্রুত।

লাগামটা নামিয়ে রেখে ঘরের দিকে এগোলো যাপাতা। বসে আছে ড্যানসোমার্স। হিংস্র দেখাচ্ছে তাকে। যাপাতাকে সব-কিছু খুলে বললো ড্যান।

'শালা লরার দিকে এক পা বাড়িয়েছে কি,' বললো যাপাতা, 'হারামজাদাকে স্রেফ খুন করে ফেলবো।'

এ ঘটনার মাত্র দু'সপ্তাহ পরেই প্রথমবারের মতো রিমরকে পা রাখলো রিচি। ড্যানসোমার্সের বারোটা বাজানোর চিন্তায় বিভোর না থাকলে, সেলুনের সামনে দিয়ে ব্যাংকের দিকে এগিয়ে যাওয়া আগন্তুকের দিকে হয়তো আরো বেশি মনোযোগ দিতো সিম্পসন। ব্যাংকের সামনে ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে দাঁড়ালো আগন্তুক।

পল স্টার্কের নজর এড়ালো না কিছুই। ঘোড়ার পিঠ থেকে

ভারি দুটো স্যাড্‌লব্যাগ নামিয়ে নিয়ে রিচি ব্যাংকে ঢুকছে, দেখলো .স।

ভাঙাচোরা একটা টেবিলের পেছনে বসে আছে ব্যাংকার জন আমোস। ধুলিমলিন পোশাক পরা; কাউহ্যাণ্ডের দিকে চোখ তুলে তাকালো সে।

'কিছু জিনিস জমা রাখতে চাই,' বললো রিচি।

ক্যাশিয়ারের দিকে ইঙ্গিত করলো আমোস। 'ওর কাছে যাও,' বললো সে।

'উহু, আপনাকেই আমার দরকার,' বলে স্যাড্‌ল ব্যাগ দু টো টেবিলের ওপর রাখলো রিচি। 'এগুলো জমা রাখতে চাই। আর চাই কিছু গরু কিনতে। খোঁজ দিতে পারেন?'

স্যাড্‌ল ব্যাগে কি আছে দেখলো আমোস। ডজন কয়েক ছোট ছোট ব্যাগ, টাইট করে বাঁধা। কয়েকটা ব্যাগ বের করে খুললো সে। সোনা···নানা আকারের সোনা!···আর পাকানো টাকার বাণ্ডিল।

'আরে! এ যে অনেক টাকা! পেলে কোথায়?'

জবাব দিলো না রিচি। ওর কঠিন অচঞ্চল দৃষ্টির সামনে কুঁকড়ে গেলো আমোস। বেশি হলে না হয় বিশই হবে ছেলেটার বয়স। এর সামনে এই অবস্থা! নিজের ওপর রেগে উঠলো সে।

'হাফ বক্সড-ও'-র অনেক সংগ্রহ আছে, হয়তো বেচতেও পারে,' বললো ব্যাংকার।

'না, শর্ট হর্ণ নয়তো সাদামুখো গরু দরকার আমার,' বললো রিচি।

'সাদামুখো গরু একজনেরই আছে এখানে, ড্যানসোমার্স। কিন্তু

বেচবে না সে। অনেক কষ্টে জোগাড় করেছে সে গরুগুলো। তার ধারণা এখানে গরুগুলো বাঁচিয়ে রাখতে পারবে। কিন্তু কেউ সেকথা বিশ্বাসই করে না।'

'আমি করি।'

'নিজেরগুলো তাহলে নিজেকেই জোগাড় করতে হবে। সোমার্স বেচবে না।'

টাকাগুলোর দিকে ইঙ্গিত করলো রিচি। 'খেয়াল রাখবেন। যাচ্ছি আমি।'

কাজ সেরে রাস্তায় নেমে এলো ও। গায়ে রঙ জ্বলা মেরুণ সার্ট, মাথায় টুপি। জায়গামতো ঝুলছে একটা শটগান। এক মুহূর্তের জন্যে দাঁড়ালো রিচি। উবু হয়ে কাপড় থেকে ধুলো ঝাড়ার ভান করে তীক্ষ্ণ চোখে দেখে নিলো চারদিক।

এই এক নজরেই শহরের প্রতিটি জায়গা চিনে নিলো ও। সিম্পসন'স নামের সেলুনটার সামনে থামোকা বসে থাকা পল-স্টার্ক নজর এড়ালো না ওর। একটা বাক বোর্ড এগিয়ে আসছে রাস্তা দিয়ে, লক্ষ্য করলো রিচি। একটা মেয়ে চালাচ্ছে ওটা, মেক্সিকান একটা লোক বসে আছে তার পাশে।

রাস্তা পেরিয়ে দোকানের দিকে এগোলো রিচি। এক পলকেই স্টার্ক কি জাতের লোক, বুঝে নিয়েছে ও। সেলুনের সামনে অযথা বসা লোকটা হয় ভাড়াটে গান-হ্যাণ্ড, নয়তো কোনো আউট'ল। রিচির অন্তত, এ ব্যাপারে ভুল হওয়ার কথা না।

তাছাড়া একজন কাউহ্যাণ্ডের যেখানে ব্যস্ত থাকার কথা, এই লোকটা মহা সুখে নিশ্চিন্তে বসে আছে। চকচকে নতুন জুতো পায়ে, এতো দামী জুতো কোনো কাউহ্যাণ্ডের পক্ষে কেনা সম্ভব

নয়। এ লোক কিছুতেই কাউহ্যাণ্ড হতে পারে না। রাস্তা পেরু-নোর সময় নিজের ওপর লোকটার মনোযোগ দেখে সতর্ক হয়ে উঠলো ও।

সেলুন ছেড়ে বেরিয়ে এলো নিক কার্টার। জিজ্ঞেস করলো, 'লোকটা কে?'

দোকানের বারান্দায় পা রাখতে রাখতে প্রশ্নটা শুনলো রিচি।

রাস্তার ধুলো আর ঘর বাড়িগুলোর ওপর অকৃপণ আলো ছড়াচ্ছে সূর্য। রোদ আর বাতাসের অত্যাচারে এরই মধ্যে সৌন্দর্য হারিয়েছে দেয়ালগুলো। দোকানের সামনে আবার থামলো রিচি। ভালো করে তাকালো চারদিকে। হাজার হোক, এটা এখন ওরই শহর। দরকারী জিনিসপত্র কিনতে এখানেই আসতে হবে ওকে। চিঠি পত্র—যদি আসে নিয়ে যেতে হবে এখান থেকেই।

ভুরু কুঁচকে কোথাও খবর কাগজ পাওয়া যাবে কিনা, ভাবলো ও। তারপরই চোখে পড়লো সাইন বোর্ডটা: 'দ্য রিমরক স্কাউট, সব রকম খবর আর মতামতের জন্যে'।

সেদিকেই পা বাড়ালো রিচি। দরজা খুলে ভেতরে ঢুকলো। হ্যাণ্ডপ্রেস, টাইপ ইত্যকার হাজারো জিনিস ভেতরে। এসবের মাথামুণ্ডু কিছুই বোঝে না রিচি। ন্যাকড়ায় হাত মুছতে মুছতে কাউন্টারে এসে দাঁড়ালো বয়স্ক একজন লোক। হাসলো।

'কি ব্যাপার, বাবা? খবর খুঁজছো, নাকি দিতে এসছো?'

হাসলো রিচিও। 'ভাবলাম, আপনার কাছ থেকে একটা কাগজ কিনবো, আর পুরোনো সংখ্যাগুলোর ওপরও এক-আধটু চোখ বুলাবো, এই আর কি। কোনো জায়গার মানুষ সম্পর্কে জানতে

এরচে' ভালো উপায় আর হয় না।'

হাত বাড়িয়ে দিলো কাগজের মালিক। 'তুমি এখানে থাকবে শুনে সত্যি খুশি হলাম। আমি রবার্ট ম্যাকফারসন। কাগজের সম্পাদক, প্রকাশক, আর প্রিন্টার সবকিছু আমিই। তুমিই প্রথম লোক যে এখানে এসে এ জায়গাটা সম্পর্কে জানতে চাইলে। যাও, ইচ্ছেমতো কাগজ পড়োগে।' হাত নেড়ে সেল্ফের ওপর স্তূপ করে রাখা কাগজের দিকে ইশারা করলো ম্যাকফারসন। 'ওখানে আছে সব—ছত্রিশ সপ্তাহের ছত্রিশটা সংখ্যা। যতোক্ষণ খুশি পড়তে পারো। যখন ইচ্ছে হবে চলে এসো।'

'আমার নাম রেনর্ড রিচি। ওদিকে পশ্চিমে র‍্যাঞ্চ করছি।'

'ওদিকটাতে রুক্ষ নির্জন জায়গা,' মন্তব্য করলো ম্যাকফারসন। 'বেড়াতেও কেউ সহজে যায় না ওদিকটায়।'

'ও জায়গাটাই পছন্দ হয়ে গেছে আমার। আমি তো বেড়াতে আসিনি। আমার দরকার গরু চরানোর মতো জায়গা।'

বেশ ক'সংখ্যা পত্রিকা নিয়ে টেবিলে এসে ম্যাকফারসনের দিকে পিঠ ফিরিয়ে বসলো রিচি। জানালা দিয়ে বাইরে চোখ রাখার জন্যেই জায়গাটা বেছে নিয়েছে ও। খবর কাগজ পড়ার বুদ্ধিটা রক বেননের কাছ থেকে পেয়েছে রিচি। একটা ব্যাংকে কতো টাকা থাকতে পারে, শহরের আইন কতোটা কড়া হতে পারে, সবকিছুই সেখানকার খবর কাগজ থেকে জেনে নেয় রক বেনন।

এক নজরেই ম্যাকফারসন বুঝে ফেললো, মোটেই বিশৃঙ্খল-ভাবে কাগজ ওল্টাচ্ছে না রিচি। কাগজ পড়ায় একটা সুষ্ঠু পরি-কল্পনার ছাপ দেখা যাচ্ছে। প্রথমেই শহরের চাকুরী আর ব্যবসা সংক্রান্ত বিজ্ঞাপন দেখতে বিজ্ঞাপন কলামে চোখ বুলালো রিচি।

কিছু কিছু নোট নিলো। তারপর খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প্রত্যেক সংখ্যার স্থানীয় খবরগুলো পড়তে শুরু করলো।

টাইপ সেট করতে করতে নিজের জায়গা থেকেই রিচিকে দেখছে ম্যাকফারসন্। কোথায় কি খবর আছে ভালো করেই জানে সে। তাই পাঠকের আগ্রহ কিসে, বুঝতে মোটেই বেগ পেতে হলো না ওর।

সোমার্সের হিয়ারফোর্ড পৌছুনোর খবর নজর কাড়লো রিচির। কিন্তু স্টার্কের হাতে বিল হ্যামারের মারা যাবার খবরে চোখ পড়তেই ভালো করে খবরটা পড়তে শুরু করলো ও। এর-পর পাগোসা স্প্রীং-এ ডাকাতি বা ডাকাতির চেষ্টার খবরটা পড়লো রিচি। ঐ ঘটনায় দুজন আউট'ল আহত হয়। এদের একজনকে যেনন গ্যাং-এর সদস্য বলে সন্দেহ করা হচ্ছে।

একের পর এক সবগুলো স্থানীয় সংবাদ পড়ে শেষ করলো রিচি। তারপর এক সময় চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়ালো ও। ঠিক এই সময় খুলে গেলো দরজাটা। যাপাতার সঙ্গে ভেতরে এলো লরা সোমার্স।

হাত মুছতে মুছতে আবার কাউন্টারে এসে দাঁড়ালো ম্যাকফার-সন। 'কেমন আছো, লরা? কি খবর, যাপাতা?'

নিজের অজান্তে সিধে হয়ে গেলো রিচি। চমকে গেছে ও। 'সোমার্স? রানিং-এস'-এর সোমার্স?'

'আমাদের চেনেন নাকি আপনি?'

'না, না। শুনলাম, আপনাদের নাকি হিয়ারফোর্ড জাতের গরু আছে। সেগুলোর কিছু কেনার ইচ্ছে আমার।'

যাপাতার মেহগনি কাঠের মতো নির্লিপ্ত চেহারা দেখে প্রতি-

ক্রিয়া বোঝা যাচ্ছে না। রিচিকে মনোযোগ দিয়ে জরিপ করছে সে।

'চাচা ওগুলো স্বপ্নেও বিক্রির কথা ভাবে না, মিঃ রিচি। অনেক কষ্টে জোগাড় করাতো। তবে চাইলে কথা বলে দেখতে পারেন।'

'কাগজ কিনে চলে গেলো ওরা। ম্যাকফারসনের দিকে ফিরলো রিচি। 'কাগজে গানফাইটের একটা খবর দেখলাম। স্টার্ক নামের একটা লোকের কথাও আছে। সেলুনের সামনে বসা ঐ লোকটাই কি স্টার্ক?'

'হ্যাঁ, লোকটা আস্ত বদমাশ। আরো কয়েক সংখ্যা পেছনের কাগজ পড়লে দেখতে মাস দু'তিন আগে, আরেকটা গানফাইটে, আরেকজন লোককেও খুন করেছে সে।'

'ও। আচ্ছা, ঠিক আছে, আজ তাহলে চলি, কেমন?'

কাগজের অফিস থেকে বেরিয়ে রাস্তায় এসে দাঁড়ালো রিচি। ওর দিকে চেয়ে আছে ম্যাকফারসন। পশ্চিমের অনেক শহরে কাগজ চালিয়ে ছাপার কাজ করে অভ্যস্ত ম্যাকফারসনকে বিভ্রান্ত দেখাচ্ছে।

হাজার কিসিমের লোক আছে পশ্চিমে। কে কোন ধরনের, দেখলেই বুঝতে পারে ম্যাকফারসন। কিন্তু এ যুবকের ধাঁচটা বুঝতে পারছে না সে। কিছুতেই সাধারণ কোনো কাউহ্যাণ্ড হতে পারে না এ। আত্মবিশ্বাসে কোনো ঘাটতি নেই ছেলেটার। এ যুবকের চলাফেরার স্থির নিশ্চিত ভঙ্গি, চারদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা, এসব দেখে, ইয়ার্প, কার্ট রাইট, হিকক, ক্যাসিডি, এদের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে ম্যাকফারসনের। কিন্তু তাদের মতো কেউ নয় ও।

কিছুই গোপন থাকে না ছোট্ট শহর রিমরকে। সন্ধ্যার আগেই স্থানীয় ব্যাংকে রিচির দশ হাজার ডলার জমা রাখার খবর কানে এলো ম্যাকফারসনের। রিচি দুজন কাউহ্যাণ্ডকে চাকরী দিয়েছে এ খবরও শুনলো। দুজনকেই চেনে সে।

একজনের নাম ব্যাট শ্যাভেজ। মেক্সিকান। একহারা গড়নের শক্ত সমর্থ মানুষ। কর্মঠ। অন্যজন স্পিংগার, ঘুরে ফিরেই দিন কাটায় লোকটা। র‍্যাঞ্চের কাজে ওর জুড়ি মেলা ভার; কিন্তু সহজে কাজ করতে চায় না সে।

রিমরকের রেস্তোরাঁটা শহরের প্রধান আকর্ষণ। শুধু মাত্র বোর্ডিং-হাউস-টেবিল না বসিয়ে, এখানে ডজন খানেক চার চেয়ারঅলা টেবিলও পেতে দেয়া হয়েছে।

এক কোণে একটা টেবিল বেছে নিয়ে বসেছে রিচি। প্রশ্ন শোনার বা কারো সঙ্গে আলাপ জমানোর কোনো ইচ্ছে নেই ওর। চিন্তাভাবনা করে একটা প্ল্যান খাড়া করতে আর সেই সঙ্গে সারা দিনে কদ্দূর কি জানা গেলো বুঝতে সময় পেতে চাইছে ও।

পাগোসা স্প্রিং-এ ডাকাতির খবরটা ভাবনায় ফেলে দিচ্ছে ওকে। খবরটা সত্যি হলে, রক'দের দুজন আহত অবস্থায় পড়ে আছে হয়তো কোথাও। মারাত্মক ভাবেই আহত হয়েছে কিনা কে জানে। যদি তাই হয়, তাহলে তো ওদের খাবার লাগবে, দরকার হবে লুকোনোর জন্যে একটা জায়গার আর সেই সঙ্গে চিকিৎসার।

একা একাই খাবার খেয়ে নিলো রিচি। কাছেই একটা টেবিলে বসেছে যাপাতা আর লরা।

ওর টেবিল থেকে অনায়াসে দরজার দিকে নজর রাখতে পারছে

রিচি। শেরিফকে আশা করছে ও। খবর কাগজেই দেখেছে। সপ্তাহে দু'একবার এ রেস্তোরাঁতেই রাতের খাবার খেতে আসে শেরিফ লারসেন। তাছাড়া প্রায় রোজই আসে কফিটফি খেতে। আগে হোক পরে হোক, ওদের দুজনের মোলাকাত হবেই। রিচি চাইছে আজই চুকে যাক সে ঝামেলা।

হঠাৎ সশব্দে খুলে গেলো রেস্তোরাঁর দরজা। ভেতরে ঢুকলো আর্থার সিম্পসন। দাঁড়ালো। চাইলো লরার দিকে। সিম্পসনের তাকানোর ভঙ্গি আর যাপাতার শক্ত হয়ে যাওয়া লক্ষ্য করলো রিচি।

আস্তে আস্তে স্বাভাবিক হয়ে এলো মেক্সিকান। বেড়াল যেমন সাপের দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখে তেমনি স্বাভাবিক—নিরব অথচ সতর্ক।

রিচির দিকে একনজর চাইলো সিম্পসন। তারপর এগিয়ে এসে একটা খালি টেবিলে লরার দিকে মুখ করে বসলো। রিচির দৃষ্টি রেখাতেই বসেছে সে। লরার দিকে লোকটার তাকানোর ভঙ্গি দেখে রাগে রিরি করে উঠলো রিচির শরীর। মেয়েটা এসব খেয়াল করছে কি না বুঝতে পারলো না ও।

ম্যাকফারসন সাধারণতঃ বাড়িতেই খাবার কাজটা সারে। কিন্তু খবরের আশায় আজ সেও এসে হাজির হলো। সাংবাদিকের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ে বিপদের আভাস পেয়েছে সে। কিন্তু জানে না বিপদটা কোত্থেকে কি ভাবে আসবে। শান্ত, কম কথার মানুষ ম্যাকফারসন বন্ধু বৎসল—সবার সঙ্গেই তার সুসম্পর্ক আছে, সবাইকেই মোটামুটি চেনে।

রিচির টেবিলে এসে থামলো সে। 'তোমার জন্যে একটা খবর

আছে। সোমার্স ওর হিয়ারফোর্ডস্ বিক্রি না করলে, তুমি নিজেই তো জোগাড় করতে পারো ? শুনেছি ওভারল্যাণ্ড ট্রেইল ধরে একদল লোক আসছে এদিকে। ওদের অনেকের কাছেই নাকি এখনো কেনার মতো বেশ কিছু গরু আছে।'

'দাঁড়িয়ে কেন, বসুন না,' বললো রিচি।

বসলো ম্যাকফারসন। হাত রাখলো টেবিলের ওপর, 'টাকা বা খাবারের অভাব হলে, অনেক সময় গরুটরু বিক্রি করে দেয় ওরা।'

'হয়তো সেটাও চেষ্টা করে দেখতে হবে।'

আবার দরজা খুলে গেলো। আরো একজন লোক ঢুকলো। দাঁড়ালো একমুহূর্ত। উঁচু উঁচু চোয়ালের হাড় আর ঘন ভুরুর আড়াল থেকে উঁকি দিচ্ছে কুতকুতে নীল চোখ। বিশাল চেহারা। মাথায় সোনালী চুল, এখানে ওখানে পাকতে শুরু করেছে।

খুব একটা লম্বা নয় লোকটা, লম্বার তুলনায় বেশ মোটাই বলা যায়। ধীর গতিতে চলাফেরা করে। লোকটার কোটের ওপর চকচকে ব্যাজ দেখতে পেয়েছে রিচি। স্থির হয়ে গেছে ও। শেরিফ লারসেন।

চারদিকে চাইলো লারসেন। এক আধজনের উদ্দেশে মাথা ঝাঁকালো। সবশেষে চোখ ফেরালো রিচির দিকে, কিন্তু তা মুহূর্তের জন্যে। চোখ ফিরিয়ে ম্যাকফারসনের দিকে চাইলো সে।

'কি ম্যাক,' নিচু গম্ভীর স্বরে বললো, 'আবারো বিপদের গন্ধ পেলে নাকি ?'

কাঁধ ঝাঁকালো ম্যাকফারসন। 'জানোই তো,' বললো সে, হাসলে হাসতে পারো ; কিন্তু আমার মন বলছে, বিপদ একটা

আসছে।'

'হাসছি না সত্যি, এদিকেই আসছে আপদটা।'

'আপদ ?'

'হ্যাঁ, বেনন গ্যাং।'

চার

নীল চোখে রিচির দিকে চাইলো শেরিফ লারসেন। 'বেনন গ্যাং-এর নাম শুনেছো ?'

'নাহ্। আমি তো টেকসাসের লোক।'

'ও এখানে নতুন এসেছে। ওদিকে পশ্চিমে র‍্যাঞ্চ করছে। 'হিয়ারফোর্ড' গরু খুঁজছে, কিনবে। ওকে বলছিলাম ওভারল্যাণ্ড ট্রেইল ধরে যারা আসছে, ওদের কাছে খোঁজ নিতে। ভাগ্য ভালো হলে পেয়েও যেতে পারে।'

'হুম্, তা ঠিক। হিয়ারফোর্ড আসলেই ভালো জাতের গরু।' হাত বাড়িয়ে ওয়েট্রেসের কাছ থেকে এক কাপ কফি নিলো শেরিফ। অনেকখানি মধু ঢেলে মেশালো। 'কিন্তু পশ্চিমে ওদিক-টা তো মরুভূমির মতো। ওখানে কি টিকবে গরুগুলো ?'

'কেন টিকবে না ? অনেক মাঠ ময়দান আছে ওদিকে। ওগুলো

থেকে শীত কালে খড় জোগাড় করবো। তাছাড়া মালভূমিগুলোতে যথেষ্ট ঘাসও আছে। ভালো কিছু গরু পেলেই দেখার মতো একটা স্টক গড়ে তুলতে পারতাম।'

'কিন্তু' বললো লারসেন, 'গরুর চে' ভেড়াতেই বেশি লাভ হতো না ?'

'ভেড়া সম্পর্কে কিছুই জানি না আমি।'

রিচির দিকে চেয়ে কিছুক্ষণ কি যেন ভাবলো লারসেন। তারপর বললো, 'জায়গাটা, বোধহয় অনেক আগে থেকেই তোমার চেনা ? ঐ জায়গাটা সম্পর্কে অনেকে কিছুই জানে না।'

'ষোলো বছর বয়সে—এদিকে এসেছিলাম একবার। একটা ঝরণার ধারে তু'রাত ছিলাম আমরা, ওখানেই থাকছি এখন। ঝরণাটার কথা কোনোদিন ভুলবো না আমি।'

'তাই নাকি ? কোন ঝরণা ?'

এখন আর এড়ানোর উপায় নেই। রিচি বললো, 'সুইট অ্যালিস মাউনটেনস্-এর পায়ের কাছে—ফেব্‌ল ক্যানিয়নের মাথায়।'

বিস্মিত হলো লারসেন। ম্যাকফারসনের কাছে নামগুলোর কোনো তাৎপর্য নেই, বোঝাই যাচ্ছে। কিন্তু বুড়ো সুইডিশ শেরিফ মাথা নাড়তে নাড়তে বিড় বিড় করে বললো, 'ওটা তো একেবারে নির্জন জায়গা। কেউ যায়ই না ওখানে। তাছাড়া অনেক উঁচুও তো।'

'আমার ভালো লাগে।'

'হ্যাঁ, তা ঠিক, জায়গাটা দেখতে সুন্দরই।'

অস্বস্তি বোধ করছে রিচি। নির্বোধ নয় বুড়োটা, রিচির চে'ও

ভালো করে চেনে সে স্থইট অ্যালিস মাউনটেইন্স, চেহারা দেখেই আন্দাজ করা যাচ্ছে।

খানিক পরপরই লরার দিকে চোখ চলে যাচ্ছে রিচির, অপূর্ব সুন্দরী মেয়েটা। কিন্তু ঠিক সুন্দরী বলে নয়, কেন যেন ভালো লেগে যাচ্ছে মেয়েটাকে। কেন, সেটা বুঝতে পারছে না ও। দু'দুবার লরার সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেলো। নজর এড়ালো না যাপাতার।

আবার রক'দের কথা ভাবতে শুরু করলো রিচি। সত্যি সত্যি ওদের কেউ আহত হয়ে থাকলে সাহায্য লাগবেই। তার ওপর কিছুদিন গা ঢাকা দিয়ে থাকার জন্যে একটা জায়গারও দরকার হবে। অবশ্য ওর র‍্যাঞ্চের আশেপাশে হাজারো ক্যানিয়নের গোলক ধাঁধায় অনায়াসে আস্তানা গাড়তে পারবে ওরা। একশো একটা রাস্তা আছে—পালাতেও কোনো অসুবিধে হবে না। রিচির স্থইট অ্যালিস মাউনটেইন্স বেছে নেয়ার পেছনে এটাও একটা কারণ বৈকি।

একঘেয়ে কণ্ঠে গরু, গরুর খাবার, জিনিসপত্রের দাম এসব নিয়ে বকবক করে যাচ্ছিলো লারসেন। হঠাৎ তীক্ষ্ণ চোখে রিচির দিকে তাকালো সে। 'আজ ফুলের বীজ কিনেছো শুনলাম, সত্যি নাকি?'

'হ্যাঁ।'

'ভালো। ফুলের চে' ভালো আর কি আছে? আমার বাসায় গোলাপ বাগান আছে। এসো একদিন, দেখবে। ফুলের বাগান যারা করে, আমার মনে হয়, থাকতেই আসে তারা।' আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালো লারসেন। 'এ মরুদেশে কোনো কোনো

স্কুল বেঁচে যায়, কোনোটা বাঁচে না। আমাদের উচিত সবগুলো-কেই সুযোগ দেয়া, বুঝলে ?'

চলে গেলো শেরিফ। লারসেনের শেষ কথাটার আর কোনো মানে আছে কিনা বোঝার চেষ্টা করলো রিচি। কোনো রকম ইঙ্গিত দিতে চাইলো কি শেরিফ ? ওকে এখানে থাকার সুযোগ দেয়া হচ্ছে, বলতে চাইলো কি ? নাকি এসব স্রেফ ওর কল্পনা ?

একটা কথা পরিষ্কার, লারসেনের কাছ থেকে যতো দূরে থাকা যায়, ততোই ভালো।

পরদিন সকালে, তিনটে ঘোড়া কিনলো রিচি। মেয়ার। আগের দিন কিনে রাখা মালপত্রের শেষ বস্তাটা পিঠে তুলছিলো ও। এই সময়, দীর্ঘদেহী, ধূসর চুলের এক লোককে ঘোড়া হাঁকিয়ে এগিয়ে আসতে দেখলো। 'বে' ঘোড়ার গায়ে 'রানিং-এস'-এর ব্র্যাণ্ড। এ লোক ড্যান সোমার্স না হয়েই যায় না।

লোকটাকে থামাতে রাস্তার মাঝখানে গিয়ে দাঁড়ালো রিচি।

কাছাকাছি হতেই লাগাম টেনে ঘোড়া থামালো সোমার্স। 'মিঃ সোমার্স', সাদা-মুখো কিছু গরু খুঁজছি আমি, কিনবো। আপনার কাছে নাকি আছে শুনলাম ?'

মাথা ঝাঁকালো সোমার্স। 'আছে। কিন্তু বেচবো না।' ঠাণ্ডা চোখে রিচিকে আগাগোড়া মাপলো সে। 'নতুন এসেছো মনে হচ্ছে ? আমি ছাড়া এদিকে আর কারুরই সাদামুখো গরু নেই। তো যদি জোগাড় করতে পারো, আগেই বলে রাখছি, আমারগুলোর ধারে কাছে যেন না আসতে পারে ওগুলো। কোনোরকম গোলমাল হোক, চাই না আমি।'

মেজাজটা তেতে উঠলো রিচির। তবু সহজ গলায় বললো, 'সাদামুখো গরু আমি কিনবোই। আর আমার পছন্দের জায়গাতেই চরাবো সেগুলো। আপনিও মনে রাখবেন, গোলমাল হলে, কিভাবে সামলাতে হয় জানি আমি।'

কথাগুলো শেষ করেই ঘুরে দাঁড়ালো রিচি। গট গট করে ফিরে এলো ঘোড়ার কাছে। একবার ওর দিকে, আরেকবার ঘোড়সওয়ারের দিকে তাকালো ব্যাট শ্যাভেজ। 'ওঁর সঙ্গে ঝামেলা করতে যাবেন না যেন, সিনর,' আস্তে আস্তে বললো সে। 'লোকটা ভালোই, কিন্তু একটু ত্যাঁদোর টাইপের।

'ধুত্তোর, জাহান্নামে যাক।'

সেলুন থেকে বেরিয়ে এলো সিম্পসন। ব্যাটের দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকিয়ে শুভেচ্ছা জানালো। তারপর রিচিকে বললো, 'কাজ শেষ হলে ভেতরে এসো, কেমন? একসঙ্গে ড্রিঙ্ক করা যাবে।'

বাইরের মৃদু রোদে বেশ আরাম লাগছে। ওদিকে সামনে এগিয়ে গেলো সোমার্স। থামলো 'বো-টন' সেলুনের সামনে। নেমে এলো ঘোড়ার পিঠ থেকে। বারান্দায় দাঁড়িয়ে ডাক্তার ফ্রিম্যানের সঙ্গে আলাপ করলো কিছুক্ষণ। তারপর একসঙ্গে ভেতরে ঢুকে পড়লো। দেখেও না দেখার ভান করলো রিচি।

রসদ বাঝাই শেষ হলে সেলুনের দিকে ইঙ্গিত করে ব্যাটকে বললো ও, 'চলো তো দেখি, কি খাওয়াতে চায়?'

সিম্পসনকে বিন্দুমাত্র পছন্দ করে না ব্যাট। মাথা নাড়লো সে। 'না, সিনর। আমার নিজেরই একটা ক্যান্টিন আছে। তাছাড়া একটা মেয়ের কাছ থেকে বিদায় নিতে হবে আমাকে। যদি কিছু মনে

'না, না। ঠিক আছে।'

একাই ভেতরে ঢুকলো রিচি। ওকে দেখেই বারের ওপর একটা বোতল তুলে রাখলো সিম্পসন। বললো, 'নাও, নিজেই ঢেলে নাও। এটা আমার পয়সায়। আমাদের নতুন পড়শিকে স্বাগত জানাতে পেরে নিজেকে ভাগ্যবান মনে করছি।'

আশেপাশে কোথাও স্টার্কের ছায়াও নেই। অন্য একজন লোক বসে আছে পেছনের টেবিলগুলোর একটায়, মোটাসোটা, নোংরা। রিচির দিকে একবার তাকিয়েই চোখ ফিরিয়ে নিলো নিক কার্টার। চমকে গেছে। এতো পরিচিত চেহারা! কোথায় দেখেছে ওকে এর আগে, ভাবছে সে।

নিজের গ্লাসে মদ ঢাললো সিম্পসন। 'সোমার্স লোকটা সুবিধের না, বুঝলে,' বললো সে। 'তার ওপর আবার মাথা গরম।'

গ্লাসে মদ ঢেলে হাতে তুলে নিলো রিচি। ঢকঢক করে খেয়ে নিলো সবটুকু। কিছু একটা মতলব আছে সিম্পসনের। কি সেটা, জানতে চাইছে রিচি।

'একটা জায়গার কথা জানি আমি, সেখানে সাদামুখো গরু পাওয়া যাবে,' বললো সিম্পসন। 'বেশি না, আবার কমও না। কাজ চলবে।'

'বিস্মিত হলো রিচি।' 'হিয়ারফোর্ড?'

'হ্যাঁ, মোয়াবে। মোট তিরিশটা গরু আছে পালে।'

'ষাঁড় আছে তো?'

'হ্যাঁ।'

'কতো করে পড়বে?'

পকেট থেকে সিগার বের করলো সিম্পসন। শক্ত সাদা দাঁতে

কামড়ে গোড়াটা কেটে ফেললো। একমুহূর্ত সিগারটা মনোযোগের সঙ্গে পরীক্ষা করতে করতে গুছিয়ে নিলো জবাবটা। দাঁতের ফাঁকে সিগারটা ঝুলিয়ে দেশলাই জ্বাললো। জ্বলন্ত কাঠিটা তুলতে তুলতে সিগার বরাবর চাইলো রিচির দিকে। 'ইণ্ডিয়ান আর কটনউড ক্রীকের মাঝখানের মেসায় চরাতে পারলে, মাথা পিছু পাঁচ ডলারে পাবে।'

একটা জায়গার ভেতরের খোঁজ খবর জানতে সবসময়ই আগ্রহী রিচি। তাই জানতে চাইলো, 'রেঞ্জটা কার?'

'কারো না। খোলা জায়গা।'

প্রস্তাবটায় ঝামেলার গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে—প্রচুর ঝামেলা। অতিরিক্ত সস্তা হাঁকা হচ্ছে দামটা।

'উহুঁ, সুবিধের মনে হচ্ছে না। অন্য কিছু বলুন।'

'কেন, প্রস্তাবটা খারাপ হলো কিসে? কোনো অসুবিধেই তো হওয়ার কথা না।'

'হ্যাঁ, প্রস্তাবটা ভালো—একটু বেশি ভালো। কার লেজ মাড়াতে চাইছেন আপনি?'

ইতস্ততঃ করলো সিম্পসন। ছেলেটা বেশ চালু। সাদামুখো গরুর জন্যে কদ্দূর যাবে ছেলেটা? নাহ, একে কিছুই বলা যাবে না। 'আচ্ছা বাদ দাও ওকথা। মাথাপিছু বিশ ডলারে নিতে পারো গরুগুলো। সোমার্স মনে করে এখানে ও ছাড়া আর কেউ হিয়ারফোর্ড রাখতে পারবে না। লোকটাকে একটু দেখিয়ে দেবো ভাবছিলাম।'

'আমার রেঞ্জটা এখান থেকে বেশ দূরে, মৃদু স্বরে বললো রিচি। 'সে থাক, বিশ ডলার হলে আমি রাজি।'

কাঁধ ঝাঁকালো সিম্পসন। 'ঠিক আছে…চিন্তাটাই বোকামি ছিলো আর কি।' ঠোঁট থেকে সিগারটা নামিয়ে রাখলো সে। হাতে কলম তুলে নিলো। 'যাক গে, তোমার বব স্প্রিংগার জানে কোথায় আছে ওগুলো। ওকেই পাঠাও। তোমাকে যেতে হবে না।'

এই প্রস্তাবটা পছন্দ হলো রিচির। কারণ, যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব নিজের র‍্যাঞ্চে ফিরতে চাইছে ও।

'ববকে পাঠিয়ে দাও। আমার একজন লোকও দিয়ে দিচ্ছি। গরুগুলো তোমার ওখানে পৌঁছে দিয়ে আসবে সে।'

'ঠিক আছে।' বারের ওপর খালি গ্লাসটা নামিয়ে রাখলো রিচি। সরাসরি সিম্পসনের চোখে চোখে তাকালো। 'একটা কথা, মিঃ সিম্পসন। আমরা কেউই কাউকে চিনি না, তাই তো ? ব্যাংকে মিঃ আমোসকে জিজ্ঞেস করলেই জানতে পারবেন, টাকার কোনো অভাব নেই আমার। কিন্তু মনে রাখবেন, গরুগুলো পৌঁছুনোর পর যেন একটা রসিদ হাতে পাই আমি। আর ও-গুলোর গায়ে যেন পরিষ্কার ব্র্যাণ্ড থাকে। বুঝেছেন ?'

এ ভাষায় কথা শুনতে অভ্যস্ত নয় সিম্পসন। ভিতরে ভিতরে রেগে উঠলো সে। কিন্তু অনেক কষ্টে রাগ দমন করে বললো, 'নিশ্চয়ই। কোনো চিন্তা কোরো না, সব কিছুই আইন মাফিক হবে।'

'আর পালে যেন সোমার্সের কোনো গরু না থাকে।'

'জীবনেও কোনোদিন ওগুলো দেখেনি সোমার্স।'

'ঠিক আছে তাহলে ওকথাই রইলো।'

বেরিয়ে গেলো রিচি। ওর গমন পথের দিকে চেয়ে রইলো

প্রতিপক্ষ

সিম্পসন। 'হ্যাঁ,' মনে মনে বললো সে, 'হ্যাঁ রে গর্দভ, ওকথাই রইলো।'

রিচি সাদামুখো গরু খুঁজছে, শোনার পর থেকেই ওকে সোমার্সের পেছনে লেলিয়ে দেয়ার কথা ভাবতে শুরু করেছে সিম্পসন।

একটা পর্যায় পর্যন্ত আর্থার সিম্পসন নিতান্তই ভালো মানুষ। জীবনে কোনোরকম বাধা ছাড়াই যারা সাফল্যের দোড়গোড়ায় পৌঁছে যায়, তাদের মনে এমন একটা ধারণা শেকড় গেড়ে বসে, যে সব কাজ তারা সফল হবেই। ধরে নেয়, ওরা যা বলে, সেটাই হবে, সেটাই ঠিক। তাই বাধা পড়লেই ক্রোধে হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলে এরা। আর্থার সিম্পসনও এই জাতের লোক। ড্যান সোমার্সের কাছে অপমানিত হওয়ার আগ পর্যন্ত কোথাও কোনো কাজে ব্যর্থ হয়নি সে।

প্রত্যাখ্যানের চেয়ে সোমার্সের অপমানকর কথাগুলোই বেশি করে গায়ে লেগেছে তার। রাগ চড়িয়ে দিয়েছে মাথায়। এতোদিন ধরে জেনে এসেছে, নদীর ধারের বাড়িটার মেয়েগুলোর সঙ্গে ওর সম্পর্কের কথা জানে না কেউ। মাসকে মাস লরাকে নিয়ে কল্পনার ফানুস উড়িয়েছে। ভেবেছে কোনো ফাঁক নেই তার পরিকল্পনায়।

টাকা পয়সার কোনো অভাব নেই তার। সোমার্সের মতোই বড়োলোক সে। দুজন একসঙ্গে হলে পুরো এলাকাটাই কব্জায় এসে পড়তো।

লরাকে দেখলেই চেয়ে থেকেছে সে অনিমেষ। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়াতে গিয়ে ভেবেছে—দেখতে তো আমি সুন্দর-ই - তাহলে লরা আমাকে পছন্দ করবে না কেন? আমি ছাড়া

আর আছেই বা কে ?

নিউইয়র্কের রাস্তায় হকারের কাজ করতো আর্থার সিম্পসন। তখন থেকেই ধীরে ধীরে সাফল্যের সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে এসেছে সে। এ পথে দু'চারজনকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেয়াকে কিছুই মনে করেনি। দু'টি শক্ত হাত আর মাথার শক্ত খুলি ওটার ভেতরের পদার্থটুকুর মতোই সমান সাহায্য করেছে তাকে আগাগোড়া।

জাল ভোটার আর ভাড়াটে গুণ্ডার কাজ করতে করতে একবার একটা জুয়োর আড্ডার পাহারাদারের কাজ পেয়ে যায় সিম্পসন। সেখান থেকে আস্তে আস্তে, প্রথম প্রথম কিছুদিন দালালি করে শেষে নিজেই একটা জুয়োর আড্ডা জমিয়ে বসে।

এরচে' বেশি ওপরে উঠতে গেলেই রুই-কাতলাদের সঙ্গে টক্কর লাগবে, জানতো। তাই ভাবছিলো নিউইয়র্ক ছাড়তে হবে। এমনি সময় একটা লোককে খুন করে ফেললো সে। ফলে নিউইয়র্ক ছাড়াটা জরুরী হয়ে দাঁড়ালো। প্রথমে পিটস্‌বার্গে গেলো, সেখান থেকে সেণ্ট লুইস হয়ে নিউঅর্লিয়ন্সে। তারপর রেল পথের পিছু পিছু এসে পৌছুলো পশ্চিমে।

রিমরকের হঠাৎ প্রতিষ্ঠায় একটা সম্ভাবনার দুয়ার খুলে যায় তার সামনে। এখানে এসেই নিজের নামে একটা সেলুন খুলে বসে সে, কিনে নেয় আরেকটা। বরাবরের মতো এখানেও উন্নতি হতে থাকে দ্রুত। এখন তো জমজমাট ব্যবসা চলছে। লোকজনে গিজগিজ করছে সেলুন ; নদীর কিনারের বাড়িটাও দারুণ চলছে। একটা আস্তাবল কিনে ওটার কাছেই একটা দোকান নিয়েছে সে। স্টক কেনাবেচার ছোটখাটো একটা ব্যবসাও চলছে সমান তালে।

আস্তাবলের পেছনেই কোরাল। সেখানে নিলামে দেদার বিক্রি চলছে স্টকের। একটা মাংসের দোকানও আছে তার। স্থানীয় লোকজন ওখান থেকেই মাংস কিনছে নিয়মিত। কোনোদিকে কোনো সমস্যা নেই।

প্রচণ্ড রাগে কাঁপতে কাঁপতে সেদিন ড্যান সোমার্সের র‍্যাঞ্চ থেকে বেরিয়ে এসেছিলো সিম্পসন। সেই রাগটা এখন রূপ নিয়েছে প্রচণ্ড ঘৃণায়। এক লহমার জন্যেও কমেনি, কমার কোনো লক্ষণ নেই। সিদ্ধান্তও পাল্টায়নি তার। লরাকে বিয়ে সে করবেই, যে করে হোক। ওর সঙ্গে দেখা হওয়ার কথা মেয়েটাকে নিশ্চয়ই বলেনি সোমার্স। বলবেও না। আর বললেই বা কি? যা ভেবেছে তা করে ছাড়বেই সিম্পসন।

কিন্তু বোকার মতো কিছু করা চলবে না। মিথ্যে হুমকি দেয়ার লোক ড্যান সোমার্স নয়। উল্টাপাল্টা কিছু করতে গেলে, যা বলেছে, করতে দ্বিধা করবে না সে।

ঠাণ্ডা মাথায় ভেবেচিন্তে সিদ্ধান্ত নিয়েছে সিম্পসন। লরাকে বিয়ে করবে সে ঠিকই। কিন্তু তার আগে ধ্বংস করতে হবে ড্যান সোমার্সকে। ভেঙে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিতে হবে তার সব অহংকার। ড্যান সোমার্সকে ধ্বংস করার হাতিয়ার হবে ঐ তরুণ র‍্যাঞ্চার আর তার সাদামুখো গরুর পাল।

রিচি বেরিয়ে যাবার পরপরই টেবিল ছেড়ে উঠে এলো কার্টার। 'লোকটাকে আগেই কোথায় যেন দেখেছি—অথচ কিছুতেই মনে করতে পারছি না।'

'মনে করতে পারলে,' বললো সিম্পসন, 'সোজা চলে আসবে আমার কাছে—কাউকে বলবে না কথাটা, বুঝেছো?'

বিস্মিত হলো কার্টার। রিচি যে এতোটা গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে, ভাবেনি। মদের গ্লাস হাতে বারের সঙ্গে ঠেস দিয়ে দাঁড়ালো সে। রিচিকে দেখা মাত্রই বুঝতে পেরেছে, ছেলেটার চেহারা চেনাচেনা, এই চেহারা তার পরিচিত। যদিও অনেক বদলে গেছে, এই বয়সে ছেলেরা তো বদলাবেই। ওকে আরো কম বয়েসী কল্পনা করে ভাবলে !···হয়তো মনে আসতেও পারে···।

এদিকে লরাকে পাবার ফন্দিফিকিরকে যখন শান্ দিচ্ছে সিম্পসন, ঠিক সেই সময়েই অন্যদিকে তৈরি হচ্ছে অন্যরকম সব প্ল্যান-প্রোগ্রাম। সিম্পসনের সেলুনের বাইরেই জন্ম নিচ্ছে সর্বনেশে নীলনক্শা। পরিকল্পনাগুলো—পল স্টার্ক আর হোতা--অবয়ব নিচ্ছে ধীরে ধীরে।

পাঁচ

শেষ বিকেলে তিনটে ঘোড়া নিয়ে র‍্যাঞ্চ এলাকায় পৌছুলো রিচি আর ব্যাট।

বেশ দীর্ঘ পথ পেরিয়ে এসেছে ওরা। শেষের ক'টা মাইল এগিয়েছে খুব তাড়াহুড়ো করে। সন্ধ্যার আগেই জায়গামতো পৌছুতে উদগ্রীব ছিলো রিচি। তাছাড়া ওর অনুপস্থিতির

প্রতিপক্ষ

সুযোগে কেউ এসেছিলো কিনা, দেখার জন্যে কিছুটা সময়ও পেতে চাইছিলো ও।

কখনোই নিজেকে আউট-ল ভাবেনি রিচি, এখনও ভাবে না। কিন্তু ওর বন্ধুরা তো আউট-ল। এবং মারাত্মক বিপদে পড়েছে ওরা। এখন ওকেই সাহায্য করতে হবে ওদের।

র‍্যাঞ্চের আশেপাশে কোথাও কুটোটিও নড়েনি। ঘোড়ার পিঠে বসেই তীক্ষ্ণ নজরে চারদিক দেখতে দেখতে এগোলো ব্যাট আর রিচি। এখানে ওখানে বেশ কিছু হরিণের পায়ের ছাপ চোখে পড়লো। একটা সিংহের ট্র্যাকও দেখলো দু'জনে।

ঘোড়া থামালো ওরা। পেছনে অ্যাসপেন আর পাইনে ভরা সুইট অ্যালিস মাউন্টেন্‌স মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। সামনে পশ্চিমে, আগুন লেগেছে যেন। অস্তগামী সূর্যের আগুন-লাল আভায় রক্তিমবর্ণ ধারণ করেছে সবকিছু। কলারাডোর দিকে বাড়িয়ে দেয়া ক্যানিয়নগুলোর অন্ধকার থাবাকে মনে হচ্ছে লালের ওপর কালো দাগের মতো।

ভয়ে ভয়ে চারদিকে তাকালো ব্যাট। ক্রস কাটলো বুকে। 'শয়তানের আস্তানা এটা,' ফিসফিস করে বললো সে। 'জায়গা-টার কথা অনেক শুনেছি···কিন্তু এরকম তো ভাবিনি!'

আট হাজার ফুট ওপরে আছি আমরা,' শান্ত কণ্ঠে বললো রিচি। 'এখানেই র‍্যাঞ্চ গড়বো আমি, থাকবো।'

'ঐ যে সামনে দেখছো—ওটা ফেব্‌ল ক্যানিয়ন। প্রচণ্ড শীতে আমাদের গরুগুলো ওখানেই থাকবে। বছরের অন্য সময় মাল-ভূমির ওপরে নয়তো উত্তরের ঐ বেসিনে ছেড়ে দেবো। হাজার হাজার একর জায়গা পড়ে আছে ওদিকে। ঘাসের অভাব হবে

না। কিন্তু বেশি গরু পালবো না আমরা। এখানকার মাটি সইবে না। বাড়াবাড়ি করতে গেলে দেখেছি, ঘাস ফুরিয়ে গিয়ে কাঁটাগাছ জন্মাতে শুরু করে…সেসব আর গরু খেতে পারে না।'

সামনে বাঁ দিকে ইঙ্গিত করলো রিচি। 'ঐ ওটা হলো ডার্ক ক্যানিয়ন মালভূমি—মাইলকে মাইল ছড়িয়ে আছে। সামনে ডানদিকে ওয়াইল্ড কাউ পয়েন্ট। আর উত্তরে ঐ যে ক্যানিয়নগুলো মিলেছে যেখানে, ওটা হলো বেসিন। বেশ ক'টা ঝরণা আছে ওখানে। কয়েকটা বাঁধ দিয়ে দেবো—পানি জমিয়ে রাখতে হবে।

'অল্প গরু পালতে হলে, সাদামুখো গরুই সবচে' ভালো। লং হর্ন-এর চেয়ে এদের মাংস বেশি। এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় নেবার বেলায় সাদামুখো বা হিয়ারফোর্ডের জুড়ি নেই। নিজেরাই নিজেদের খাবার খুঁজে নিতে পারে ওরা। অনেক খারাপ আবহাওয়ায়ও টিকে থাকে।'

এজায়গা ভালো করেই চেনে রক বেননরা। তেমন অবস্থা হলে অনায়াসেই এখানে চলে আসতে পারবে ওরা।

ব্যাটের কথা ভাবলো রিচি। একহারা গড়নের ধনুকের ছিলার মতো টানটান এই মেক্সিকানটাকে কেন যেন ভালো লেগে গেছে ওর। এই লোকের চোখ এড়ায় না কিছুই। কাজও করতে পারে নিরলস। মোটেই বব স্প্রিংগারের মতো নয়।

বব স্প্রিংগার, সাধারণ টাইপের, একটু ভাবপ্রবণ। দক্ষ কাউহ্যাণ্ড হলেও, যে-কোনো মুহূর্তে কাজে ইস্তফা দিয়ে চলে যাবে এ লোক—যেন অনেক টাকা জমে গেছে, বা কাজ করতে করতে পেরেশান হয়ে গেছে। আরেকটা দোষ আছে লোকটার—সর্বক্ষণ

বকবক করবে। এখানে যারা আসবে, থাকবে, এরকম একটা মানু-ষের উপস্থিতি তাদের জন্যে বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়াতে পারে।

ঘোড়ার পিঠ থেকে মালপত্র নামালো ওরা। বারবার চারদিকে তাকাচ্ছে ব্যাট। 'ওফ্, দারুণ!' শেষে বললো সে। 'এ জায়গা আপনার পছন্দ হওয়ায় মোটেই অবাক হচ্ছি না, সিনর।' একটু আগের মত পাল্টে গেছে তার।

একটা গাছের নিচে ক্যাম্প করলো ওরা। ইতিমধ্যে ঘরের দেয়ালের কাজ এগিয়েছে অনেকখানি। একটা কোরালও বানিয়ে নিয়েছে রিচি। ক্যাম্পের মাত্র কয়েক গজ দূরেই সেটা দাঁড়িয়ে আছে। ওখানেই ঘোড়াগুলো বেঁধে রাখা হলো। ক্যাম্প থেকে চারদিকে সবকিছু পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে।

শেরিফ গ্লেন লারসেন লোকটা বোধহয় ভালোই। ও বেনন গ্যাং-এরই সদস্য ছিলো, জানলেও হয়তো কিছুই বলবে না সে। কিন্তু বিপদের কথা কে বলতে পারে? উল্টোও তো হতে পারে।

খুব সকালে ঘুম ভাঙলো রিচির। হিমেল হাওয়া বইছে। তাড়া-তাড়ি উঠে আগুন জ্বেলে একপট কফি চাপালো ও। কাজ করতে করতে কান পেতে রইলো, এমন সময়ে অনেক দূরের শব্দও স্পষ্ট শোনা যায়।

একটু পরেই ব্যাটও উঠে পড়লো। কাপড় চোপড় পরে চলে গেলো কোরালে। নিঃশব্দে ঘোড়াগুলোর পিঠে জিন চড়িয়ে আবার আগুনের কাছে ফিরে এলো। নাস্তা বানাতে বানাতে চতু-র্দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে নজর বুলাচ্ছে রিচি। দু'দুবার অনেক দূরে নড়াচড়ার আভাস পাওয়া গেলো। একটা যে হরিণ বোঝা গেছে। অন্যটা বোঝা যাচ্ছে না। এতো ক্ষণস্থায়ী ছিলো নড়া-

চড়াটা, কোনো আন্দাজ করারও উপায় নেই। তবু রিচি ধারণা করছে, ওটা কোনো মানুষই হবে। কিন্তু ধারে কাছে কোথাও কোনো মানুষ থাকারও তো কথা না।

ব্যাটকে ক্যাম্পে রেখে, হাঁটতে হাঁটতে বড় একটা বৃত্তের আকারে ক্যাম্পের চারদিকে ঘুরে এলো রিচি। গত সন্ধার ট্র্যাকগুলো ছাড়া নতুন কোনো চিহ্ন পেলো না ও। তবে অস্পষ্ট প্রাচীন একটা ট্রেইলের সন্ধান পেয়ে গেলো। র‍্যাঞ্চ থেকে প্রায় পাঁচশো ফুট উঁচুতে সোজা সুইট অ্যালিস মাউণ্টেন্‌সের দিকে চলে গেছে। ওদিকটায় একবার যেতে হবে। অমন জায়গা থেকে যে কেউ অনায়াসে পুরো এলাকার ওপর নজর রাখতে পারবে।

সারাটা দিন কেবল ক্যানিয়ন, অস্পষ্ট ট্রেইল ধরে 'ওয়াইল্ড কাউ পয়েন্ট' আর বেসিনে ঘুরে বেড়ালো ওরা। দুটো ঝরণা খুঁজে বের করলো। একটা চোয়ানো পানির ঝরণাও আবিষ্কার করলো ওরা। বাঁধ দেয়ার মতো দুটো জায়গাও বেছে নিলো রিচি।

দক্ষিণের ঝরণাটা ছেড়ে চলে আসছে, এমনি সময় হঠাৎ একটা ক্যানিয়নের মুখের কাছে কতগুলো ট্র্যাক চোখে পড়ে গেলো। কমসে কম ছ'টা ঘোড়া, সবগুলোর ক্ষুরেই নাল পরানো। একসঙ্গে চলে গেছে। ট্রেইলটার দিকে ব্যাটের মনোযোগ আকৃষ্ট হোক, চাইলো না ও। তাই ওদিকে না তাকানোর ভান করে রইলো।

ওর কাছ থেকে বারো ফুটের মতো দূরে রয়েছে ব্যাট। ট্র্যাকের চিহ্নগুলো রয়েছে আরেকটু দূরে, ডানে। মেক্সিকানের দৃষ্টিসীমার বাইরে। ঘোড়া ঘুরিয়ে আবার ব্যাটের পাশে গিয়ে

দাঁড়ালো রিচি। তারপর একসঙ্গে র‍্যাঞ্চে ফিরে এলো ওরা। এরই মধ্যে সন্ধ্যা হয়ে এসেছে।

ছ'টা ঘোড়া···চারজন মানুষ আর দু'টো মালবাহী? নাকি ছ'জন লোকই পালাচ্ছে? ট্র্যাকগুলো একদম টাট্‌কা। সম্ভবতঃ সকালেই সূর্যোদয়ের পরপরই পড়েছে। আরো পরেও হতে পারে। ছাপগুলো ব্যাটের চোখে পড়লে কৌতূহলী হয়ে উঠতোই লোকটা।

'কালই তাহলে ঘর বানানোর কাজে হাত দেই, কি বলো? একসঙ্গেই কাজ করবো আমরা। অবশ্য ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে কাজ করতে যদি তোমার আপত্তি না থাকে।' অনেক কাউহ্যাণ্ড আছে; ঘোড়ার পিঠে থেকে করা যাবে না, এমন কাজে হাতই দেয় না। নামতে বললে বরং উল্টো রেগে যায়, অপমানিত বোধ করে। 'অনেক কাজ, ঘোড়ার পিঠে থেকে করা যাবে না ওসব।'

রকদের নিয়ে চিন্তা থাকলেও, নিজের কাজের কথা ভাবতেই খুশি হয়ে উঠছে রিচির মনটা। একটা ঘর বানাচ্ছে ও···নিজের একটা বাড়ি। বাড়ি বলার মতো এমন কিছু কোনোদিন ছিলো না ওর। কতোদিন, কতো রাত কেটে গেছে খোলা আকাশের নিচে। কিন্তু এখনো এখানে একের পর এক গাছের গুঁড়িগুলো একটা ঘরের দেয়াল গড়ে তুলছে। ভাগ্য ভালো হলে জীবনের বাকী দিনগুলো হয়তো কেটে যাবে এখানেই।

পরদিন এই ভাবনা মাথায় নিয়ে যেন একটা ঘোরের ভেতর প্রচণ্ড খাটুনি শুরু করলো রিচি। সঙ্গে ব্যাট। একসময় কাজ ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো সে। আস্তে আস্তে বললো, 'সময় তো আর পালিয়ে যাচ্ছে না, সিনর।'

কাজে বিরতি দিলো রিচিও। একটু যেন বিব্রত। ব্যাটের দিকে চাইলো ও। 'আসলে কি জানো, এতোদিন আমার কোনো ঘর ছিলো না তো।'

'তাই ?'

একটা সিগারেট ধরালো ব্যাট। 'তাহলে তো আরো যত্ন করে বানানো দরকার, যাতে টিকে থাকে।'

কাজ করতে করতে ফোস্‌কা পড়ে গেছে রিচির হাতে। সে-দিকে ইঙ্গিত করলো ব্যাট। 'মনে হচ্ছে, সিনরের হাতের কাজে অভ্যেস নেই অনেকদিন থেকেই।'—

আর কিছু বললো না সে। রিচিও কোনো জবাব দিলো না। কিছুই দেখি এড়ায় না এর চোখে। লোকটার সঙ্গে যতোই কাজ করছে ততোই ভালো লেগে যাচ্ছে।

তৃতীয় দিনে আবার ব্যাটকে নিয়ে বেরুলো রিচি। একটা হরিণ শিকার করলো। নিখুঁত নিশানা, দৌড়ে পালাচ্ছিলো হরিণটা, ঠিক কাঁধের ওপর লেগেছে গুলি, ভেঙে দিয়েছে ঘাড়টা।

রাতে আগুনের ধারে বসে অনেকক্ষণ গল্পগুজব করলো ওরা। 'রিমরক স্কাউটের অফিস থেকে যদ্দূর জানা গিয়েছিলো, তার সঙ্গে যোগ হলো আরো অনেক কিছু। ধীরে ধীরে চোখের সামনে একটা ছবি ফুটে উঠতে শুরু করলো। আর সে ছবিতে তিনজন লোকের চেহারা আস্তে আস্তে স্পষ্ট হয়ে উঠলো।

ড্যানসোমার্স···আর্থার সিম্পসন···আর শেরিফ গ্লেন লারসেন। নামগুলো মনের পর্দায় গেঁথে নিলো রিচি। উল্টেপাল্টে দেখলো। এ অজানা দেশে আগন্তুক ও। অনেকটা পথ পেছনে ফেলে এসেছে, এগিয়ে যেতে হবে আরো অনেক দূর। বাঁচতে হবে আরো অনেক

দিন। এই তিনজনই হয়তো কোনো না কোনো ভাবে জড়িয়ে পড়তে পারে ওর জীবন যুদ্ধে। তাই আগে থেকেই ওদের ভালো-মত বুঝে নেয়া দরকার।

এ ধারনাটিও রকের কাছ থেকেই পাওয়া। শুধু মাত্র কিভাবে ডাকাতি করে পালাতে হবে, তার পরিকল্পনা করেই ক্ষান্ত হয় না রক। বিভিন্ন ব্যাংকের কর্মচারী, কি স্টেজের ড্রাইভার সবার ব্যাপারেই আগে থেকেই খোঁজ খবর নিয়ে রাখে ও।

কোন্‌লোকটা ঝুঁকি নিতে পারে? ওব্যাটা কি নাম কিনতে চায়? আর ঐ লোকটা কি ভীরু? লোকটা কি বউয়ের সঙ্গে রাগারাগি করে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়েছে? যারতার ওপর রাগ ঝাড়তে চাইবে এখন? সতর্ক হয়ে আছে কে? দুঃসাহস দেখাতে চাইবে কি কেউ? এসব আগেই ভেবে নেয় বেনন।

তাই মনে মনে এ তিনজনের কথা ভাবতে লাগলো রিচিও।

ড্যান সোমার্স। প্রচুর জায়গাজমি আর সাদা মুখো গরুর পালের মালিক। লরার চাচা। সবকিছু নিয়ে প্রচণ্ড অহংকার। অহংকার বংশ মর্যাদার আর সম্মানের।

আর্থার সিম্পসন? সবাইকে পেছনে ফেলে সামনে এগিয়ে যাওয়া লোক। উচ্চাভিলাষী, অসম্ভব রকম আত্মবিশ্বাসী। ক্ষমতা আর কর্তৃত্বের জন্যে লালায়িত সর্বক্ষণ।

শেরিফ গ্রেন লারসেন? বয়স্ক কিন্তু সাবধানী এবং সাহসী লোক। ধার্মিক। নরমমন। ছোট থাকতেই ইউরোপ থেকে পশ্চিমে এসেছে সে।

কিন্তু এরা ছাড়াও আরো একজন আছে। রিমরকে সিম্পসনের সেলুনের আশেপাশে দেখা যায় তাকে। মাঝে মাঝে উধাও

হয়ে যায়। কোথায় যায়, কেন যায়, কেউ জানে না। লোকটার নাম পল স্টার্ক। মনে মনে নিজের কিছু ইচ্ছে আর আকাঙ্খা পুষছে সে-ও।

পল স্টার্ক, পেটানো শরীরের বিশালদেহী পুরুষ। নোংরা জুতোর সঙ্গে কক্ষণো মোজা পরে না। গায়ের শার্টটা বছরে ক'বার ধোয়া হয়, তা খোদাই জানেন। একটা নির্দিষ্ট পর্যায় পর্যন্ত সে আর্থার সিম্পসনের লোক। মনিব বা ব্র্যাণ্ডের প্রতি অসম্ভব রকম বিশ্বস্ত লোক পশ্চিমে অনেক আছে—স্টার্ক তেমন নয়। পয়সার বদলে খুন জখম, রাহাজানি করাই ওর কাজ। ভয়ংকর, নীচ, দুর্ধর্ষ গান-স্লিংগার। তার সব বিশ্বস্ততা কেবল নিজের জন্যেই। টাকার বদ-লেই কাজ করে সে। তখন তার বিশ্বস্ততার অভাব হয় না ঠিকই, কিন্তু তা থাকে হিসেব করা।

যাদের পয়সায় কাজ করে, প্রায়ই তাদের প্রতি একটা তাচ্ছি-ল্যের ভাব দেখিয়ে থাকে স্টার্ক। কিন্তু আর্থার সিম্পসনের প্রতি তার কোনো ঘৃণা নেই। সিম্পসন বিপজ্জনক লোক, ভালো করেই জানে সে। কিন্তু জানে না লরা সোমার্সের প্রতি তার দুর্বলতার কথা। অবশ্য জানলেও যে খুব একটা ক্ষতিবৃদ্ধি হতো, তা নয়।

লরা সোমার্সকে চাই ওর। লরার জন্যে একটা অদম্য আকাঙ্খা অনুভব করছে সে। জানে, এর ফলে তাকে মরতে পর্যন্ত হতে পারে, তবু। পশ্চিমের শহরগুলোর মানুষের মেজাজ মর্জির খোঁজ-খবর ওরচে' ভালো আর কে জানে? কোনো মহিলার গায়ে হাত তুলে তারপর ধরা পড়লে, কিচ্ছু না—স্রেফ গাছের ডালে লটকে দেবে ওকে সবাই মিলে।

যাপাতা লোকটাকে মোটেই পছন্দ নয় স্টার্কের। শক্ত সমর্থ প্রতিপক্ষ

মেক্সিকানটা দুর্দান্ত ট্র্যাকার। হাতে একটা বন্দুক ধরিয়ে দাও, ওর মতো ভয়ঙ্কর লোক আর নেই। তার ওপর ওর যেন একটা ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় আছে। কে কি করবে না করবে, ব্যাটা যেন আগেই ধরে ফেলে সেটা।

লরা সোমার্সকে কেবল সুন্দরী বললে পুরোটা বলা হয় না। ওর সেই সৌন্দর্যের ভেতর এমন কিছু আছে, যে জন্যে ওকে দেখলেই সব পুরুষের রক্ত চঞ্চল হয়ে উঠতে চায়।

হার্ড ক্যাস্‌ল যখন নিজের ভাবনায় মশগুল, বাইরে বারান্দায় বসে বসে নিজের পরিকল্পনা স্থির করছে পল স্টার্ক। আর্থার সিম্পসনের মতো নিখুঁত নয় তার পরিকল্পনা। তেমন পরিকল্পনা নেয়ার মতো লোকও পল স্টার্ক নয়। স্রেফ অপেক্ষা করবে সে, দেখবে, তারপর সুযোগ এলেই লুফে নেবে···ব্যাস, হাতের মুঠোয় এসে পড়বে লরা।

মোয়াব থেকে বত্রিশটা গরুর একটা পাল নিয়ে রিমরকে ফিরে এলো বব স্প্রিংগার আর সিম্পসনের লোকটা। দুজনে মিলে শহরের ঠিক বাইরে ছোট্ট একটা মাঠে জমা করেছে ওরা গরুগুলো। জানালার সামনে দাঁড়িয়ে ওদের শহরে ঢুকতে দেখলো সিম্পসন।

বেশ তাড়াতাড়ি পৌঁছে গেছে দেখা যাচ্ছে। ঠিক আছে, পৌঁছে যখন গেছেই, পরিকল্পনার প্রথম পর্যায় এবার বাস্তবায়িত করা যাবে। সম্পূর্ণ কাজটা শেষ হওয়ার আগেই শেষ হয়ে যাবে ড্যান সোমার্স, ধ্বংস হয়ে যাবে। তখন যে-কারো সঙ্গে যেতে পারলেই কৃতার্থ হয়ে যাবে লরা।

আর্থার সিম্পসন আধখানা কাঁচা কাজ করে না। শত্রুকে চির-তরে ধ্বংস করাই তার নীতি। যাতে প্রতিশোধ নেয়ার কোনো রাস্তাই খোলা না থাকে শত্রুর সামনে।

এবার ড্যান সোমার্সকে ধ্বংস করতে যাচ্ছে সে। পেতে চাইছে লরাকে। এবং এ কাজের হাতিয়ার হতে যাচ্ছে রেলর্ড রিচি। সাদামুখো গরুর ছোট্ট পালটা হচ্ছে প্রথম চাল। পরিকল্পনার বাকি অংশ এখন কেবল বাস্তবায়নের অপেক্ষায়।

শেষ শব্দ দু'টো খুবই যুতসই মনে হলো সিম্পসনের কাছে। আপন মনেই সে বিড় বিড় করে উঠলো, 'হুঁ। বাস্তবায়নের অপেক্ষায়।'

ছয়

চারদিকে চোখ রাখার কথা মনে রেখেই ঘরটা বানিয়েছে রিচি।

এখন জনমানবহীন জায়গা এটা, কিন্তু চিরকাল এমন ছিলো না। এখানে কেবল ক্যানিয়নের ফাঁকে ফাঁকে মানুষের বসবাসের চিহ্ন আছে। আশেপাশে ক্যানিয়নগুলোতে আর বেসিনেও রয়েছে প্রাচীন বসতির ধ্বংসাবশেষ। কারা ছিলো ওরা? কোত্থেকে এসেছিলো? আর গেলোই বা কোথায়?

নাভাজো ইণ্ডিয়ানরা বস্ক রেডোন্‌ডো ছেড়ে নিউ মেক্সিকোর উত্তরাঞ্চলে বসতি গড়ে। সে সময় ওদের অনেকেই কলারাডো আর সানজুয়ান নদীর দক্ষিণের বিস্তীর্ণ সমভূমিতে এসে উঠেছিলো। কিন্তু এখানে আসেনি ওদের কেউ। উতে ওয়ার পার্টি মাঝেমধ্যে ছিলো অবশ্য এদিকে আসা যাওয়া করেছে, তবে সংখ্যায় খুবই কম তারা। রহস্যময় ভয়জাগানো একটা ভাব আছে এখানে। মনে হয় সেই সব বিস্তৃত মানুষদের অতৃপ্ত আত্মারাই বুঝি ঘুরে বেড়াচ্ছে কেবল।

কি এমন বিপদে পড়েছিলো সেদিনের মানুষগুলো ?—প্রশ্নটা খুঁচিয়ে চলেছে রিচিকে। কিন্তু এ নিয়ে মাথা ঘামানোর মতো এতো প্রচুর সময় কই ?

মোয়াব থেকে আনা সাদা মুখো গরুর পালে বেশ ক'টা ভালো গরু আছে। বেশির ভাগের অবস্থাই কাহিল। ষাঁড়টাও অনেক বয়স্ক, তবে কাজ চলবে। কাছেরই একটা মেসায় গরুগুলোকে ছেড়ে দেয়া হয়েছে। নতুন আবাসের সঙ্গে পরিচিত হয়ে উঠছে ওগুলো, চিনে নিচ্ছে ডার্ক ক্যানিয়নের কাছে একটা চোয়ানো পানির ঝরণায় যাবার পথ।

এরই মধ্যে একদিন দুটো পাহাড়ী সিংহ মারলো ওরা।

ছ'টা ঘোড়ার ট্র্যাক চোখে পড়ার প্রায় এক সপ্তাহরও বেশি সময় পর একা একা আবার ওগুলোর কাছে আসার সুযোগ হলো রিচির। এখানে ওখানে হরিণের পায়ের ছাপ আর ধুলোতে প্রায় মুছে যাবার জোগাড় হয়েছে চিহ্নগুলোর। কিন্তু ট্রেইলটা ঠিকই খুঁজে বের করলো ও। এগোলো ওটা ধরে। বেসিন থেকে বেরিয়ে একটা নালার পাশ ঘেঁষে মেসার ওপর দিয়ে সোজা হর্স-

মাউন্টেনের পুব দিককার পাহাড়গুলোর একটা আঁধার গহ্বরে এসে শেষ হয়েছে। একটা পরিত্যক্ত ক্যাম্প পেলো এখানে রিচি।

তীক্ষ্ণ চোখে জায়গাটা পরীক্ষা করতে লাগলো ও। উদ্বিগ্ন। নিভে যাওয়া আগুনের পাশে রক্তমাখা ছোট্ট একটা ন্যাকড়া পেলো। কিনারাগুলো পুড়ে গেছে ওটার। বোঝা যাচ্ছে, ব্যাণ্ডেজ বাঁধা হয়েছিলো ন্যাকড়াটা দিয়ে। তিনজন মানুষের পায়ের ছাপও দেখলো রিচি। এক জায়গায় ঘাস আর পাইন পাতা জমা করে বানানো একটা গদি চোখে পড়লো, চতুর্পাশে বেশ কিছু বুটের ছাপ।

তার মানে তিনজন সুস্থ আর একজন আহত লোক ছিলো ওখানে। ঘুরে ঘুরে ক্যাম্পের প্রতি ইঞ্চি জায়গা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলো রিচি।

আশেপাশে কোথাও পানি নেই। সবচে' কাছের ঝরণাটাই প্রায় দু'মাইল দক্ষিণে। এবং অতটা দূর থেকেই পানি এনেছে ওরা। এর একটা মানেই হতে পারে, লুকিয়ে ছিলো মানুষগুলো। সেজন্যেই পরিচিত সব ওয়াটার হোল এড়িয়ে গেছে। হর্স মাউন্টেনের চূড়োর দিকে অস্পষ্ট একটা ট্রেইল ধরে গহ্বর থেকে হাজারখানেক ফুট উঁচুতে উঠে এলো রিচি। কেউ একদিন এখানে বসে সারাক্ষণ নজর রেখেছে চারদিকে। অপেক্ষা করার প্রমাণও মিললো। এখান থেকে সহজেই চতুর্দিকে নজর রাখা সম্ভব।

পরিত্যক্ত ক্যাম্পে আবার ফিরে এলো ও। আরো কিছুক্ষণ ঘুরে ঘুরে দেখলো জায়গাটা। রকদেরই আস্তানা ছিলো এটা, বিশ্বাস করার মতো যথেষ্ট প্রমাণ চোখে পড়ছে। ওদের ক্যাম্প তৈরির প্যাটার্ন ভালো করেই জানে রিচি, ভুল হওয়ার প্রশ্নই

ওঠে না।

পাহাড়ের গায়ে ওখানটায় রক আর স্টু ই পালা করে পাহারা দিয়েছে। সিগার আর সিগারেটের টুকরোই তার সাক্ষী। আহত লোকটা অ্যালেক্স, তাতেও সন্দেহ নেই। কমসেকম একটা সপ্তাহ এখানে ছিলো ওরা। তারপর দুটো মালবাহী ঘোড়াসহ চলে গেছে চারজনই।

নিশ্চিত হয়ে পরিত্যক্ত ক্যাম্প ছেড়ে একটা প্রাচীন ইণ্ডিয়ান ট্রেইল ধরে দক্ষিণ পশ্চিম মেসার দিকে ঘোড়া হাঁকালো রিচি। ধীরে ধীরে রাত নেমে আসছে, ঠিকমতো দেখাই যাচ্ছে না ট্রেইলটা। ট্রেইল ক্যানিয়নের কাছে একটা খাদ পেরুতে যাবে, এই সময় কানে এলো শব্দটা। পাথরে পাথর ঘষা খাওয়ার শব্দ। বেশ খানিকটা দূর থেকে এসেছে শব্দটা।

সঙ্গে সঙ্গে জমে গেলো রিচি। কান খাড়া করে শোনার চেষ্টা করলো।

অন্ধকারের সঙ্গে সঙ্গে নেমে আসছে ঠাণ্ডা। কোথাও কোনো-রকম নড়াচড়া নেই। নিথর। অনেকক্ষণ কান পেতে রইলো। উঁহুঁ, আর কিছুই শোনা গেলো না, কিছু একটা নিশ্চয়ই আছে ক্যানিয়নে। কোনো বুনো জানোয়ার নয়, মানুষই। কেন জানে না রিচি, সবগুলো ইন্দ্রিয় একসঙ্গে বলে দিচ্ছে ওকে, একজন মানুষেরই উপস্থিতির কথা।

র‍্যাঞ্চ এলাকায় ফিরে এলো রিচি। এরই মধ্যে চমৎকার আগুন জ্বেলে নিয়েছে ব্যাট। আগুনের পাশে বসে আছে সে, খাবার তৈরি করছে। গরুর চামড়ার চিকন চিকন ফালি দিয়ে পাটি বুনছে বব স্প্রিংগার।

রিচির দিকে চোখ তুলে চাইলো ব্যাট, বললো না কিছু। কথা বললো বব, 'কি ব্যাপার, এতো দেরি যে?' বললো সে, 'আমি তো ভাবলাম হরিণটরিন নিয়েই ফিরছেন বুঝি।'

'চোখেই পড়লো মোটে একটা—তা-ও নাগালের বাইরে।' আবার রিমরকে যেতে হবে, ভাবছে রিচি। আরো ঘোড়া লাগবে, আরো গরুরও খোঁজ করা দরকার।

কৌতূহল জাগছে লরা সোমার্সের। রেলর্ড রিচির সঙ্গে একবার মাত্র সামনাসামনি দেখা হয়েছে ওর। অথচ বার বার তার চেহারাটাই ভেসে উঠছে মনের পর্দায়···ছেলেটা দেখার মতো।

বাকবোর্ড থেকে নামছে লরা, প্যাট্রিসিয়া ওলসন এগিয়ে এলো। 'লরা, রেলর্ড রিচির সঙ্গে দেখা হয়েছে, বলেছিলি না? ঐ যে নতুন র‍্যাঞ্চার?'

'হ্যাঁ।'

'আমাদের র‍্যাঞ্চে একটা পার্টি হচ্ছে, দাওয়াত কর না।'

'আমার তো তার সঙ্গে তেমন পরিচয় নেই।' ইতস্ততঃ করলো লরা। 'আর তাছাড়া চাচা হয়তো সেটা পছন্দও করবে না।'

'শুধু তুই যা চিনিস ছেলেটাকে। এদিকে সবাই ছেলেটা আসবে ভেবে বসে আছে। এখনো তো কোনো পার্টিতে যাওয়া হয়নি তার।'

'একেই খুব ব্যস্ত মানুষ উনি, থাকেনও অনেক দূরে।'

'লরা, ভালো করেই জানিস তুই, দূরত্বটা কোনো কথাই না। কতো ছেলে দেখলাম, শুধু নাচের আসরের জন্যে তিরিশ কি চল্লিশ মাইল দূর পর্যন্ত চলে যায়।'

‘বেশ…দেখা হলে বলবো আর কি।’

বোটন রেস্তোরাঁ। একটা টেবিলে বসে আছে শেরিফ লারসেন আর রবার্ট ম্যাকফারসন। দরজার দিকে মুখ করে বসেছে লারসেন। বাইরে বাইরে নির্লিপ্ত ভাব দেখালেও লোকটা যে উদ্বিগ্ন, স্পষ্ট বুঝতে পারছে ম্যাকফারসন।

‘আমাদের এখানে আগে কক্ষণো গোলমাল হয়নি,’ ম্যাকফারসনের কথার জবাবে বিড় বিড় করে বললো লারসেন। ‘হতে দেবোও না।’

তীক্ষ্ণ চোখে শেরিফের দিকে চাইলো ম্যাকফারসন। ‘ব্যাপার কি? কিছু হয়েছে নাকি?’

‘আর বলো কেন, প্রত্যেক রাতেই অসংখ্য ঘোড়ার পায়ের আওয়াজ পাচ্ছি। কিন্তু বুঝতে পারছি না কারা যাওয়া আসা করছে,’ রাগতঃ স্বরে বললো লারসেন। ‘এদিকে আবার বেনন গ্যাং-ও লাপাত্তা। হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে যেন। টিকিটিও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।’

ঠিক এই সময় দরজা খুলে ববস্প্রিংগার ঢুকলো। এগিয়ে এলো। ম্যাকফারসন ওর উল্টোদিকের চেয়ারের দিকে ইঙ্গিত করে বললো, ‘বসো… কফি দিতে বলি, কেমন?’

দাঁত বের করে হাসলো বব। ‘ঠিক আছে—অবশ্য আমাদের মেক্সিকানটার কফির কোনো তুলনাই হয় না, কথাটা বলতেই হয়।’

‘কে, ব্যাট? হ্যাঁ তা ঠিক। লোকটাও খুব ভালো।’ একটু থামলো ম্যাকফারসন। ‘হ্যাঁ, এবার বলো, নতুন কাজ লাগছে

কেমন ?'

'খারাপ না...কিন্তু আরাম করে চরাবো কি, গরুই নেই। খালি হাতের কাজ। ঘর বানাওরে, বেড়া দাওরে, আরো কতো কি!'

'বেড়া ?'

'হ্যাঁ, অনেক ক'টা মালভূমি বেড়া দিয়ে ঘিরে ফেলেছেন উনি। ওখানে আটকে রেখে নাকি গরু পোষ মানাবেন।'

তৃপ্তির সঙ্গে কফিতে চুমুক দিলো বব। 'গরু কি করে পালতে হয়, রিচি জানেন,' বললো সে।

এক নাগাড়ে বকবক করে চললো বব। ঘরের কথা, কোরালের কথা, বাঁধের কথা, গড়গড় করে বলে গেলো সব। কোনো প্রশ্ন ছাড়াই চুপচাপ শুনতে লাগলো লারসেন। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, রিচি ছেলেটা থাকার জন্যেই এসেছে। ওর সমস্ত কাজে তারই স্পষ্ট ছাপ দেখা যাচ্ছে।

'খনি-টনি'র কথা কিছু বলেছে নাকি ?' আরো তথ্যের আশায় জিজ্ঞাসা লারসেনের।

'নাহ্, তেমন কিছু না। একবার শুধু বললেন, কোথায় নাকি কিছুদিন খনিতেও কাজ করেছিলেন—ব্যাস।'

ম্যাক বসেছে দরজার দিকে পিঠ দিয়ে। দরজার দিকে চোখ রাখছে লারসেন। দু'জন ঘোড়সওয়ার সিম্পসনের সেলুনের সামনে এসে থামলো, দেখলো ও। দু'জন লোকই নোংরা, ঘোড়া দু'টোকেও ক্লান্ত দেখাচ্ছে। ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে একমুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইলো লোক দু'টো, আড়মোড়া ভাঙলো। অনেক দূর-পথ ঘোড়া হাঁকিয়ে এলেই কেবল এমনটি করার কথা।

রিমরক শহরে আগন্তুক ওরা। দু'টো পিস্তল ঝুলছে একজনের

কোমরে। ঘোড়ার ব্র্যাণ্ডগুলোও অপরিচিত। দু'টো ঘোড়ার পিঠেই দুই বেল্টঅলা জিন পরানো, টেকসাসের একচেটিয়া সম্পত্তি এটা।

গানম্যান নাকি?

'স্টার্ককে দেখছি না বেশ ক'দিন,' হঠাৎ বলে উঠলো ম্যাক-ফারসন।

'আশেপাশেই আছে,' বললো বব। 'আমরা আসার পরপরই তো এলো দেখলাম।'

রিমরকের রাস্তাটা ধরে ধীর পদক্ষেপে হাঁটছে রেলর্ড রিচি। পলস্টার্ককে শহরে ঢুকতে দেখেছে ও। দেখেছে, ঘোড়াটা নিয়ে আস্তাবলের দিকে যাচ্ছে সে। অনেক পথ পেরিয়ে এসেছে ঘোড়াটা, বুঝতে অসুবিধে হয়নি।

ওরা শহরে আসার পরপরই পল স্টার্কের আগমন কি নেহায়েতই কাকতালীয়? নাকি ওদেরই অনুসরণ করছিলো লোকটা?

দু'দুটি বছর আউট-ল জীবন কাটিয়েছে রিচি। তারও আগে বাবার হত্যাকারীদের খুঁজে বের করে হত্যা করেছে ও। সেইসব দিনগুলো সতর্ক হতে শিখিয়েছে ওকে। সেই থেকে পেছনের ট্রেইলের দিকে তীক্ষ্ণ নজর রাখে ও, প্রতিটি সূক্ষ্ম শব্দ, প্রতিটি নড়াচড়াকে দেখে সন্দেহের চোখে।

আইন ওকে খুঁজছে না, জানে রিচি। কিন্তু খুঁজে বেড়াচ্ছে রকদের। স্টার্ক লোকটা বাউন্টি হান্টারও তো হতে পারে। ঐ চারজনের মাথার জন্যে যে পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে, কে না জানে।

এ শহরে সিম্পসনই একমাত্র স্টকের ডিলার। ঘোড়ার জন্যে

তার কাছেই গেলো রিচি। ব্যাট-উইং দরজা ঠেলে সেলুনে ঢুকলো ও। ঢুকেই দেখলো, বারের শেষ মাথায় দু'জন লোক সিম্পসন আর স্টার্কের সঙ্গে গভীর আলাপে মগ্ন। রিচিকে দেখেই এগিয়ে এলো সিম্পসন।

'আরে, কি খবর, রিচি! হ্যাঁ, বলো কি দেবো?'

অপরিচিত লোক দুটো চোখ তুলে রিচিকে দেখলো একনজর। নিচু স্বরে তাদের কি যেন বললো স্টার্ক। আবার তাকালো ওরা। কেন যেন মাথা নাড়লো ওদের একজন।

'রাই হুইস্কি। তারপর ঘোড়ার ব্যাপারে কথা আছে। অবশ্য আপনার কাছে যদি বেচার মতো ঘোড়া থাকে।'

বারের নিচ থেকে একটা বোতল বের করলো সিম্পসন। মদ ঢাললো দুটো গ্লাসে। 'আর কারো কাছ থেকে কেনার চেষ্টা করো না কেন,' অমায়িক ভঙ্গিতে বললো সে। 'অনেক ক'টা টাকা বেঁচে যেতো। তাছাড়া তোমার পছন্দ হবার মতো ভালো ঘোড়াও আমার কাছে নেই। শুনেছি 'হাফবক্সড-ও'-র ওলসনের কাছে দারুণ ক'টা ঘোড়া আছে।'

গ্লাস তুলে নিলো সিম্পসন। চুমুক দিলো। 'সোমার্স তো তোমার কাছে গরু বেচছে না, ব্যাপারটা সত্যি দুঃখজনক। অথচ তোমার আরো কতো গরু দরকার!'

'হ্যাঁ, খুঁজছি তো।'

'ওহ্‌হো, ঘোড়ার কথা যা বলছিলাম,' বললো সিম্পসন। 'ওলসন হয়তো তোমার কাছে বেচতে নাও চাইতে পারে। শুনেছি সোমার্স নাকি ছড়িয়ে দিয়েছে কথাটা।'

'কি বলছেন···কিসের কথা ছড়িয়েছে?'

'তোমার কাছে কোনো কিছু বেচতে মানা করে দিচ্ছে সে সবাইকে। সোমার্সের ইচ্ছে, এদিকে একমাত্র সেই হিয়ারফোর্ডের মালিক থাকবে। আর কারো কাছে থাকলে নাকি তারগুলো চুরি হয়ে যেতে পারে।'

'এটা কোনো কথা হলো?'

গ্লাসটা শেষ করে বেরিয়ে এলো রিচি। রাস্তায় এসে দাঁড়ালো। সিম্পসনের কথাগুলো মোটেই বিশ্বাস করেনি ও। লোকের কথায় খুব একটা কান দেয় না রিচি। তাছাড়া দেখা গেছে, বেশির ভাগ ঘটনাই হয় উদ্দেশ্যমূলক নয়তো ভিত্তিহীন হয়ে থাকে। ও আসলে ভাবছে বারের অপরিচিত লোকগুলোর কথা। আগে কখনো ওদের দেখেনি রিচি, কিন্তু জাতটা ভালো করেই চেনা আছে।

ওদের ঘোড়া দু'টো হিচ-রেইলে বাঁধা রয়েছে। টেকসাস থেকে এসেছে। একটা ব্র্যাণ্ড চিনতে পারলো রিচি। আর ডাবল বেল্ট জিন তো টেকসাসের মার্কা মারা জিনিস। কোনো সন্দেহ নেই, ভাড়াটে গানহ্যাণ্ড ওরা। ঘোড়াদু'টো দুর্দান্ত রকম ভালো, জিন-সুদ্ধ সব কিছুই অসম্ভব দামী। সাধারণ কাউহ্যাণ্ডদের পক্ষে এসব জোগাড় করা এক কথায় অসম্ভব।

কিন্তু এখানে·· রিমরকে কেন ওরা? গরুর হাঙ্গামা কিংবা বড়ো বড়ো পারিবারিক যুদ্ধেই সাধারণতঃ এরা হাজির হয়ে থাকে। কিন্তু কই, উত্তর অ্যারিজোনা কি দক্ষিণ ইউটাহ, কোথাও তো তেমন কিছু হয়েছে বলে শোনা যায়নি?

নাকি বাউন্টি হান্টার? তাও হতে পারে।

একটা মনোহারী দোকানের সামনে 'হাফবক্সড-ও' মার্কা বাক-বোর্ড দেখে অন্যমনস্ক ভাবে সেদিকে এগিয়ে গেলো রিচি।

প্যাট্রিসিয়া ওলসন। ছোটখাটো, আকর্ষণীয় চেহারার মেয়েটা। সর্বক্ষণ খুশিতে নাচছে যেন। সবার সঙ্গেই আন্তরিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছে, মেয়েটা মিশুক। সবাই বেশ পছন্দ করে ওকে। বব স্প্রিংগারের সঙ্গে কথা বলছিলো সে।

ঘাড় ফিরিয়ে রিচিকে দেখে স্বাগতঃ জানালো বব। 'বস, ইনি প্যাট্রিসিয়া ওলসন। র‍্যাঞ্চে একটা পার্টি দিচ্ছেন ওরা। আমাদেরও যেতে বলছেন।'

রিচির দিকে চোখ ফেরালো প্যাট্রিসিয়া। উজ্জ্বল, প্রাণচঞ্চল চোখে আগ্রহ ঝরে পড়ছে। 'আসবেন তো, মিঃ রিচি? সব্বাই আসছে। আপনি এলে পড়শিদের সঙ্গে পরিচিত হতে পারতেন।'

একটু ইতস্ততঃ করলো রিচি। তারপর মাথা ঝাঁকালো। 'আচ্ছা, ঠিক আছে। আসবো। দাওয়াত দেয়ার জন্যে ধন্যবাদ।' একবার ভাবলো ঘোড়ার কথা জিজ্ঞেস করে, কি ভেবে মত পাল্টালো ও। ওর বাবার সঙ্গেই কথা বলা যাবে এ নিয়ে।

অফিসের দরজা খুলে রবার্ট ম্যাকফারসন বেরিয়ে এলো। ইশারায় ডাকলো রিচিকে।

'মাফ করবেন মিস ওলসন। পার্টিতে দেখা হবে, কেমন?'

ম্যাকফারসনের দিকে এগিয়ে গেলো রিচি। 'কিছু বলবেন?'

'হ্যাঁ। সাদামুখো গরু খুঁজছো তো, তোমার জন্যে একটা খবর আছে।' আবার অফিসে ঢুকলো ম্যাকফারসন। পিছু পিছু রিচিও।

'তোমার মতো একটা ছেলে নিজের পায়ে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে, দেখলে ভালো লাগে। আচ্ছা, স্প্যানিস ফর্ক জায়গাটা চেনো?'

'হ্যাঁ।'

'ফ্রিম্যান নামে এক লোক টেকসাস ট্রেইলে গরু আনানেয়ার খবর শুনে হিয়ারফোর্ড আর ডুরহাম মিলিয়ে প্রায় হাজার তিনেক গরুর এক পাল কেনে, বেশ কিছু দুধেল গাইও আছে ঐ পালে। গরু নিয়ে ক্যানসাসের উদ্দেশ্যে পুব দিকে রওয়ানা দেয় সে।

'স্প্যানিশ ফর্কে পৌছুনোর পর ওর ট্রেইল ড্রাইভাররা ভেগেছে। ওয়াইওমিভ আর নেব্রাসকায় সিউ-বিদ্রোহের কথা শুনেই ভয়ে হাওয়া হয়ে গেছে ওরা। এখন স্প্যানিস ফর্কের ঠিক বাইরেই গরু নিয়ে বসে আছে লোকটা—অন্ততঃ গত সপ্তাহ পর্যন্ত ছিলো। গরুগুলো বিক্রি করতে পাগল হয়ে গেছে সে।'

রিমরক থেকে স্প্যানিস ফর্কের দূরত্বের কথা চিন্তা করলো রিচি। এর বেশির ভাগই ওর চেনা। আউট-ল ট্রেইলটা চলে গেছে ওদিকে। ইণ্ডিয়ান আর আউট-ল'রা ছাড়া ট্রেইলটার অস্তিত্ব জানা নেই কারো। পুরো পথটাই বিপজ্জনক, অসম্ভব বিপজ্জনক।

মেইন ট্রেইলের ওপর দিয়ে গরুর পাল আনার কথা চিন্তা করা-টাই স্রেফ পাগলামী। কারণ পথে রয়েছে অসংখ্য খেত খামার। অতোবড়ো একটা গরুর পাল আনতে গেলে যে ক্ষতিটা হবে, সবগুলো গরু বিক্রি করেও তা পূরণ করা যাবে না। কিন্তু আউট-ল ট্রেইলের ওয়াটার হোলগুলো যদি চেনা থাকে···

'কথাটা শোনেননি আপনি?' জিজ্ঞেস করলো রিচি। 'সোমার্স নাকি আমার কাছে জিনিস বিক্রি করতে মানা করে দিয়েছে সবাইকে।'

কাঁধ ঝাঁকালো ম্যাকফারসন। 'আসলে মানুষ হিসেবে সোমার্স খুব ভালো। কিন্তু ঐ হিয়ারফোর্ডের বেলাতেই একেবারে চূড়ান্ত

স্বার্থপর। সে যাকগে ও তো বলেই দিয়েছে, গরুগুলো কিনবে না সে।'

ম্যাকফারসনের দিকে চেয়ে আছে রিচি। অপেক্ষা করছে।

'ওর মতে পথে সব র‍্যাঞ্চারদের জরিমানা না দিয়ে ঐ গরুর পাল আনার মতো লোক নাকি এখনো জন্মায়নি।'

'তাহলে আমাকে বলছেন কেন?'

মৃদু হাসলো ম্যাকফারসন। 'ভাবলাম, একটা বুদ্ধি হয়তো ঠিকই বের করে ফেলবে তুমি।'

সাত

হাফ বক্সড্‌-ও র‍্যাঞ্চ হাউজটা বিশাল।

ইলিনয়ের লোক ছিলো ওলসন। নিজে মরমন না হলেও আপদে-বিপদে ওখানকার মরমনদের সাহায্য করতো ও। ফলে পড়শিরা শত্রু বনে গেলো। ছাড়তে হলো ইলিনয়। মরমন এলাকায় বসতি করলো ও। সেই থেকে আজ প্রায় পনেরো বছর ওর র‍্যাঞ্চ এ এলাকায় নবাগতদের প্রধান আড্ডা হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

প্রথম দিকে সংখ্যায় ছিলো ওরা খুবই কম। তারপর ক্রমশঃ বেড়ে গেলো মানুষের স্রোত। কিন্তু এদিকটায় বসতি গাড়লো না প্রায় কেউই। যে অল্প ক'জন মানুষ রয়ে গেলো এ বিশাল মুক্ত দেশে তারাও পড়ে গেলো অনেক দূরে দূরে। সত্যিকার অর্থে ড্যান সোমার্সই ওলসনের প্রথম পড়শি। এখান থেকে কয়েক মাইল দূরেই সোমার্সের র‍্যাঞ্চ।

ওলসনের র‍্যাঞ্চটা শুরু থেকেই আর পাঁচটা র‍্যাঞ্চ থেকে আলাদা। মরমন বন্ধুদের মতোই, কেবলমাত্র গরু পালা পছন্দ নয় বলে, ভুট্টা, গম, রাই—এসবের চাষ করেছে ও। শব্জি লাগিয়েছে, মুরগী পুষেছে আর করেছে মৌমাছির চাষ। প্রথম থেকেই সাফল্য করায়ত্ত হয়েছে ওর। এখন তো প্রায় প্রতি বছরই প্রচুর পয়সা আসছে হাতে।

র‍্যাঞ্চ থেকে মাইল কয়েক দূরে, একটা কটনউড বনে ঘোড়া থামালো রেলর্ড রিচি। নামলো। রেঞ্জের কাপড়-চোপড় খুলে ডুব দিয়ে এলো পাশের নদী থেকে। গোসল সেরে শেষবার ক্যালিফোর্নিয়ায় যাবার সময় কেনা কালো স্যুটটা পরে নিলো। খুলে ফেলা কাপড়গুলো ভাঁজ করে ব্যাগে ভরে জিনের পেছনে ঝুলিয়ে রাখলো। আবার উঠে বসলো ঘোড়ার পিঠে। এগোলো ওলসনের র‍্যাঞ্চের দিকে।

প্রায় আধডজন বাকবোর্ড দাঁড়িয়ে আছে উঠোনে। ওদিকে হিচরেইল আর কোরালে কাউহ্যাণ্ড আর এদিক সেদিক থেকে আসা অতিথিদের ঘোড়া লাইন দিয়ে বাঁধা রয়েছে। অন্ধকারে নিজের ঘোড়াটাও রাখলো রিচি। একটু ইতস্ততঃ করলো। হাতের ঝাপটায় কাপড়ের ধুলো ঝাড়লো। সোমব্রেরোর কিনারা ঠিক

করে কলারে হাত বুলিয়ে দেখলো ঠিক আছে কিনা। অনেক দিন পর আজ আবার টাই পরেছে ও।

রকদের সঙ্গে একবার লস এঞ্জেলিসে গিয়েছিলো রিচি। সেবার-ই শেষ টাই পরেছিলো ও। লস এঞ্জেলিসে যাওয়ার উদ্দেশ্য ছিলো স্রেফ ফুর্তি করা। ওখানে কেউ চিনতো না ওদের। অ্যারিজোনার র‍্যাঞ্চার হিসেবে নিজেদের পরিচয় দিয়েছিলো ওরা। বলেছিলো, লস এঞ্জেলিসে এসেছে ঘোড়া কিনতে। পিকো হাউসের সবচে বিলাসী রুমে থেকেছে তখন। ভালো সিগার, সুস্বাদু খাবার আর সেরা মদ খেয়ে আরামে গা ভাসানোর জন্যেই তো এরকম শহরে যাওয়া!

অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছে রিচি। বিশাল বারান্দায় ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে গল্পগুজব করছে অতিথিদের কেউ কেউ। দেখতে দেখতে খুশি হয়ে উঠলো ও, সেই দিনগুলোর কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। ভাগ্যিশ অমন একটা সুযোগ এসেছিলো! সাধারণ কাউ-হ্যাণ্ড আর আউট-ল ছাড়া অন্য মানুষের সংস্পর্শে আসার যে অল্প কিছু সুযোগ মিলেছে, সেবারের লস এঞ্জেলিস গমন সে-গুলোরই একটা।

থিয়েটারে ঢু মারা কিংবা ফুটপাথে দাঁড়িয়ে উইলমিঙটন থেকে আসা স্টেজ কোচগুলোকে দেখা ছাড়া অবশ্য ওখানে তেমন কিছু করার ছিলো না, তবু মানুষের সঙ্গে মেশার সুযোগ ঠিকই মিলে গিয়েছিলো। অবাক কাণ্ড কি, স্টু'র কাছ থেকেই কি করে মানুষের সঙ্গে চলতে হয় সেসব শিখেছো ও। কারো সঙ্গে চলাফেরায়, চালচলনে একেবারে ভদ্রলোক বনে যেতো এই আইরিশ আউট-ল, কথাবার্তায় যে কাউকে মোহিত করে ফেলার একটা

আশ্চর্য গুণ আছে লোকটার। সেজন্যে ওকে সবসময় অনুকরণের চেষ্টা করছে রিচি।

সহজ স্বাভাবিক আচরণের জন্যে বন্ধু জোগাড় করা স্টু'র কাছে পানির মতো সহজ ছিলো। বন্ধুরা বাড়িতে নিমন্ত্রণ করতো ওদের। এভাবেই শহরের বেশ কিছু অভিজাত লোকের বাড়িতে পা রাখা ওদের পক্ষে সম্ভব হয়েছিলো।

কিন্তু তারপরও অপরিচিত মানুষের ভিড়ে যাবার সংকোচটা কাটিয়ে উঠতে পারেনি রিচি। ধীর পায়ে র‍্যাঞ্চ হাউসের দিকে এগোলো ও। ভাবছে, ওখানে দু'একজন ছাড়া আর কাকেই বা চেনে!

আসল কথা অবশ্য তা নয়। ওখানে কেউ যদি ওকে চিনে ফেলে। —সেটাই ভয়। সেজন্যেই সতর্ক হয়ে উঠেছে রিচি। দ্বিধায় ভুগছে।

হাত দিয়ে কোমরে ঝোলানো পিস্তলের স্পর্শ নিলো রিচি। সাহস পেলো। নাহ্, ভয় নেই, আছে। বাড়ির সামনে এসে একমুহূর্ত দাঁড়ালো ও। ঘাড় ফিরিয়ে ওকে দেখলো সবাই। অন্যমনস্ক ভাবে সিঁড়ির ধাপগুলো টপকে বারান্দায় উঠে এলো রিচি!

দরজা খুলে ভিতরে ঢুকতে প্রথমেই চোখ পড়লো লরা সোমার্সের ওপর। দরজা খোলার শব্দে চোখ ফিরিয়েছে এদিকে। মুহূর্তের জন্যে রিচির ওপর স্থির হয়ে রইলো লরার চোখ। রিচির অপ্রত্যাশিত আগমনে চমকে গেছে।

'আরে, মিস সোমার্স যে!' স্টু'র অনুকরণে বলার চেষ্টা করলো রিচি। 'আশ্চর্য, আবার দেখা হয়ে গেলো!'

'ও-হ্যাঁ; হ্যাঁ—জানতাম না…মানে আপনি আসবেন, ভাবতেই

পারিনি।'

'আমি দাওয়াত দিয়েছি,' হঠাৎ লরার পাশে এসে দাঁড়ালো প্যাট্রিসিয়া ওলসন। 'নইলে শেষে আমাদের সম্পর্কে খারাপ ধারণা করে বসতেন না।'

ঘরের অন্য প্রান্ত থেকে ড্যান সোমার্স দেখছে ওকে, খেয়াল করলো রিচি। ভদ্রলোকের চেহারার পরিবর্তন নজর এড়ালো না ওর।

'কিন্তু বেশিক্ষণ বোধহয় থাকতে পারবো না,' বললো ও। 'অনেকটা পথ পাড়ি দিতে হবে।'

'চলে যাচ্ছেন?' কণ্ঠ কেঁপে ওঠায় নিজেই অবাক হয়ে গেলো লরা। ঝট করে ওর দিকে চাইলো প্যাট্রিসিয়া।

'গরু কিনতে,' বললো রিচি 'কিছু গরুর খোঁজ পেয়েছি—তাড়াতাড়ি যেতে পারলে হয়তো পেয়ে যাবো।'

ড্যান সোমার্স এসে যোগ দিলো ওদের সঙ্গে। 'স্প্যানিশ ফর্কের সেই গরুগুলোর কথা বলছো তো?' বললো সে। 'ওগুলোর কথা ভেবে খামোখাই সময় নষ্ট করছো তুমি। ট্রেইলের আশেপাশের র‍্যাঞ্চাররা আনতেই দেবে না।'

'আমি ঠিকই আনতে পারবো।'

রাগ হলো ড্যান সোমার্সের। ওকে অস্বস্তিতে ফেলে দিচ্ছে এ যুবক। ক্রোধ জেগে উঠতে চাইছে ভেতরে। সে কারণেই আরো বেশি করে রেগে উঠছে সে নিজের ওপরেই। রিচি কি করবে না করবে, তাতে ওর কি? ও ভাবছে কেন? এ এলাকায় সাদা-মুখো গরুর একমাত্র মালিক হওয়ায় গর্ববোধ করে—সেজন্যে নাকি গরু চুরির ভয় আছে বলে? কেন?

'তাহলে তো অনেক লোক দরকার হবে তোমার,' বললো সোমার্স, 'কিন্তু পাচ্ছো কোথায় ? আর কাউহ্যাণ্ড যদি বা জোগাড় হয়ও, গরুগুলোর ডানা না গজালে, ওগুলো আনার কোনো উপায় তো আমি দেখছি না।'

বাজনা শুরু হয়ে গেছে। চকিতে লরার দিকে চাইলো রিচ। 'নাচবেন ?' মেয়েটার চাচা বাধা দেবার আগেই দ্রুত বললো ও। রাগে পাথর হয়ে গেলো ড্যান সোমার্সের চেহারা। ততোক্ষণে ড্যান্স ফেলারের ভিড়ে মিশে গেছে ওরা।

'ছেলেটা দেখতে কিন্তু দারুণ, চাচা,' বললো প্যাটি সিয়া, 'লরার সঙ্গে মানিয়েছে বেশ।'

'আস্ত গাধা একটা !' রুক্ষ কণ্ঠে বললো সোমার্স। তারপর সরে গেলো।

ভালোই নাচতে জানে রেলর্ড রিচি। রক্তে রয়েছে ওর ছন্দ আর পায়ের ওপর নিয়ন্ত্রণ। রিও গ্রাণ্ডে থেকে শুরু করে স্যাক্রামেনতো অবধি কয়েক জায়গায় আগেও এক আধবার মেয়েদের সঙ্গে নাচার সুযোগ হয়েছে ওর।

'খুব ভালো নাচতে পারেন কিন্তু আপনি, মিঃ রিচি,' বললো লরা।

'সে তো কেবল আপনার সঙ্গে নাচছি বলেই,' জবাবে বললো রিচি। এমন কথা নিজের মুখ দিয়ে বেরুচ্ছে ভেবে অবাক হয়ে গেলো ও।

'তাহলে আপনি থাকছেন আমাদের সঙ্গে ?'

'হ্যাঁ।'

'চাচার ওপর রাগ করবেন না যেন। খুব ভালো উনি, একটু

অহংকারী, এই যা।'

'না না, রাগ করার কি আছে,' বললো রিচি। ভালো করে চাইলো লরার দিকে। কি যেন বলতে গেলো। কিন্তু চোখ তুলতেই আকস্মিক ভাবে সব ভাষা হারিয়ে ফেললো রিচি। ধক করে উঠলো হৃদপিণ্ডটা। ঘরের অন্য প্রান্তে হালকা পাতলা গড়নের বেশ বয়স্ক এক লোক দাঁড়িয়ে। একটা বন্দুক ঝুলছে তার কোমরে। রিচির দিকেই চেয়ে আছে লোকটা।

'কি হলো?' জিজ্ঞেস করলো লরা,' আপনি ঠিক আছেন তো?'

'না, না, ঠিকই আছি আমি, কিচ্ছু হয়নি,' বললো রিচি। বুকের ভেতরটা ধড়াস ধড়াস করছে। 'চলুন এবার ফেরা যাক।'

লোকটার নাম ল্যামপোর্ট—আউট-ল। লর্ডস বার্গের কাছে—শেক্সপীয়র টাউনে পরিচয় হয়েছিলো। এ লোক এখানে কেন? দুনিয়ায় এতো জায়গা থাকতে—এখানে কেন?

কখনোই এ লোককে পছন্দ হয়নি রিচির। ওদের দলে যোগ দিতে চেয়েছিলো সে। সোজাসাপ্টা তাকে প্রত্যাখ্যান করেছিলো রক। ল্যামপোর্ট এমনিতে ভাড়াটে গানম্যান। কিন্তু তার সম্পর্কে আরো নানান রকমের গুজব শোনা যায়, প্রায়ই দেখা গেছে, আচমকা কথাবার্তা ছাড়াই গায়েব হয়ে গেছে তার আউট-ল সঙ্গীরা; নয়তো ধরা পড়ার কথাই না, এমন অবস্থায় অপ্রত্যাশিত ভাবে ধরা পড়ে গেছে আইনের হাতে। ওর বিরুদ্ধে কিছু প্রমাণ করা না গেলেও, সেসব ঘটনাকে নিছক দৈবদুর্ঘটনা হিসেবে মেনেও নেয়নি কেউ। সবার সন্দেহ—এসবের পেছনে এ লোকের হাত না থেকে পারে না।

সেই ল্যামপোর্ট এখন এখানে। এবং লোকটা ওকে চিনে ফেলেছে, তাতেও সন্দেহ নেই।

কদ্দিন আগের কথা সেটা? দেড় কি দু'বছর। এর মধ্যে অনেক বদলেছে রিচির চেহারা, ঠিক—কিন্তু খুব বেশি কি?

পোর্চে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে রিচি আর লরা। আরো কয়েক জোড়া তরুণ-তরুণীও আছে আশেপাশে। নিচু স্বরে কথা বলছে ওরা দু'জন। এই প্রথম বারের মতো ভুলে গেছে রিচি, কে ও, কি ওর পরিচয়, কি ছিলো—সব। নিজেকে একজন সাধারণ যুবক ছাড়া আর কিছুই ভাবছে না সে।

দরজায় এসে দাঁড়ালো ল্যামপোর্ট। এদিক ওদিক তাকাচ্ছে। খুঁজছে। এক্ষুণি ভাগতে হয়, ভাবলো রিচি।

ওকে উদ্ধার করতেই যেন আলোতে এসে দাঁড়ালো বব স্প্রিং-গার। দেখেই তাড়াতাড়ি বলে উঠলো রিচি, 'লরা, ঐ যে বব স্প্রিংগার এসে গেছে। ওর জন্যেই অপেক্ষা করছিলাম। এবার তাহলে চলি, কেমন?'

লরা মুখ খোলার আগেই রেলিং টপকে মাটিতে নেমে দাঁড়া-লো রিচি। পর মুহূর্তে বব স্প্রিংগারকে নিয়ে মিলিয়ে গেলো আঁধারে। অন্ধকারে বৃথাই খুঁজলো ওকে লরা'র চোখ।

পাশে এসে দাঁড়ালো প্যাট্রিসিয়া ওলসন। 'কিরে লরা, কি হলো? কিছু বলেছিস নাকি?'

'না-আ। এমনি কথা বলছিলাম। হঠাৎ কথা নেই বার্তা নেই চলে গেলো। একদম বিনা কারণে।'

উত্তেজিত হয়ে উঠেছে লরা, কিছুটা হতভম্বও। কোনো ভাবে কি অপমান করেছে ও রিচিকে? কিভাবে?

কেন যেন খারাপ হয়ে যাচ্ছে মনটা। এমন তো হওয়ার কথা না। কে এক রিচি, কি করলো না করলো, তাতে ও উদ্বিগ্ন হচ্ছে কেন? এমন কিছু ছেলেটা তো বলেনি, যাতে মনে হতে পারে, ওর ব্যাপারে আগ্রহী সে। ও নিজেও তো ছেলেটার প্রতি দুর্বল নয়, প্রশ্নই ওঠে না।

প্রশ্নই···

কয়েক ঘণ্টা পর। বিছানায় শুয়ে ভাবছে লরা। হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে গেলো।

অচেনা বয়স্ক এক লোক দাঁড়িয়েছিলো দরজায়। ড্যান্স ফ্লোর ছেড়ে আসার সময়ও লোকটাকে দেখেছিলো ও। ঐ লোকটাই কি হঠাৎ করে রিচির পোর্চে যাবার কারণ? আচমকা তার আঁধারে মিলিয়ে যাবার পেছনেও কি ঐ লোকটাই? দূর-কি সব আবোল-তাবোল ভাবছে···দু'বার দু'জায়গায় একটা লোক থাকলেই অমনি ফট করে একটা কিছু ধরে নিতে হবে? এমনও তো হতে পারে, অন্য কাউকে খুঁজছিলো লোকটা?

কাল খোঁজ করতে হবে, লোকটা কে?

নড়েচড়ে চাদরের তলায় আরাম করে শুলো লরা। শীত লাগছে। রেক্সর্ড রিচির কথা ভাবতে ভাবতে গভীর ঘুমে তলিয়ে গেলো ও। কি যেন আছে ছেলেটার ভেতর, অদ্ভুত আকর্ষণীয় কিছু।

ওলসনের কাছ থেকে কেনা চারটে ঘোড়া নিয়ে র‍্যাঞ্চে পৌছুলো ওরা। জেগেই ছিলো ব্যাট। ওদের দেখে তাড়াতাড়ি দৌড়ে এলো।

'ভালো করে ঘুমিয়ে নাও.' পরামর্শ দিলো রিচি। 'কাল স্প্যানিস ফর্কে রওয়ানা দিচ্ছি আমরা।'

ঘোড়া বাঁধতে কোরালে চলে গেলো বব। ব্যাট বললো, 'এখানে একজন থাকা দরকার। ট্র্যাকের চিহ্ন চোখে পড়েছে আমার।'

'টাটকা?'

'হ্যাঁ।'

'অনেকগুলো, নাকি একটা?'

'একটাই···নজর রাখছে কেউ এদিকে।'

আশ্বস্ত হলো রিচি। একজন হলে রকদের কেউ না হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। তাহলে কে? আউট-ল ক্যাম্প থেকে ফেরার সময় ট্রেইল ক্যানিয়নে যে লোকটা ছিলো, সে? সত্যি সত্যি কি কেউ ছিলো ওখানে?

লম্বা যাত্রার প্রস্তুতির জন্যে ঘুমের দরকার, তা সত্ত্বেও অনেক রাত অবধি জেগে রইলো রিচি। সাত-পাঁচ নানা কথা ভাবছে। রিমরকে কেন ল্যামপোর্ট? স্টার্কের সঙ্গের অচেনা লোকগুলো কারা? দু'দিনের ভেতর একই জায়গায় তিন তিনজন গ্যানহ্যাণ্ডের উপস্থিতি কিছুতেই কাকতালীয় হতে পারে না। বিপদ আসছে। কিন্তু কার?

চিত হয়ে শুয়ে আছে রিচি। কানে আসছে আঁধার রাতের হাজার শব্দ।

ওকে কি ভাববে লরা? এরকম অভদ্রের মতো চলে আসাটা মোটেই উচিত হয়নি।

কিন্তু উপায় কি? ল্যামপোর্টের সঙ্গে কথা বলার ইচ্ছেই যে

ছিলো না ওর। ঐ লোকের সঙ্গে কথা বলছে, এই অবস্থায় কেউ দেখে ফেলুক ওকে, কিছুতেই এই ঝুঁকি নেয়া যায় না। সেইসব দিন ফেলে এসেছে ও—আসলেই কি তাই ?

আট

এমনিতে একটু ঘুম-কাতুরে বব স্প্রিংগার। শেষ রাতের দিকে বৃষ্টি শুরু হতেই আরো গভীর ঘুমে তলিয়ে গেলো সে। তাই ঘোড়ার খুরের শব্দ কানে গেলো না তার। নিঃসঙ্গ একটা প্যাঁচা ডেকে উঠলো যেন কোথাও। শুনতে পেলো না তাও।

ব্যাট শুনেছে প্যাঁচার ডাক। ও জানে এরকম অসময়ে প্যাঁচার ডাক অস্বাভাবিক। ঘুম ভাঙলেও চুপচাপ শুয়ে রইলো ও। কান পেতে রয়েছে।

নিঃশব্দে উঠে দাঁড়ালো রেনার্ড রিচি। গানবেল্ট পরে নিলো। তারপর মাথায় টুপি বসিয়ে পা গলালো জুতোয়। নতুন ঘরটার মেঝেতে একদম দরজার কাছ ঘেঁষে শুয়েছিলো রিচি। নিঃশব্দে দরজা খুললো ও। বেরিয়ে গেলো অন্ধকারে।

নিঃসাড় পড়ে রইলো ব্যাট। এখনো কান পেতে রয়েছে। বৃষ্টির একটানা শব্দের ভেতর রিচির পায়ের আওয়াজ শুনছে। থামলো রিচি। কিছু ভারি পায়ের শব্দ ভেসে এলো। তারপরই

চাপা একটা কণ্ঠস্বর।

ঘুমন্ত ববের দিকে একবার তাকিয়ে কোনরকম শব্দ না করে উঠে দাঁড়ালো ব্যাট। এগোলো জানালার দিকে। কবাট দু'টো ভেজিয়ে রাখা হয়েছে শুধু। একটা ফাঁকে চোখ রাখলো ও। একজন ঘোড়সওয়ার আর রিচির আবছা ছায়া চোখে পড়লো। রান্না আর খাবার ঘর হিসেবে ব্যবহৃত ছাপড়াটার দিকে এগোচ্ছে ওরা।

জ্বলন্ত কয়লা নেড়েচেড়ে আগুনটা উস্কে দিয়ে তাতে কাঠ ফেললো রিচি। কফির পটটা বসিয়ে দিলো আগুনে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ দেখলো ব্যাট। কিন্তু কোনোমতেই আগন্তুকের চেহারা দেখতে পেলো না ও। শীত করছে। তাছাড়া এসব রিচির ব্যক্তিগত ব্যাপার। ফিরে এসে বিছানায় শুয়ে পড়লো ব্যাট। তলিয়ে গেলো ঘুমে।

রিচির সঙ্গে ছাপড়ার নিচে বসা লোকটা আর কেউ না, স্টু। 'ভালোই আছো দেখছি,' রিচিকে বললো সে। 'দারুণ একটা জায়গার মালিক হচ্ছো তাহলে।'

'এখানে, এসবে তো তোমাদেরও ভাগ আছে।'

'হয়তো। দেখা যাবে।'

কৃতজ্ঞ চিত্তে রিচির কাছ থেকে কফির কাপটা নিলো স্টু। ওর মুখের দিকে চাইলো রিচি। ক্লান্ত অবসন্ন দেখাচ্ছে।

'মহা বিপদে পড়ে গিয়েছিলাম, বুঝলে।' বললো স্টু। 'গুলি খেয়েছিলো অ্যালেক্স। এখন অবশ্য ভালোই আছে।'

'হর্স মাউণ্টেনে তোমাদের ক্যাম্প দেখেছি।'

হেসে ফেললো স্টু। 'প্যাট্রিককে বলেছিলাম, তুমি ঠিকই খুঁজে বের করবে। বিশ্বাসই করেনি ও।'

কফিতে চুমুক দিলো স্টু। তু'হাতের মাঝখানে কাপটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে উত্তাপ পাবার চেষ্টা করছে। হঠাৎ চোখ তুলে তাকালো।

'কোনো বিপদে পড়োনি তো তুমি, রিচি?'

'নাহ্।'

'পড়বে। শুনেছি এদিকে কে নাকি গানম্যান ভাড়া করছে। ল্যামপোর্টের কথা মনে আছে?'

'দেখেছি ব্যাটাকে। এদিকেই আছে।'

'সেই জোগাড় করছে। ওর সঙ্গে আছে ওয়াইওমিঙ গানফাইটার পারসেল, পাইক পারসেল। তুজনই ভয়ংকর বদমাশ—হারামীর একশেষ।'

আরো আগুনের কাছ ঘেঁষে বসলো স্টু। পাতলা একটা জামা পরে আছে ও। ভেজা।

'আমার কোটটা দেবো?' জানতে চাইলো রিচি।

'নাহ্ থাক। এই একটু আগে হারিয়ে ফেললাম নিজেরটা।' আবার কাপ ভরে নিলো স্টু। 'এবার এদিককার কথা বলো, শুনি।'

একটা গাছের গুঁড়িতে বসে আস্তে আস্তে যতোটা সম্ভব সংক্ষেপে স্টুকে গরু কেনার কথা, ওর ওপর সোমার্সের অসন্তোষের কথা সব বললো রিচি। স্প্যানিস ফর্কে রওয়ানা দেবার কথাও জানালো। কথা বলতে বলতে ধূসর হয়ে এলো আকাশ।

'যেতে হয়, লর্ড।' ডাকনামটা শুনতেই পুরানো দিনের কথা মনে পড়ে গেলো রিচির। কাপ নামিয়ে রাখলো স্টু। 'ঠিক কাজই করছো তুমি। লেগে থাকো।'

'স্প্যানিশ ফর্ক থেকে গরু আনার জন্যে আমার যে লোক

দরকার।'

রিচির দিকে চাইলো স্টু। 'এখন তো গরু সামলানোর কিছুই মনে নেই আমার। ওদেরও না।' তীক্ষ্ণ চোখে রিচির দিকে তাকালো এবার স্টু। 'সত্যিই কি আমাদেরই চাইছো?'

'হ্যাঁ।'

'আচ্ছা, দেখি।' সমস্যাটা মনে মনে উল্টেপাল্টে দেখলো স্টু। 'ফর্ক থেকে, না? মেইন ট্রেইল দিয়ে তো আনতেই পারবে না।'

কাঁধ ঝাঁকালো রিচি। 'জানি। তা করতে হলে ওগুলো কিনতামই না। আমি আনবো সান রাফায়েল স্যুয়েল দিয়ে।'

চমকে উঠলো স্টু। 'বলো কি! একশোটা গরুর খাওয়ার মতো পানিও তো নেই ওদিকে।'

কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলো ওরা। ঝমঝম বৃষ্টি পড়েই চলেছে। চোরা চোখে একবার স্টু'র বিপর্যস্ত চেহারার দিকে চাইলো রিচি। 'খুব খারাপ যাচ্ছে তোমাদের অবস্থা, না?' বলে উঠলো ও হঠাৎ করে।

মাথা ঝাঁকালো স্টু। 'হ্যাঁ। কাজটা ছেড়ে দিয়ে তুমি ভালোই করেছো, রিচি। সেই দিন আর নেই।'

উঠে দাঁড়ালো স্টু। 'ঠিক আছে, কথাটা ছড়িয়ে দেবো স্যুয়েলে। পানি খুঁজে পেলে আর অসুবিধে হবে না।'

'এই বৃষ্টিটা কাজ দেবে—'

রিচির হাতে একটুকরো কাগজ দিলো স্টু। তিনটে ঠিকানা লেখা ওটায়। 'আমাদেরকে দরকার হলে, এই ঠিকানাগুলোতে চিঠি দিয়ে দিও। কেউ না কেউ ঠিক জানিয়ে দেবে আমাদের।'

'স্টু!'

'বলো ?'

'রিমরকের ধারে কাছে যেও না যেন তোমরা। শেরিফ লোকটা ধুরন্ধর। অসম্ভব চালাক।'

ঘরের দরজায় ফিরে এলো রিচি। বেশ কয়েক মিনিট চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলো। কল্পনার চোখে ট্রেইল ধরে স্ট'র ক্যানিয়নে ফিরে যাওয়া দেখছে। ওকে লর্ড নামে ডেকেছে স্টু একটু আগে। অনেক দিন আগে স্টুই দিয়েছিলো নামটা। রেলর্ডের সংক্ষেপ। সান ফ্রান্সিসকোতে একদিন একটা টপহ্যাট মাথায় দিয়েছিলো রিচি। 'ওহ্, একেবারে লর্ডের মতো লাগছে,' বলে ঠাট্টা করেছিলো সেদিন স্টু। সেই থেকে অনেকদিন পর্যন্ত 'লর্ড রিচি' নামেই ওকে ডেকেছে সবাই।

ঘরে ঢুকে বিছানায় শুয়ে পড়লো রিচি। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে গভীর ঘুম এসে গ্রাস করলো ওকে। আধ ঘণ্টা পর বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লো ব্যাট। টেরই পেলো না রিচি।

ভোরের ফ্যাকাসে আলোয় বেরিয়ে এলো মেক্সিকান। ট্র্যাকগুলো পরীক্ষা করলো। ছাপড়ার কাছে ঘোড়ার নাল থেকে খসে পড়া বেশ খানিকটা মাটি দেখতে পেলো ও। মাটিটুকু তুলে নিয়ে ছুঁড়ে ফেললো অনেক দূরে। তারপর কোরালে গেলো ও। ঘোড়াগুলোকে জিন চাপিয়ে বের করে আনলো। আগন্তুকের ফেলে যাওয়া ট্যাকের ওপর বার কয়েক হাঁটালো ওগুলোকে। মুছে গেলো সব চিহ্ন।

ব্যাটের বিশ্বস্ততার একটা আলাদা ধাঁচ আছে। যার কাজ করবে, দরকার হলে তার জন্যে জান দিতেও দ্বিধা করবে না ও।

সূর্য তখনও মেঘে ঢাকা পাহাড় পেরিয়ে উঁকি দিতে পারেনি।

এমনি একটা সময়ে ট্রেইল ক্যানিয়নে ঢুকলো ওরা। রিচি আর ব্যাট। শুরু হলো কলারাডোর ডাণ্ডি-ক্রসিং-এর উদ্দেশ্যে দীর্ঘ যাত্রা।

বব স্প্রিংগার আসেনি, র‍্যাঞ্চে রয়ে গেছে। স্টক পাহারা দেবে আর টুকটাক কাজ সেরে রাখবে। আসলে কিন্তু একা থাকা মোটেই পছন্দ নয় ববের। প্রকৃতিগত ভাবেই আড্ডাবাজ লোক সে ; কিন্তু ওদের সঙ্গে যাওয়ার চেয়ে একা থাকাটাই হাজার গুণ ভালো মনে হয়েছে ওর কাছে। গরু নিয়ে ফিরে আসতে পারবে রিচিরা, কথাটা মুহূর্তের জন্যেও বিশ্বাস করেনি বব স্প্রিংগার।

স্প্যানিশ ফর্কের একটা রেস্তোরাঁয় বসেছিলো ডুড ফ্রিম্যান। ওখানেই তাকে পেলো রিচি। ব্যাটকে সঙ্গে নিয়ে বারের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো ও। ড্রিঙ্কের অর্ডার দিলো। ফ্রিম্যানের দিকে আড়-চোখে চাইলো একবার। সামনে বোতল নিয়ে বসে আছে লোক-টা। চোখে মুখে রাজ্যের বিরক্তির ছাপ।

আবার ফ্রিম্যানের দিকে তাকালো রিচি। 'দেখে তো মনে হচ্ছে রাগের চোটে এখনই ফেটে যাবে,' হালকা কণ্ঠে বললো। 'তোমার জন্যেও একটা ড্রিঙ্ক নেই, কেমন ?'

হাতের ইশারায় বোতল দেখালো লোকটা। 'অনেক গিলে ফেলেছি এর মধ্যে, বুঝলে ? মদ খেলেই তো আর ঝামেলা চুকে যায় না।'

'আমার নাম রিচি,' পরিচয় দিয়ে হাত বাড়ালো ও। 'অসু-বিধেটা কোথায় ?'

রিচির সঙ্গে হাত মেলালো ফ্রিম্যান। 'আমি ফ্রিম্যান। বেকার

কাউহ্যাণ্ড না হলে কোনো কাজেই আসবে না তুমি। আসলে আমার দরকার ক্যানসাসে যাবার জন্যে একদল কাউহ্যাণ্ড।'

হাসলো রিচি। 'হ্যাঁ, আমি একজন কাউহ্যাণ্ডই বটে। কিন্তু একদল কাউহ্যাণ্ড? উঁহু, কোথাও পাবে না। মনে হচ্ছে গরু নিয়ে ঝামেলায় পড়েছো?'

'ঝামেলা মানে? মহাবিপদে পড়ে গেছি। প্রায় তিন হাজার গরু,' বিষণ্ণ কণ্ঠে জানালো ফ্রিম্যান। 'অরিগন থেকে গরু নিয়ে আসছি। যাচ্ছিলাম ক্যানসাসে। গরুগুলো বেচে বেশ কিছু টাকা কামানো যাবে ভেবেছিলাম। টেকসাস থেকে ওখানে গরু নেয়া গেলে, অরিগন থেকেই বা নেয়া যাবে না কেন?'

'কিন্তু,' সাবধানে বললো রিচি। 'ক্যানসাস আর অরিগনের দূরত্বের কথাটা চিন্তা করেছো?'

'হ্যাঁ, দূরই বটে।' গ্লাস পূর্ণ করে নিলো ফ্রিম্যান। 'যা ভেবেছিলাম, তারচে' বিশাল এলাকাটা। আমার চাচা থাকে ওদিকে দক্ষিণে কোনো এক শহরে যেন, বুঝলে? ভেবেছিলাম, কাজটা সেরেই চলে যাবো তার কাছে। ডাক্তারী করে চাচা।'

'চিনি···মানে দেখেছি, রিমরকে। ডাক্তার ফ্রিম্যান। উনিই তো, নাকি?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ। রিমরকে তো দু'জন ফ্রিম্যান নেই,' সম্মতি জানালো সে। 'প্রিয় চাচা আমার—সত্যি বলতে কি, আমার একমাত্র চাচা। অথচ তার সঙ্গেই দেখা হচ্ছে না।'

'কেন, অনায়াসেই চলে যেতে পারো ওখানে,' বললো রিচি।

'মাথা খারাপ!' মদে চুমুক দিলো ফ্রিম্যান। 'হাজার হাজার গরু ফেলে,' বললো সে, 'নরকে যাওয়ারও উপায় নেই। কাউকে

পাচ্ছিও না যে সিউ ইণ্ডিয়ান এলাকা দিয়ে যেতে রাজি আছে ; র‍্যাঞ্চার শালাদের জন্যে গরুগুলো দক্ষিণে নেয়া তো অসম্ভব। আবার রোদ মাথায় করে লক্ষ টাকা দিলেও মরুভূমি পেরিয়ে ফিরছি না আমি। ওদিকে উত্তরে শালার পাহাড় ছাড়া আর কিচ্ছু নাই। আর এখানে আটকে পড়ায় ফতুর করে ছাড়ছে আমাকে হতচ্ছাড়া গরুগুলো। ওগুলো চরানোর জন্যে মাঠ ভাড়া করতে হয়েছে, সপ্তাহটা শেষ হওয়ার আগেই আবার নতুন মাঠ ভাড়া নিতে হবে।'

গলার স্বর একটু নামালো ফ্রিম্যান। 'একটা ভালো ঘোড়া থাকতো ! ভাগতাম শালার এখান থেকে।'

হাতের গ্লাসটা নামিয়ে রাখলো রিচি। 'আমার কাছে আছে,' আস্তে করে বললো ও। 'গরুরও হয়তো একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে।'

কাষ্ঠ হাসি হাসলো ফ্রিম্যান। 'দোস্ত,' বললো সে, 'গরু চরা-নোর জন্যে ভাড়া নেয়া মাঠের ঘাস প্রায় শেষ। পাশের একমাত্র মাঠটা ভাড়া নিতে গেলে এখন মাসে মাথা পিছু একটা ডলার লাগবে। তার মানে প্রায় তিন হাজার ডলার—টাকাটা অগ্রীম দিতে হবে। বুঝে দেখো, কি গ্যাঁড়াকলে পড়েছি।'

আবার গ্লাসটা ভরে নিলো ফ্রিম্যান। 'এমনিতে কতো টাকা যে দেনা হয়েছে, খোদাই জানে। শেষমেষ কি হবে জানো ? প্রথমে গরুগুলো যাবে, তারপর কাপড়চোপড় খুলে রেখে মাথার চুল ছিঁড়তে ছিঁড়তে যেতে হবে এখান থেকে।'

আবার রিচির দিকে চাইলো সে। 'মরমনদের সঙ্গে কারবার করেছো কখনো ? স্কটদের চে'ও ডবল হারামী শালারা। এক-

ঘাটে কিনে আরেক ঘাটে বেচতে পারবে তোমাকে। উফ্, শেষ হয়ে গেলাম।'

কোটের ভেতর হাত ঢুকিয়ে ভাঁজ করা একটা কাগজ বের করে আনলো রিচি। বারের ওপর রেখে হাত দিয়ে চেপে চেপে সমান করলো। তারপর একটা কলম তুলে নিলো পেনস্ট্যাণ্ড থেকে।

'আমাকে একটা রসিদ লিখে দাও,' বললো ও, 'সবচে' কম দামে। এক্ষুনি তোমার গরুগুলো কিনে নিচ্ছি। নগদ।'

ঘাড় ফিরিয়ে রিচির দিকে চাইলো ফ্রিম্যান। 'দাঁড়াও, দাঁড়াও,' বললো সে, 'তিন হাজারেরও বেশি গরু আছে আমার কাছে। অনেকগুলো টাকা খাটিয়েছি ওগুলোর পিছে।'

'আর এখন সব ক'টাই যেতে বসেছে তোমার,' ঠাণ্ডা গলায় জবাব দিলো রিচি, 'ওগুলো কেনার মতো টাকা আমার কাছে আছে।'

'গরু কেনার কথাটা,' মিথ্যে বললো ও, 'এইমাত্র মাথায় এলো। এদিকেই একটা জায়গা কেনার কথা ভাবছি আমি। বলা যায় না, যে-কোনো মুহূর্তে মত পাল্টে যেতে পারে। সত্যি কথা বলতে কি, আমার বউ-এর কানে যদি কথাটা যায়, তাহলেই হয়েছে, এক্কেবারে বোম ফাটিয়ে দেবে। মেয়ে মানুষের বুদ্ধিশুদ্ধি কেমন, জানোই তো।'

জিভে ঠোঁট চাটলো ফ্রিম্যান। মাঠের ঘাস এ ক'দিনে শেকড়ে গিয়ে ঠেকেছে। শিগগিরই বেড়া ভেঙে বেরিয়ে যাবার জন্যে পাগল হয়ে যাবে গরুগুলো। ওখান থেকে সরাতে হলেও তিনটি হাজার টাকার দরকার—নেই।

'প্রায় বিশ হাজারের মতো টাকা গিয়েছে আমার গরুগুলোর পেছনে,' বললো সে।

'সেটা কোনো কথা না,' মৃদু স্বরে বললো রিচি। 'কথা হলো, কাল বা পরশু কি অবস্থা হবে তোমার?'

সোজা হয়ে দাঁড়ালো রিচি। হাত বাড়ালো কাগজটার দিকে। তাড়াতাড়ি কাগজটা চেপে ধরলো ফ্রিম্যান। 'দাঁড়াও।'

'তিন হাজার ডলার দেবো,' বললো রিচি, 'এখানে—এক্ষুণি—সব সোনায়।'

'কি?' আঁতকে উঠলো ফ্রিম্যান।

'মোটে তিন হাজার? সতেরো আঠারো হাজার টাকা গচ্চা! পাগল নাকি?'

'পাগল আসলে তুমিই। পাগল না হলে এভাবে আন্দাজে কেউ কোথাও রওয়ানা দেয়!' কোটের বোতাম লাগাতে শুরু করলো রিচি। 'নাহ্, এবার যেতে হয়। বউ আবার অপেক্ষা করে থাকবে—'

'দাঁড়াও—এক মিনিট। একটু ভাবতে দাও।'

'ভাবাভাবির আবার কি আছে? আমি কিনলে তিন হাজার টাকার সোনা পাচ্ছো তুমি। নইলে বিশ হাজার টাকাই পানিতে যাচ্ছে তোমার, ফুটো পয়সাও পাচ্ছো না। সোজা কথা, এখানে ভাবাভাবির কি আছে বুঝলাম না।'

নিদারুণ বিরক্তির সঙ্গে রিচির দিকে চাইলো ফ্রিম্যান। 'তুমি তো দেখছি মরমনদের চে'ও ডেঞ্জারাস,' বললো সে। 'একদম পিষে ফেলতে চাইছো।'

'উঁহু, পিষে ফেলছি না মোটেই,' বললো রিচি। 'বরং বলো

বাঁচার একটা রাস্তা দেখিয়ে দিচ্ছি।' ব্যাটের দিকে চাইলো ও। 'ও এসেছে কিনা দেখো তো। দোকান থেকে বেরিয়ে থাকলে রেগে ফায়ার হয়ে গেছে এতোক্ষণে।'

মিনিটখানেক পরেই ফিরে এলো ব্যাট। 'কোথাও দেখলাম না,' বললো সে। 'আছেন কোথাও নিশ্চয়ই।'

'এখনই, নয়তো কোনোদিনই না।' ব্যাটের কাছ থেকে 'মানি-বেল্টটা' নিয়ে বারের উপর রাখলো রিচি। 'এখানে আছে—সব।'

হাতের উল্টো দিক দিয়ে মুখ মুছলো ফ্রিম্যান। তারপর বেল্টের ঢাকনা খুলে দেখলো, চকচক করছে সোনার টুকরো। এক মুহূর্ত ইতস্ততঃ করলো সে, শেষে সই করে দিলো বিক্রির রসিদে।

'তুমি,' বার টেণ্ডারকে ইশারা করলো রিচি, 'সাক্ষী হবে?'

সাক্ষী হলো বারটেণ্ডার। দশ ডলারের একটা নোট ধরিয়ে দিলো রিচি তার হাতে। 'নাও, সিগার কিনে নিও,' বললো ও।

ফ্রিম্যানের দিকে হাত বাড়ালো রিচি। 'আবার দেখা হবে, চলি কেমন?'

রাস্তায় নেমে ওর দিকে চাইলো ব্যাট। 'কিন্তু, সিনর, আপনি তো বিয়েই করেননি!'

'হ্যাঁ, কথাটা আমিও ভেবেছি। কিন্তু হঠাৎ করে কেন যেন মনে হলো, একটা বউ আছে আমার, অপেক্ষা করছে। ভাবলাম, আমার কাজকর্মে দারুণ রেগে যাবে হয়তো, কিনতেই দেবে না শেষে গরুগুলো।'

'বিশেষ করে এখন,' হালকা কণ্ঠে বললো ব্যাট, 'দুজনের পক্ষে তিন হাজার গরু খেদিয়ে নেয়া সম্ভব না,' চোখে আগ্রহ ঝরছে তার, কিছুটা কৌতুকের ছায়াও। 'আসলে, কি ব্যবস্থা করবেন

ওগুলোর ?'

জবাব দিলো না রিচি।

দোকান থেকে কিছু জিনিসপত্র কিনলো ওরা। তারপর এগোলো গরু রাখা সেই মাঠটার দিকে।

খাড়া একটা পাহাড়ের ঠিক নিচেই বিশাল মাঠটা। বেড়া দিয়ে ঘেরা। দু'জন লোক অপেক্ষা করছিলো। কালো কোট পরা দাড়ি-অলা লোকটা ওদের দেখতে পেয়ে ঘোড়া নিয়ে এগিয়ে এলো। আস্তে আস্তে এগোলো রিচিও। কাছাকাছি হতেই থামলো ও।

'কি ব্যাপার ? কিছু বলবে ?'

'তুমিই রিচি ? গরুগুলো কিনেছো তুমি ?'

'হ্যাঁ।'

'দক্ষিণে সব আমার জমি···মনে রেখো, একটা গরুও আমার জায়গা দিয়ে যেতে দেবো না। বুঝেছো ?'

'নিশ্চয়ই। পরিষ্কার। না বোঝার কি আছে ?' হাসলো রিচি। 'তোমার জমির ধারে কাছেও যাচ্ছি না আমি। আমি যাচ্ছি পুবে।'

'পুবে ? তাহলে তো দেখছি যা ভেবেছিলাম তারচে'ও বড়ো গাধা তুমি। ওয়াইওমিঙ সিউরা ক্ষেপেছে ওদিকে। তাছাড়া—' কণ্ঠে সন্তোষের ছাপ লোকটার—'একজন কাউহ্যাণ্ডও পাচ্ছো না তুমি। ওদের ছাড়া অতো বড়ো পাল তাড়িয়ে নিচ্ছো কি ভাবে, অ্যা ?'

জবাব না দিয়েহ হাতের ইশারায় ওদের বিদায় জানালো রিচি। গেট খুলে গরুগুলোকে বেরুনোর সুযোগ করে দিলো। এক আধটু 'হুহ্, হাহ' করছে ব্যাট। সারা মাঠে ঘাসের চিহ্নই নেই। বেরুনোর

সুযোগ পেয়ে মহা খুশি হয়ে গেছে গরুগুলো। খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে ওদের কাজকারবার দেখছে ঘোড়সওয়ার দুজন।

পুব দিকটা একেবারে ফাঁকা। চাষাবাদের কোনো জমি নেই, আছে অফুরন্ত ঘাস। চাষের জমি আছে দক্ষিণে, বলাবাহুল্য এ জায়গাগুলোর মালিকরাই গরুগুলো পেয়ে যাবে ভেবেছিলো, এখনো ভাবছে।

সবগুলো গরু বেরিয়ে এলো একসময়। রিচির ঘোড়াটা ভালো জাতের, কাজে লাগছে। ভালো ঘাসের লোভে এদিক ওদিক ছুটে যেতে চাইছে বাছুরগুলো। সামলাতে গিয়ে জান বেরিয়ে যাবার জোগাড় হলো।

বেশি হলে না হয় মাইল খানেক পথ এগিয়েছে ওরা, গরুর পালের সামনে হঠাৎ একজন ঘোড়সওয়ার এসে হাজির হলো। একটু পরই ধুলো উড়িয়ে ওর সঙ্গে এসে যোগ দিলো আরো দু'জন। অবাক বিস্ময়ে ওদের দেখছে ব্যাট। ব্যাটকে উপেক্ষা করে ওদের কাজ শুরু করে দিলো তিন ঘোড়সওয়ার। নদীর পাড় ধরে কিছুটা দক্ষিণ ঘেঁষে পুবদিকে এগিয়ে চললো গরুর পাল।

রিচিকে হুমকি দিতে আসা লোকদু'টো চার চোখে রাজ্যের বিস্ময় নিয়ে চেয়ে আছে। অপরিচিত ঘোড়সওয়ারদের দেখেও, নিজেদের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারছে না ওরা।

কোনোরকম গোলমাল ছাড়াই এগিয়ে চললো গরুর পাল। অরিগন থেকে এতোদূরে একবার আসায়, ট্রেইল ধরে চলতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে গরুগুলো। বিশালদেহী একটা দুরহাম গরুকে খেদিয়ে সামনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, বলা যায় ওটাই নেতৃত্ব দিচ্ছে এখন বাকিগুলোকে।

শেষ বিকেলে স্প্যানিশ ফর্ক থেকে বেশ কয়েক মাইল দূরে এসে পড়লো ওরা। হঠাৎ সামনে একটা হালকা ধোঁয়ার রেখা চোখে পড়লো। অচেনা ঘোড়সওয়ারদের একজন গরুগুলোকে সেদিকেই ঘুরিয়ে দিতে শুরু করলো।

অবাক হতেও যেন ভুলে গেছে ব্যাট। আগুনের কাছে কমসে-কম ষাট সত্তরটা ঘোড়া দেখা যাচ্ছে কোনো চাক ওয়াগন নেই, তার মানে কোনো ট্রেইল-ড্রাইভ ক্যাম্প হবে এটা। ঘুরে এসে অপেক্ষমাণ ব্যাটের সঙ্গে যোগ দিলো রিচি তারপর একসঙ্গে এগোলো আগুনের দিকে।

তীক্ষ্ণ চেহারার হালকা পাতলা একটা লোক বসে আছে আগুনের পাশে। কফি খাচ্ছে। 'রিচি?' জানতে চাইলো সে। 'আমি সেকান্দো। সব ঠিক আছে তো?'

'এরচেয়ে ভালো আর হয় না।'

'রাতে কোনো চিন্তা নেই, আমরাই পাহারা দিচ্ছি,' বললো সেকান্দো। 'সকালে অন্য লোক পেয়ে যাবে।'

'ধন্যবাদ।'

বাড়িয়ে ধরা সীম আর গরুর মাংসের প্লেটটা নিলো ব্যাট। রিচির দিকে চাইলো এক পলক। ইতিমধ্যে খাওয়া শুরু করে দিয়েছে রিচি। কাঁধ ঝাঁকিয়ে বিনা বাক্যব্যয়ে সেও অনুসরণ করলো রিচিকে।

কাছেই বয়ে যাচ্ছে নদী, স্বচ্ছ পানি বুকে নিয়ে। গাছপালাগুলো প্রায় জড়াজড়ি করে দাঁড়িয়ে আছে এখানে। ক্যাম্পের জায়গাটা ভালোই। উজ্জ্বল আগুনের শিখা আর কাঠপোড়া গন্ধ আলাদা একটা আমেজ এনে দিচ্ছে। চমৎকার হয়েছে কফিটা,

খাবারটা তো আরো ভালো।

একটু পর পর আগুনের পাশে এসে থামছে একজন ঘোড়-সওয়ার। এক কাপ কফি খাচ্ছে, তারপর চলে যাচ্ছে। পাহারা দিচ্ছে ওরা।

সকালে আবার যাত্রা শুরু হলো। কোত্থেকে কে জানে প্রায় দশ বারো জন ঘোড়সওয়ার এসে উপস্থিত। গরু সামলানোর ঢঙেই বোঝা যাচ্ছে এ কাজে কেউ কারো চেয়ে কম যায় না।

এভাবেই সামনে এগিয়ে চললো ওরা। ক্যাসল গেট পেছনে ফেলে এগিয়ে গেলো সামনে। পঞ্চম দিনের দিন দক্ষিণে ঘুরলো গরুর মিছিল।

মাঝে মধ্যে হঠাৎ এসে হাজির হচ্ছে একজন ঘোরসওয়ার। সংক্ষিপ্ত আলাপ করছে অন্যদের সঙ্গে। তারপরই দিক বদল করছে ওরা। প্রতিবারের দিক বদল পানির কাছে নিয়ে যাচ্ছে ওদের। যদিও খুব একটা বেশি পরিমাণ পানি মিলছে না কোথাও তবু কাজ হচ্ছে। কোনোখানে হয়তো বৃষ্টির পানি জমে পুকুর হয়ে আছে, কোথাও বা পাওয়া যাচ্ছে চোয়ানো পানির ঝরণা, আবার মাঝে মাঝে কোথাও নদীর গভীরে জমে থাকা পানিও মিলে যাচ্ছে।

একসময় রিচির পাশে এসে দাঁড়ালো ব্যাট। 'গরুগুলো তো সুস্থই আছে দেখছি,' বললো সে। 'কপালটা আমাদের ভালো, সিনর।'

'এবারের বৃষ্টিটাই বাঁচিয়েছে। আর তার আগের বৃষ্টিটা। এমনিতে এবার বসন্তেও বৃষ্টি হয়েছে। আবার শীতের বরফও এখনো পুরোপুরি গলে যায়নি। সেজন্যেই এতোটা সুবিধে পেয়ে গেছি

আমরা। তা না হলে এ পথে গরুর পালের কথা বাদ দাও, এক ডজন ঘোড়া খেদিয়ে নেয়াই অসম্ভব ব্যাপার।'

'বিশেষ করে,' শুষ্ক কণ্ঠে যোগ করলো ব্যাট, 'মাত্র দু'জন কাউ হ্যাণ্ডের পক্ষে।'

হাসলো রিচি। 'বন্ধু দরকার এজন্যেই।'

একটু ইতস্ততঃ করলো ব্যাট। তারপর বললো, 'আগেও আউট-ল ট্রেইলের কথা শুনেছি আমি···আচ্ছা, এটাই কি সেই ?'

'তারই অংশ এটা। দেশের ঠিক মধ্যিখান দিয়ে কানাডা থেকে ম্যাক্সিকোর দিকে চলে গেছে ট্রেইলটা। জায়গায় জায়গায় স্টেশনও আছে। যেমন ধরো, ওয়াইওমিঙ-এ আছে জ্যাকসন'স হোল, কলারাডো আর ইউটাহ-তে ব্রাউন'স হোল। ইউটাহ-তে রোবার'স রুস্ট বলে একটা জায়গাও আছে। ওদিকে অ্যারিজোনায় প্রেসকটের কাছে আছে হর্স থিফ ভ্যালি, আর টাকসনের পুবে সালফার স্প্রিংভ্যালি। নিউ মেক্সিকোতে একটা স্টেশন রয়েছে আলমার কাছে, আবার ল্যাণ্ডস্কির কাছাকাছি মন্টানায়ও একটা স্টেশন আছে, আর একটা আছে ক্রেজি মাউণ্টেনে।

'ধরো, মণ্টানায় কেউ একপাল গরু চুরি করলো। সে করবে কি, গরুগুলোকে খেদিয়ে সোজা অউট-ল ট্রেইলে নিয়ে আসবে। তারপর এক্জন পুরো পালটাকে ভাগিয়ে দেবে দক্ষিণে, অন্যরাও তাই করবে। ব্যাপারটা কি দাঁড়াচ্ছে তাহলে ? ট্রেইলের কেউই কিন্তু চুরি করছে না গরুগুলো, কেবল যার যার এলাকা থেকে তাড়িয়ে দিচ্ছে, আর কিছু না। যে লোকটা বিক্রি করছে সেই আসলে চোর, গরুগুলো শেষ পর্যন্ত বিক্রি হচ্ছে, অ্যারিজোনা, মেক্সিকো বা টেকসাসে, এই যা।'

গরুর পাল খেদানো লোকগুলোর দিকে ইঙ্গিত করলো রিচি। গরুগুলোকে ওরা নিজেদের এলাকা থেকে ভাগিয়ে দিচ্ছে—আর কিচ্ছু না। কাল বা পরশু হয়তো দেখবে, অন্য কেউ এসে পড়েছে। একটা বিরাট দলই হয়তো চলে আসতে পারে, কে জানে?'

সরে গেলো ব্যাট। গরুগুলোর দিকে তাকালো রিচি। ওর ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে এগুলোর ওপরেই। শুধু ওর নয়, যারা ওকে এ নতুন জীবন শুরুর সুযোগ দিয়েছে, নির্ভর করছে তাদের ভবিষ্যতও। সব কিছুই নির্ভর করছে গরুগুলো নিয়ে নিরাপদে গন্তব্যে পৌছুনোর ওপর···সবকিছু। কিছুতেই উদ্বেগ ঝেড়ে ফেলতে পারছে না রিচি। যাত্রাটা শুরু হয়েছে ভালো ভাবেই, এখন পর্যন্ত কোনো বিপদও হয়নি। কিন্তু তবুও, সবচেয়ে রুক্ষ শুষ্ক এলাকা তো এখনো রয়েই গেছে সামনে।

ওর সর্বস্ব বাঁধা পড়ে গেছে এই গরুগুলোর সঙ্গে। ব্যাংকে টাকা জমা আছে ওর, সত্যি কথা, বেশ কিছুদিন, অন্ততঃ বিক্রি করার মতো গরু না হওয়া পর্যন্ত, চলবেও। কিন্তু ও টাকাটা খুব বেশি কিছু না। এরকম একটা মওকা আর জীবনেও মিলবে না।

কেবল যে নিজের কথাই ভাবছে রিচি, তা নয়। রকদের কথাও ভাবছে। ওরাই তো এরকম একটা সুযোগ গ্রহণ করার সামর্থ্য দিয়েছে ওকে। সব মানুষেরই ভুল ভ্রান্তি থাকে, রিচিরও আছে, ওদেরও হয়তো ভুল হয়েছে। তাই বলে খারাপ মানুষ তো নয় ওরা। তাছাড়া পালিয়ে বেড়ানোর দিনও শেষ হয়ে এসেছে ওদের। আর কতোদিন? এবার একটা জায়গা লাগবে ওদের, নিজেদের একটা ঘর।

সব মানুষের মনের গভীরেই একটা স্বপ্ন থাকে—নিজস্ব একটা

জায়গা—দৈনন্দিন জীবনের কোলাহল থেকে দূরে একটা আশ্রয়ের স্বপ্ন।...

এই সব নানা কথা ভাবছে রিচি। একজন ঘোড়সওয়ার ওর কাছাকাছি এসে লাগাম টেনে ঘোড়া থামালো। ভাবনায় ছেদ পড়লো ওর।

'আমাদের যে মাংস দরকার,' বললো লোকটা। 'একটা গরু নেবো?'

হেসে ফেললো রিচি। 'কখনো বলে নাও নাকি?'

ঘোড়া ঘুরিয়ে সরে যেতে শুরু করলো ঘোড়সওয়ার। রিচি দেখলো একটা হাত নেই লোকটার। হাসি হাসি মুখে ওর দিকে একবার তাকালো লোকটা। 'নাহ্,' হাসতে হাসতেই বললো, 'খুব একটা না।'

নয়

দিনের পর দিন ধুলোর মেঘ উড়িয়ে দক্ষিণে এগিয়ে চললো গরুর পাল। ডার্টি ডেভিল পেরিয়ে, পুরো চল্লিশ মাইল মরুভূমি পেছনে ফেলে এগোলো হেনরী পর্বতমালার আকাশ ছোঁয়া পাঁচ-টি চূড়ার দিকে।

মেইডেন ওয়াটার স্যাণ্ডস্ পেরিয়ে ট্রেসাইটের দীর্ঘ গিরিখাত

হয়ে অবশেষে কলারাডোর ডাণ্ডিক্রসিং-এর কাছে পৌছুলো গরু-গুলো।

রেলর্ড রিচি আর রক বেনন গরুগুলোকে ক্রসিং এর দিকে ঘুরিয়ে দিচ্ছিলো, কোত্থেকে যেন কাস হাইট এসে হাজির হলো। ওদের সঙ্গে দেখা করতে।

'আরে, কাস যে।' বললো রিচি। 'এদিকে কেউ আসে টাসে-নি তো?'

কাছে এসে দাঁড়ালো হাইট। পাহাড়ী এলাকায় সামান্য শব্দই অনেক দুর অবধি শোনা যায়, তাই নিচু স্বরে বললো, 'ভালো করেই তো জানো এদিক কেউ আসে না,' খুশি খুশি গলা, 'এদিকে এটাই সবচে' নির্জন জায়গা। ধারে কাছে তোমার র‍্যাঞ্চটা ছাড়া আর কিছু আছে নাকি।

'ও হ্যাঁ, ভালো কথা, ওধারে মেসার ওপর বাইনাকুলার হাতে একটা লোক বসে আছে। কারো ওপর নজর রাখছে বোধহয়। তোমার ওপরেই কিনা কে জানে। তুমি রওয়ানা দেবার পরপরই কিন্তু হাজির হয়েছে ব্যাটা। এখনো ওখানেই আছে শালা।'

কলারাডো নদী ইংরেজি হরফ 'সি'-এর মতো বিরাট একটা বাঁক নিয়েছে এখানে। এই 'সি'-এর ঠিক পিঠের ওপরেই পুব-পাশে ডাণ্ডি ক্রসিং। আর 'সি'-এর পেটের ভেতরেই আছে মেসাটা, প্রায় হাজার খানেক ফুট উঁচু।

সঙ্গে গ্লাস থাকলে ওখান থেকে যে কেউ ক্রসিংসুদ্ধ পুরো ট্রেসাইট ক্যানিয়নের ওপর অনায়াসেই নজর রাখতে পারবে।

'কি মনে হয়, রিচি?' জিজ্ঞেস করলো রক।

'তোমার জন্যেও তো বসে থাকতে পারে কেউ।'

'তেমন হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি।'

'তাহলে তো তোমার এখনই চলে যাওয়া উচিত, রক। ওখানে সত্যি সত্যি টিকটিকি থেকে থাকলে বিপদে পড়ে যাবে শেষে। উজান কি ভাটি—কোনো দিকেই নদী পেরোবার আর কোনো ব্যবস্থা নেই। ওরা যদি তোমাদের জন্যেই অপেক্ষা করে থাকে, তাহলে পালানোর কোনো সুযোগই আর পাবে না।'

'তুমি নদী পেরুনো শুরু না করা পর্যন্ত আছি আমরা। তারপর সব দায় দায়িত্ব তোমার।'

'রিচি,' পরামর্শ দিলো হাইট, 'দরকার হলে বলো, দু'জন লোক আছে আমার হাতে। আমার কাছে ঋণী হয়ে আছে ওরা। তোমার ওখানে যেতে বললে না করতে পারবে না।'

'পাঠিয়ে দাও। দিন তিনেক ওদের রাখবো আমি। অবশ্য কাজ জানে দেখলে হয়তো রেখেই দেবো। আর,' যোগ করলো রিচি, 'ভালো লোকের খোঁজ পেলে জানিও, আরো অন্ততঃ দু'জন ফুলটাইম লোকের দরকার হবে।'

'নাহ্, আমি বরং চলেই যাই, রিচি,' বললো রক। 'তুমি নদী পেরুনোর আগেই পাহাড়ের আড়ালে অনেক দূরে চলে যাবো। কেউ পিছু ধাওয়া করলেও, ধুলো মাটি খেয়ে ভূত হতে হবে শালাদের।'

•

গরুর পাল নিয়ে ফেরার পর দু'দুটি সপ্তাহ দম ফেলার ফুরসত পেলো ওরা। গরুগুলো বেসিনে নেয়ার পরপরই ব্রাণ্ডিং-এর কাজ শুরু করে দিলো রিচি। স্প্যানিশ ফর্ক ছাড়ার আগে ব্র্যাণ্ডিং করার সময়ই ছিলো না।

ব্র্যাণ্ডিং-এর আগুনের গন্ধে ভারি হয়ে উঠলো চারদিকের বাতাস। তার সঙ্গে পোড়া লোমের উৎকট গন্ধ আর সেকি ধুলো। তারা জ্বলা রাতটুকুতে যা বিশ্রাম। হালকা হাওয়ায় ভেসে আসা সিডার আর সেজের মাতাল করা গন্ধে প্রাণ জুড়িয়ে যায় তখন।

ব্র্যাণ্ডিং-এর কাজটা অসম্ভব খাটুনির। গরমের কথা না বলাই ভালো। কিন্তু আশ্চর্য, খাটতেও জানে ব্যাট। ওর কাজের গতি যেমন দ্রুত, বাঁধা ছাঁদার বেলায়ও তেমনি ওস্তাদ। আর ঘোড়া ছোটানোতে তো জুড়ি নেই। বব স্পিংগারও কম যায় না। সমস্ত নৈপুণ্য ঢেলে কাজ করছে সেও। কিন্তু তারপরও কাজ এগোচ্ছে খুবই ধীর গতিতে।

তৃতীয় সপ্তাহ'র প্রথমদিন। ঘোড়া ছুটিয়ে রিচির কাছে এলো ব্যাট। 'ঘোড়ায় চড়ে কে যেন আসছে, সিনর। চিনলাম না।'

আগুনের কাছ থেকে মাথা তুলে চাইলো রিচি। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে হাতের পিঠে মুখ মুছলো। তারপর হাত বাড়িয়ে দিলো সিক্স-শুটারের দিকে।

এগিয়ে আসছে ঘোড়সওয়ার। একটা ডুন ঘোড়ার পিঠে বসে আছে পেছনে পেছনে আসছে দু'টো মালবাহী ঘোড়া, দুটোই ভালো জাতের। লোকটা বেশ লম্বা, পরনে বাকস্কিনের শার্ট, মাথায় পুরোনো ধুলি মলি টুপি। আগুনের পাশে এসে লাগাম টেনে ঘোড়া থামালো সে। 'রিচি? ডাণ্ডি ক্রসিং-এ কাস হাইটের কাছে শুনলাম, তোমার নাকি লোক দরকার।'

'ঘোড়ায় চড়া আর ল্যাসো ছোঁড়া জানলে লেগে পড়ো। মাসে তিরিশ ডলার পাবে।'

জিন থেকে নেমে দাঁড়ালো লোকটা। লম্বায় ইঞ্চি দুয়েক

ছাড়িয়ে গেলো রিচিকে। তারপর আগুনের পাশে আসন পেতে বসলো। হাতে তুলে নিলো কফির কাপ। 'কফিটা খেয়েই কাজে লেগে পড়ছি,' বললো সে। 'আমি টিম স্যাবার।'

ঘুরে দাঁড়াতে যাচ্ছিলো রিচি। চমকে কাঁধের ওপর দিয়ে তাকালো ও। 'স্যাবার? গানফাইটার টেল স্যাবার কেউ হয় তোমার?'

'ভাই।'

'আচ্ছা! অনেক শুনেছি ওর কথা···যাক, ভালোই হলো।'

এক সঙ্গে কাজে ঝাঁপিয়ে পড়লো ওরা। ব্যাট আর বব এক-জোট হয়ে কাজ করছে। স্যাবার রয়েছে রিচির সঙ্গে। তড়িৎ-গতিতে কাজ করতে পারে নবাগত লোকটা। ল্যাসো ছোঁড়ায় দক্ষ, তিন তিনটে দুরন্ত ঘোড়ার মালিক।

ঠিক ভোর তিনটেয় দুর্দান্ত শীতে কাঁপতে কাঁপতে ঘুম থেকে উঠে গোগ্রাসে নাস্তাটা সেরেই কাজে নেমে পড়ে ওরা। তার-পর সারাদিন কোনো বিরতি নেই। হাতে কেবল দড়ি আর গরু। সান রাফায়েল স্যুয়েল থেকে একদল চোর বেশ কিছু ঘোড়া নিয়ে এসেছিলো। ফলে রিচির কোরালে ঘোড়ার সংখ্যা এখন প্রায় ছেষট্টিতে এসে দাঁড়িয়েছে। প্রতিটি ঘোড়াই কাজে লাগছে। ওদের চারজনের দিনে তিন থেকে চারটে ঘোড়ার দরকার হচ্ছে। নিয়ম অনুযায়ী সবগুলো ঘোড়ার ওজনই হাজার থেকে হাজার দেড়শো পাউণ্ডের কাছাকাছি। টেকসাসের ঘোড়ার থেকেও দ্রুত ছুটতে পারে এগুলো, এদের খুরও বেশ শক্ত।

যখনই ঘোড়ার পায়ে নাল পরানোর দরকার হচ্ছে, নিজেরাই

দ্রুত করে নিচ্ছে ওরা, সময় নষ্ট করছে না এক সেকেণ্ডও। অনেক ক'টা গরু জমা হয়ে গেলে তখন দু'জন মিলে একটা করে গরু বেঁধে নিচ্ছে, আর অন্য দু'জন উত্তপ্ত লোহার ছাপ মেরে দিচ্ছে।

দু'বার রেঞ্জে অন্যের ট্র্যাক দেখতে পেলো রিচি। একবার বাই-নাকুলারের কাঁচে সূর্যের প্রতিফলনও চোখে পড়লো ওর। বেসিনকে আড়াল করে দাঁড়িয়ে থাকা বাট-এর ওপর থেকে কেউ নজর রাখছে ওদের ওপর।

প্রতিদিন ক্লান্ত অবসন্ন দেহে ক্যাম্পে ফিরে আসছে ওরা, মাল-ভূমির ওপর র‍্যাঞ্চ হাউজে ফেরা হচ্ছে না। বেসিনের কাছেই সিডার গাছের নিচে কেটে যাচ্ছে রাত।

রাত নেমেছে রিমরকে একটু আগে। ঘোড়া ছুটিয়ে শহরে ফিরে এলো পল স্টার্ক। সোজা সিম্পসনের সেলুনের সামনে গিয়ে ঘোড়া থামালো। লাফিয়ে নেমে এলো জিন থেকে। রাস্তার উল্টো দিকে অফিসের দরজায় তালা দিচ্ছিলো রবার্ট ম্যাকফারসন। খুরের শব্দে চোখ তুলে তাকালো। ঘোড়া থেকে নামতে দেখলো পল স্টার্ককে।

বেশ কয়েক সপ্তাহ শহরে দেখা যায়নি এই লোকটাকে। ক্লান্ত দেখাচ্ছে তাকে, ঘোড়াটার অবস্থাও তথৈবচ। ছায়ায় দাঁড়িয়ে স্টার্কের ওপর নজর রাখতে লাগলো ম্যাকফারসন।

সেলুনের কাঠের বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালো স্টার্ক। দরজা খুলে বেরিয়ে এলো সিম্পসন।

মুহূর্তমাত্র সময় নষ্ট করলো না স্টার্ক, বললো, 'রিচি ফিরেছে। সাদা-মুখো সহ কয়েক জাতের গরুর একটা বিরাট পাল নিয়ে

এসেছে। এরই মধ্যে অর্ধেক গরুর ব্র্যাণ্ডিং-ও হয়ে গেছে। রিচি ছাড়াও আরো তিন জন কাজ করছে ওখানে, ব্যাট, বব আর আরেকজন কে যেন, চিনি না। প্রায় সারাক্ষণই একসঙ্গে কাজ করছে সবাই। আমার মনে হয় এখনই সময়।'

পকেট থেকে একমুঠো স্বর্ণমুদ্রা বের করে স্টার্ককে দিলো সিম্পসন। বললো, 'দারুণ কাজ দেখিয়েছো। যাও এবার বিশ্রাম নাওগে।'

অদূরে রাস্তার ওপরে আরেকটা দোকানের আড়ালে নড়াচড়ার আভাস পেয়ে তীক্ষ্ণ চোখে সেদিকে তাকালো ম্যাকফারসন। বিশালদেহী একটা লোক সেখানে পায়চারী করছে। কথা শেষ করে স্টার্ক আস্তাবলের দিকে পা বাড়াতেই ছায়া ফুঁড়ে বেরিয়ে এলো সে। এগোলো রেস্তোরাঁর দিকে। শেরিফ গ্লেন লারসেন।

রবার্ট ম্যাকফারসন কিংবা শেরিফ গ্লেন লারসেন কেউ শোনেনি পলস্টার্ক কি বলেছে, শোনার উপায়ও ছিলো না। তবে সিম্পসন যে তার কথা শুনতে ব্যাকুল হয়ে ছিলো, বুঝতে অসুবিধে হয়নি কারোরই।

হাঁটতে হাঁটতে রেস্তোরাঁয় গিয়ে ঢুকলো ম্যাকফারসন। যোগ দিলো লারসেনের সঙ্গে। 'স্টার্ক ফিরেছে দেখলাম।'

'হ্যাঁ, আমিও দেখেছি।'

'কিসের যেন গন্ধ পাচ্ছি। কিন্তু কি? কি ঘটতে যাচ্ছে?'

'হয়তো···হয়তো কিছুই না। কি জানি।'

মুখ খুলতে না চাইলে হাজার চেষ্টা করেও লারসেনের মুখ থেকে কথা বের করা যাবে না, জানে ম্যাকফারসন। তাই আর চাপাচাপি করলো না। রেস্তোরাঁর চারদিকে চোখ বুলালো।

'রিচি ছেলেটাকেও শহরে দেখা যাচ্ছে না বেশ কিছুদিন।'

'হ্যাঁ, খেয়াল করেছি।'

এই সময় দরজা খুলে দাঁড়ালো ড্যান সোমার্স। লরা ঢুকলো প্রথমে, পিছু পিছু ড্যান। এক আধজনের সঙ্গে কথা বললো সে। দ্রুত চারদিকে লরার চোখ বুলানো লক্ষ্য করলো ম্যাকফারসন। হতাশার ছায়া পড়লো মেয়েটার চোখে।

'আরো একজন ও, বুঝলে,' লারসেনের উদ্দেশে মন্তব্য করলো ম্যাকফারসন, 'আমাদের রিচির অভাব খুব অনুভব করছে।'

জবাব দিলো না লারসেন। শেরিফের দৃষ্টি অনুসরণ করে তাকালো ম্যাকফারসন। স্টার্ক। লরার দিকে চেয়ে আছে। দৃষ্টিতে ঝরে পড়ছে লালসা।

ড্যান সোমার্স চোখ তুলতেই দৃষ্টি সরিয়ে নিলো স্টার্ক। কিন্তু ফাঁকি দিতে পারলো না ড্যানের চোখকে। রাগে লাল হয়ে গেলো তার চেহারা। লরা নিচু গলায় কিছু একটা বলতেই সামলে নিলো ও নিজেকে।

মনে মনে পরিস্থিতিটা যাচাই করে দেখলো ম্যাকফারসন। অস্বস্তিকর। ভালো লাগলো না ওর কাছে। খবরের ব্যাপারেই আগ্রহী ম্যাক, কিন্তু কেন যেন মনে হচ্ছে, সুখবর বয়ে আনছে না চারদিকের হাওয়া। অনেক প্যাঁচ, অনেক সুতো দেখা যাচ্ছে, খুব প্রিয় কোনো আপনজনই বিপদে পড়তে যাচ্ছে...হয়তো।

যাপাতা এসে ঢুকলো। সোজা এগিয়ে গেলো সোমার্সের টেবিলের দিকে। একটা চেয়ার টেনে বসে পড়লো। এই বিশাল-দেহী মেক্সিকান সোমার্স পরিবারের একজন সদস্যের মতোই অনেকদিন ধরে আছে ওদের সঙ্গে। লরার জন্মেরও বহু আগে

থেকে কাজ করছে সে। নিজেকে লরার অভিভাবক হিসেবেই কল্পনা করে যাপাতা, অজানা নেই কারো।

সোমার্স কি যেন বললো যাপাতাকে। প্রতিবাদ করলো লরা। মাথা তুলে চাইলো যাপাতা। চোখাচোখি হলো ঘরের অন্য প্রান্তে বসা পল স্টার্কের সঙ্গে। সূক্ষ্ম একটা বিদ্রূপের হাসি খেলে গেলো গানম্যানের ঠোঁটে। চোখ সরিয়ে নিলো সে।

স্টার্কের হঠাৎ বদলে যাওয়ায় অবাক হয়ে গেছে ম্যাকফারসন। বেশ অনেক দিন ধরেই শহরে আছে লোকটা। কিন্তু এতোদিন সতর্কতার সঙ্গে ইচ্ছে করেই এড়িয়ে গেছে সবাইকে। বিনা দরকারে সিম্পসনের সেলুন থেকে নড়েনি পর্যন্ত। অথচ এখন দেখা যাচ্ছে, হাতে ধরেই গোলমাল বাধাতে চাইছে যেন লোকটা।

পল স্টার্কের আচরণ, ড্যান সোমার্সের বিপদের সম্ভাবনা, আর শহরের ভেতর দিনে রাতে রহস্যময় ঘোড়সওয়ারের উপস্থিতি উদ্বিগ্ন করে তুলেছে ম্যাকফারসনকে। বন্ধুবৎসল লোক ম্যাক, রিমরকের সবাইকেই বন্ধু হিসাবে দেখে ও। সেজন্যেই ওর উদ্বেগ আরো বেড়ে যাচ্ছে।

শান্ত, খুশি খুশি চেহারার আড়ালে লারসেনও উদ্বিগ্ন, বুঝতে মোটেই অসুবিধে হচ্ছে না। আসলে উদ্বিগ্ন না, লারসেনের অবস্থা আরো খারাপ। রাতের ঘুম পর্যন্ত হারাম হয়ে গেছে তার। এমন একটা সন্ধ্যা নেই যেদিন কোনো না কোনো সেলুন বা রেস্তোরাঁয় পা ফেলছে না লারসেন। ড্যান সোমার্স শহরে এলেই আশেপাশে থাকছে সে। কাউকে বলছে না কিছু, কেবল সতর্ক দৃষ্টি রাখছে।

বেশ ক'দিন পর। অফিসে কাগজের কাজে ব্যস্ত ম্যাকফারসন। হঠাৎ একটা ছায়া পড়লো জানালায়, তারপর দরজা খুলে ভেতরে ঢুকলো রিচি।

এক কপি কাগজ কিনে কিছুক্ষণ কথাবার্তা বললো। তারপর বেরিয়ে গেলো। পরের ঘটনাটা বেশ কৌতূহলী করে তুললো ম্যাকফারসনকে। প্যাট্রিসিয়া ওলসন এগিয়ে আসছে দেখে দাঁড়িয়ে পড়েছিলো কিন্তু রিচিকে পাত্তাই দিলো না সে। সামনে চোখ রেখে সোজা এগিয়ে গেলো।

কথা বলতে মুখ খুলেছিলো রিচি, খোলাই রইলো। অপমানে চেহারা লাল হয়ে গেলো ওর। হাতের কাগজটা রাগে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে গোল করে ফেললো। তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে গটগট করে এগিয়ে গেলো রেস্তোরাঁর দিকে।

চোখের সামনে রাখা কাগজটার দিকে চেয়ে একটু ইতস্ততঃ করলো ম্যাকফারসন। দ্রুত হাতে 'আইশেড' আর অ্যাপ্রোন খুলে ফেললো ও। কাগজের কাজ পরে করলেও চলবে, একটা খবরের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে যেন। তাড়াহুড়ো করে গায়ে কোট চাপাতে চাপাতে রাস্তায় নেমে এলো সে।

'ঠিক সময়েই বেরিয়েছে ম্যাক। রিচির পথ আগলে দাঁড়িয়ে আছে শেরিক লারসেন। সেদিকেই পা বাড়ালো ও। দু'জনের কথাবার্তার টুকরো অংশ কানে এলো।

'গরু কিনেছো তুমি ?

'হাঁ...সাদামুখো ?'

'এদিকে তো ধরতে গেলে ও জাতের গরু নেইই।'

'তা ঠিক।'

'কিনেছো যে রসিদ আছে তো?'

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে শেরিফের দিকে চাইলো রিচি। 'নিশ্চয়ই…কি বলতে চাইছেন?'

'র‍্যাঞ্চে গেলে রসিদ দেখাতে পারবে?'

মেজাজ বিগড়ে যাচ্ছে, বুঝতে পারছে রিচি। 'যে-কোনো সময় শেরিফ, ইচ্ছে করলেই গিয়ে দেখে আসতে পারেন।'

ঝট করে ঘুরে দাঁড়ালো রিচি। ঘুরতেই চোখ পড়লো সোজা ল্যামপোর্টের ওপর। সেলুনের সামনে একটা বেঞ্চে বসে আছে। চোখাচোখি হতেই আস্তে করে অর্থপূর্ণ ভাবে চোখ টিপলো সে।

রাগে সারা শরীর রিরি করে উঠলো রিচির। নিজেকে সামলে নিলো ও। এগোলো আবার রেস্তোরাঁর দিকে। এবার সিম্পসন এসে বাধা দিলো। 'আমার সঙ্গে এসো,' বললো সে। 'দেখি কি করা যায়।'

দাঁড়িয়ে পড়লো রিচি। 'কি করা যায় মানে? আপনি কি করবেন?'

কাঁধ ঝাঁকালো সিম্পসন। 'আমার কিন্তু একদম বিশ্বাস হয়নি কথাটা। কিন্তু সবাই বলাবলি করছে দেখছি। সোমার্সের গরু নাকি চুরি হয়ে যাচ্ছে, সেজন্যে তোমাকেই দায়ী করছে সে।'

'ধুত্তোর সোমার্স।' সিম্পসনকে পাশ কাটিয়ে ঝড়ের বেগে রেস্তোরাঁয় ঢুকে পড়লো রিচি।

প্রায় খালিই বলা যায় রেস্তোরাঁটাকে খাবার অর্ডার নিয়ে নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে চলে গেলো একটা মেয়ে, হাসলো না পর্যন্ত। একটু পরেই খাবার নিয়ে ফিরে এলো সে। সেই একই চেহারা। থালাটা প্রায় আছড়ে ফেললো টেবিলের ওপর।

রাগের চোটে দাঁড়িয়ে পড়ছিলো রিচি। কিন্তু অসহ্য ঠেকেছে খিদেটা। সারা শহরে খাওয়ার মতো আরেকটা জায়গাও নেই। নিজেকে সামলে নিয়ে আবার বসে পড়লো ও। খাওয়া শুরু করলো। এই সময় ম্যাকফারসন এসে ঢুকলো রেস্তোরাঁয়।

'বসলে আপত্তি আছে?'

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে চোখ তুলে চাইলো রিচি। 'আপনি আসায় ভালোই হলো। সবাই যা করছে আমার সঙ্গে। কে জানে, ভাবছিলাম আপনিও ওদের দলে চলে গেলেন কিনা।'

'দেখাই যাক। নিজের খাবার অর্ডার দিয়ে হেলান দিয়ে বসলো ম্যাকফারসন। পাইপ ধরালো। 'গরু চুরি হয়ে যাচ্ছে সোমার্সের।'

'তাই আমাকে চোর ঠাউরে বসে আছে সে?' তিক্ত কণ্ঠে বললো রিচি। 'আমার কি গরুর কোনো অভাব আছে নাকি যে তারটা চুরি করতে যাবো?'

'আর কারই বা চুরি করার সাহস হবে বলো?' মৃদু কণ্ঠে জানতে চাইলো ম্যাকফারসন। 'আশেপাশে কারোরই এ জাতের গরু নেই। তুমি কোত্থেকে পেলে বুঝতে পারছে না কেউ।'

'কেন স্প্যানিশ ফর্ক থেকে কিনেছি।'

কাঁধ ঝাঁকালো ম্যাকফারসন। 'দেখো, ভুল বুঝো না। এসব আমার কথা না। আমিই তো গরুগুলোর খবর দিলাম তোমাকে, তাই না? কিন্তু কেউ কেউ বলছে, ওখানে নাকি ওরকম কোনো গরুর পাল কোনো কালেই ছিলো না। থাকলেও সেগুলো এখানে নিয়ে আসা নাকি এক কথায় অসম্ভব।'

আউট-ল ট্রেইল দিয়ে গরুগুলো এনেছে রিচি। এ ট্রেইলটার

অস্তিত্ব ধরতে গেলে জানে না কেউই। গরুগুলোকে যারা তাড়িয়ে এনেছে, তারা আবার আউট-ল। তার মানে সাক্ষি দেবার কেউ নেই।

'ডাক্তার ফ্রিম্যানের ভাইপোর কাছ থেকেই কিনেছি গরু-গুলো—এখানেই তো থাকেন উনি।'

তীক্ষ্ণ হোলো ম্যাকফারসনের দৃষ্টি। 'আর কাউকে বলনি তো কথাটা? না বলে থাকলে বোলো না। সপ্তাহ দুয়েক আগে ট্রেইলের পাশে লাশ পাওয়া গেছে ডুড ফ্রিম্যানের। গুলি করে মারা হয়েছে তাকে, সঙ্গে টাকাপয়সা যা ছিলো সব নিয়ে গেছে খুনিরা।'

শুনেই সমস্ত খিদে উবে গেলো রিচির। শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো থালার দিকে। হঠাৎ প্রচণ্ড হতাশা এসে গ্রাস করলো ওকে। আর কি কোনো উপায়ই নেই? এখানেই শেষ হয়ে যাবে সব আশা ভরসার?

'আমি খুন করিনি। গরুগুলো আমি তার কাছ থেকে নগদ টাকায় কিনেছি। রসিদ আছে আমার কাছে। সোনার মুদ্রা দিয়েছি ওকে।'

'ডাক্তার অনেক আদর করতো ছেলেটাকে। খুনিকে ধরার জন্যে এখন প্রায় উন্মাদ হয়ে গেছে সে।'

'খুনিরা নিশ্চয়ই ধরা পড়বে।' হেলান দিয়ে বসলো রিচি। ভাবতে চাইছে।

এখানে, এই দেশে আগন্তুক ও। কোনো বন্ধু নেই। বলবার মতো কোনো অতীত নেই, কোনো পরিচয় নেই। এমন কেউ নেই যে ওর পক্ষে সাক্ষি দেবে। ওর সব বন্ধুরাই আউট-ল। জনারণ্যে আসার উপায় নেই ওদের। আর এলেও কে বিশ্বাস করবে

ওদের কথা ?

'খেয়ে নাও তো,' পরামর্শ দিলো ম্যাকফারসন, 'উপোষ থাকলে তো আর সমস্যা মিটে যাচ্ছে না।'

যেখানে দুজন কি তিনজন ঘোড়সওয়ারের প্রয়োজনীয় পানি খুঁজে পাওয়াই দুষ্কর, সেই রুক্ষ, শুষ্ক জায়গা দিয়ে হাজার হাজার গরু নিয়ে এসেছে ও, বিশ্বাসই করবে না কেউ—উল্টো হেসে উড়িয়ে দেবে। খুব কম লোকই জায়গাটা সম্পর্কে ধারণা রাখে, জায়গাটা চেনে। কিন্তু তারা দেখা দেবে না কিছুতেই।

অসুস্থ বোধ করছে রিচি। অসহায় ভাবে তাকাচ্ছে চারদিকে। এখনই সব ছেড়ে-ছুঁড়ে পালাবে ? ঘোড়া ছুটিয়ে ডাণ্ডি ক্রসিং-এ গিয়ে সাঁতরে কলারাডো পেরিয়ে উধাও হয়ে যাবে আউট-ল আস্তানায় ? এমন কোনো রাত নেই বোধহয়, দলের সবাই অবচেতন মনে ওর ফিরে যাবার কথা ভাবেনি। একজন আউট-ল-র পক্ষে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসা আসলেই কঠিন।

কিন্তু না, এখন নিজের একপাল গরু আছে ওর, র‍্যাঞ্চ আছে—একটা বাড়ি হয়েছে। এসব ছেড়ে পালাবে না ও—কিছুতেই না।

'কেউ খুঁজলে বলবেন,' বললো রিচি, 'দূরে যাওয়ার দরকার নেই, সুইট অ্যালিস মাউণ্টেন বা এখানে রিমরকেই পাওয়া যাবে আমাকে। কথা বলতে চাইলে, কোনো আপত্তি নেই, ভদ্র ব্যবহারই পাবে। কিন্তু যদি গোলমাল বাধাতে চায়, বাপের নাম ভুলিয়ে ছেড়ে দেবো, এ কথাটাও বলে দেবেন।'

স্নেহ ঝড়ে পড়লো ম্যাকফারসনের চোখে। 'এই তো ভালো ছেলের মতো কথা,' শান্ত কণ্ঠে বললো সে। 'লেগে থাকো, আমিও আছি তোমার সঙ্গে— যদ্দূর পারা যায়।'

দশ

ঠোঁটের ফাঁকে সিগার ঝুলছে। বিরামহীন ভাবে ঘুরেই চলেছে ওটা। হাসি হাসি চেহারা। ভাবছে সিম্পসন। পুরো পরিস্থিতি ওর নিয়ন্ত্রণে। পরিকল্পনা মতো কাজ এগোচ্ছে। ব্লুজ-এর গোপন আস্তানা থেকে অকস্মাৎ সোমার্সের গরুর পালে হামলা চালিয়েছিলো ওর লোকজন। প্রথমবার অল্প ক'টি গরু চুরি করেই সটকে পড়ে ওরা অস্পষ্ট একটা ট্রেইল ধরে ব্রোকেন ক্যানিয়নের দিকে। ট্রেইলটা পেরুলেই সুইট অ্যালিস মাউন্টেন।

কয়েক রাত পরেই আবারো হামলা চালিয়েছে ওরা। নিয়ে গেছে 'হাফ বক্সড্-ও' র‍্যাঞ্চের অনেকগুলো গরু। সোমার্সের গরু তো আছেই। সাদামুখো গরু সংক্রান্ত সমস্ত গুজবের হোতা আর কেউ নয়, সিম্পসন। সোমার্স না বেচলে এ জাতের গরু পেলো কোথায় রেন্ডর্ড রিচি? নিশ্চয়ই চুরি করেছে। আর এতোই যদি ভালো লোক হবে সে, ওরকম নির্জন একটা জায়গা বেছে নেবে কেন থাকবার জন্যে?

সিম্পসন ভালো করেই জানে, কথা বলতে দারুণ পছন্দ করে মানুষ। শোনা কথা অন্যকে না বলা পর্যন্ত স্বস্তি পায় না। প্রতি

দশজনের মধ্যে অন্ততঃ নয়জন জেনে হোক না জেনে হোক শোনা কথার পুনরাবৃত্তি তো করবেই—সেই সঙ্গে নিজস্ব কিছু রচনাও যোগ করে দেবে। সৃষ্টি হবে গুজবের। আর গুজব থেকেই জন্ম সব গণ্ডগোলের। এই যে প্যাট্রিসিয়া ওসলনের আচরণে পরিবর্তন, লারসেনের জেরা, আর ম্যাকফারসনের সমবেদনা-সহানুভূতি—সবই জন্ম নিয়েছে সিম্পসনের ছড়ানো গুজব থেকেই, আর কিছু না।

একটা মহা হাঙ্গামা বাধানোর ফন্দি আঁটছে সিম্পসন, গরুর হাঙ্গামা। তাহলে কেবল ড্যান সোমার্সের ওপরেই প্রতিশোধ নেয়া যাবে না, এর ফল হবে আরো সুদূর প্রসারী। অথচ কেউই সন্দেহ করবে না ওকে। বুঝতেও পারবে না এর পেছনে ওর হাত আছে। কারণ—বাহ্যতঃ—সবাই জানবে, এ ব্যাপারে ওর কোনো স্বার্থই ছিলো না।

রিচি ছেলেটা অল্প বয়সী, সামান্য ব্যাপারেই মাথা গরম করে ফেলে। আর ড্যান সোমার্স? লোকটা একে তো, একগুঁয়ে তার ওপর আবার অসম্ভব বদমেজাজী। এই দু'জনের মধ্যে একটা গানফাইট দেখতে চাইছে সিম্পসন। কে জিতলো না জিতলো তাতে কিছুই যায় আসে না। কিন্তু একটা কথা জানা নেই সিম্পসনের, পিস্তলে রিচির নৈপুণ্য।

রাতটা শহরেই কাটাবে ভেবেছিলো রেলর্ড রিচি। কিন্তু মত পাল্টালো ও। মালবাহী দুটো ঘোড়া নিয়ে রওয়ানা হলো র‍্যাঞ্চের উদ্দেশ্যে। অল্পদূর ব্যবধানে ওকে অনুসরণ করলো ল্যামপোর্ট। সিম্পসনের ফন্দি না বোঝার মতো বোকা নয় সে। পুরো ব্যাপারটা

যে শেষমেষ একটা গানফাইটে পরিণত হবে, পরিষ্কার বুঝতে পারছে ল্যামপোর্ট। গানম্যান ল্যামপোর্ট জানে, গানফাইটে কাউকে না কাউকে মরতেই হবে। কিন্তু কে মরবে বলার কোনো উপায় নেই। গুলি কোনো বাছবিচার করে ঢোকে না। কিন্তু এই বয়সে গুলি খেয়ে মরার কোনো খায়েশ নেই তার। কিছু টাকা জোগাড় করে চোখের পলকে চম্পট দেয়াই এখন একমাত্র চিন্তা তার।

টাকাটা রেকর্ড রিচির কাছ থেকেই আদায় করার কথা ভাবছে সে।

উঠোনে ঢুকেই রিচি দেখলো খাঁ খাঁ করছে র‍্যাঞ্চ। কেউ নেই। ঘরে ঢুকে টেবিলের ওপর একটা চিরকুট পেলো ও। স্টক ব্র্যাণ্ড করতে বেসিনে গেছে ওরা তিনজন। এখনো ফেরেনি।

বাইরে এলো রিচি। ঘোড়ার পিঠ থেকে রসদ নামিয়ে ঘোড়াগুলোকে কোরালে বেঁধে রেখে এলো। তারপর রিমরকে কেনা জিনিস-পত্র ঘরে এনে তাকে তুলে রাখতে শুরু করলো। এসবের ভেতর পাঁচশো রাউণ্ড গুলিও রয়েছে। অর্ডার দেয়ার সময় দোকানদারের বিস্ময়ে হাঁ হয়ে যাওয়া মুখটা মনে পড়তেই হেসে ফেললো ও।

'পাঁচশো রাউণ্ড! বলো কি! যুদ্ধ করতে যাচ্ছো নাকি?'

'কেউ এসে নিরাশ হয়ে ফিরে যাবে, ভাবতেই খারাপ লাগে,' জবাবে বলেছিলো রিচি, 'সেজন্যেই। ফাঁসি দিতে গিয়ে দেখলে দড়িই নেই, খারাপ লাগবে না?'

উঠোন থেকে ঘোড়ার খুরের শব্দ ভেসে এলো। দ্রুত দরজার

দিকে এগোলো রিচি। ল্যামপোর্ট।

লাগাম টেনে ঘোড়া থামালো আউট-ল। হাসি ঝুলছে চিকন ঠোঁটে। 'সেই আগের মতো তাই না, রিচি?' বললো সে।

'মানে? আগের মতো মানে? জীবনে একবারের বেশি তোমাকে দেখিইনি। তোমার সঙ্গে আবার আমার কি সম্পর্ক?'

'কেন?' কণ্ঠে অসম্ভব রকম আত্মবিশ্বাস লোকটার। মুঠি করে জিনের পোমেল ধরে রেখে হাসছে। 'থাকতেও তো পারে? ধরো এখন সোমার্সের কাছে গিয়ে যা জানি, বলে দিলাম, তখন? কিংবা ধরো শেরিফ লারসেনকে?'

তড়িৎ প্রতিক্রিয়া হলো রিচির। এতোই দ্রুত যে আত্মরক্ষার কোনো সুযোগই পেলো না ল্যামপোর্ট। বিরাশি সিক্কার একটা ঘুঁসি এসে পড়লো তার মুখের ওপর। হাত আলগা হয়ে গেলো তার পোমেল থেকে। তাল সামলাতে না পেরে পিছলে জিন থেকে মাটিতে নেমে এলো ল্যামপোর্ট।

পলকে ছুটে গেলো রিচি। কলার চেপে ধরলো লোকটার। টেনে কাছে নিয়ে এলো। দম আটকে মরার দশা হলো আউট-ল বেচারার। হাঁটু ভেঙে বসে পড়লো মাটিতে। হাত বাড়িয়ে কব্জি আঁকড়ে ধরলো রিচির। সঙ্গে সঙ্গে ঠাস ঠাস তিনটে রাম থাপ্পর কষালো রিচি। পরিষ্কার পাঁচ আঙুলের দাগ বসে গেলো লোক-টার গালের ওপর। এক ধাক্কায় লোকটাকে শুইয়ে দিলো রিচি। তারপর পিছিয়ে এলো এককদম।

'বন্দুক আছে তোর কাছে,' ঠাণ্ডা গলায় বললো ও, 'কিন্তু সাব-ধান, হাত বাড়িয়েছিস কি স্রেফ খুন করে ফেলবো!'

যেভাবে ছিলো সেই একই ভঙ্গিতে পড়ে রইলো ল্যামপোর্ট।

আতঙ্কে চোখ দু'টো বিস্ফারিত। কোটর ছেড়ে বেরিয়ে আসবে যেন। ভেবেছিলো এক, হয়েছে আরেক। ভয় দেখালেই সুর সুর করে টাকা বের করে দেবে রিচি, মনে করেছিলো সে। ভেবেছিলো, হাজার খানেক টাকা আদায় করে নেয়া যাবে অনায়াসে। অথচ এখন দেখা যাচ্ছে, জান বাঁচানোই দায়। কোথায় ভয়ে কেঁচো হয়ে যাবার কথা রিচির, তা না, উল্টো নিজেরই ইঁদুরের গর্তে ঢোকার দশা হয়েছে।

'আমাকে,' বললো সে। গলা কাঁপছে। 'পথ খরচাটা দিয়ে দাও। চলে যাবো আমি। এই ধরো গিয়ে একশো ডলার ?' নয়শো ডলারের আত্মবিশ্বাসের পাহাড়ে ধস নামিয়ে দিয়েছে রিচি।

'রাস্তা মাপ্,' জবাবে বললো রিচি, 'জানে বাঁচিয়ে রাখছি সেইতো ঢের! আবার টাকা! রিমরকের ত্রিসীমানায়ও যদি তোকে আর দেখি, কি আজকের ঘটনার একটা অক্ষরও যদি আর কারো কানে যায়, তোকে ঠিক খুঁজে বের করবো আমি। সিধা ফাঁসিতে লটকে দেবো। মনে থাকে যেন।'

অনেক কষ্টে, সাবধানে উঠে দাঁড়ালো ল্যামপোর্ট, দম ফেলতেও ভুলে গেছে। হাত না আবার পিস্তলের কাছে চলে যায়! সতর্কতার সঙ্গে ঘোড়ার পিঠে চেপে বসলো সে। ঘোড়া ঘুরিয়ে নিয়ে বেরিয়ে যেতে উদ্যত হলো। এমন সময় উঠোনে ঢুকলো চারজন ঘোড়সওয়ার। বেসিন থেকে ফিরে এসেছে তিনজন, টিম স্যাবার, বব স্প্রিংগার আর ব্যাট শ্যাভাজ। চার নম্বর একজন কঠিন চেহারার মানুষ। মাথা ভর্তি সাদা চুল, গায়ের রঙ বাদামী।

'ভালো করে চিনে রাখো একে, তিনজনের উদ্দেশে বললো সাদাচুল, 'পরে যেন বলতে পারো, এখান থেকে লোকটাকে বেরি-

য়ে যেতে দেখেছো তোমরা। চেহারাটা মনের ভেতর গেঁথে নাও। বুঝেছো ?'

কথাটা শেষ করেই ঘোড়া ঘুরিয়ে নিলো সে। বেরিয়ে গেলো ল্যামপোর্টের পিছু পিছু।

চল্লিশ মিনিট ঊর্ধ্বশ্বাসে ঘোড়া ছোটালো ল্যামপোর্ট। এসে পৌঁছুলো একটা বাটের কাছে। গতি কমিয়ে আনলো ঘোড়ার। একটা ঢালু জায়গা বেয়ে নামতে শুরু করলো।

সূর্য বিদায় নিচ্ছে। লম্বা হয়ে পড়েছে ছায়াগুলো। আরো যেন বাড়িয়ে দিচ্ছে ভয়। ঐ তো ওখানে, ঝোপটার কাছে··· পাথরটা দেখে মনে হচ্ছে, ঘোড়ার পিঠে বসে আছে বুঝি কেউ।

আরো এগোলো ল্যামপোর্ট। নড়ে উঠলো পাথরটা। এখন আর ঘোড়ার পিঠে বসা মানুষের মতো লাগছে না ওটাকে। সত্যি সত্যি মানুষই বসে আছে ঘোড়ার পিঠে। লোকটা চেনা ওর। লোকটার গায়ের রঙ বাদামী, মাথা ভর্তি সাদাচুল।

দেখেই অন্তরাত্মা কেঁপে উঠলো ল্যামপোর্টের। শরীরের প্রতিটি অণুপরমাণু যেন বলে উঠলো, মরতে যাচ্ছো তুমি।

কম লোক খুন করেনি ল্যামপোর্ট। কিন্তু জানতো না মরতে কেমন লাগে। এখন জানে।

'ছেলেটাকে কিছুতেই ভালো থাকতে দেবে না, না ?' রাগের কোনো ছোঁয়া নেই লোকটার কণ্ঠে। 'তোমাদের মতো হারামীরা কখনো তা দেয়ও না। জানের ভয়ে এখন পালাচ্ছো ঠিকই। কিন্তু আগে হোক পরে হোক, মুখ একদিন তুমি খুলবেই। একটা ভালো ছেলেকে নষ্ট করে দেবে।'

পাগলের মতো কথা খুঁজে ফিরছে ল্যামপোর্ট। একবার ভাবলো কাকুতি মিনতি করে প্রাণ ভিক্ষা চায়। কিন্তু জানে তাতে কাজ হবে না। লোকটার সব কথা অস্বীকার করার কথাও ভাবলো। সেটা আবার মিথ্যে বলা হয়ে যায়। মন বলছে, মিথ্যে বলার সময় এটা নয়।

'সত্যি বলছি, আমি চলে যাবো,' অবশেষে কথা ফুটলো ল্যামপোর্টের ঠোঁটে। 'দম ফেলতেও থামবো না। অনেক দূরে চলে যাবো। খোদার কসম, আর ফিরে আসবো না, কোনোদিন না।'

'আজ পর্যন্ত অনেক জীবন নষ্ট করেছো তুমি। আবার ফিরে আসবে না বিশ্বাস করি কি ভাবে?'

ইতিমধ্যে রাত নেমে এসেছে। আজ চাঁদটা উঠেছে তাড়াতাড়ি। চাঁদের আলোয় পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে সব কিছু। কেশে গলা পরিষ্কার করলো ল্যামপোর্ট। কথা বলতে যাবে, হঠাৎ মনে হলো এই তো সুযোগ। ঘোড়ার পেটে স্পারের গুতো দিয়েই উবু হয়ে গেলো সে। হাত বাড়িয়ে দিলো পিস্তলের দিকে। গুতো খেয়ে লাফিয়ে উঠলো ঘোড়াটা।

হোলস্টার থেকে বেরিয়ে এসেছে পিস্তলটা। বিজয়ের উল্লাস অনুভব করছে ল্যামপোর্ট। পিস্তল তুলে ধরলো সে। বুড়ো হাবড়াটাকে দেখিয়ে দেবে—

হঠাৎ একরাশ অন্ধকার এসে গ্রাস করলো তাকে। একটা জ্বলন্ত সূর্য শরীর ভেদ করে চলে গেলো। ভাসতে ভাসতে নিচে নেমে যাচ্ছে ল্যামপোর্ট। পতনের ধাক্কা অনুভব করলো সে। গড়ান খেয়ে চিত হলো। তেমনি পড়ে রইলো নিথর। খোলা দুটো চোখে চেয়ে আছে চাঁদের দিকে। মারা গেছে।

শেরিফ গ্লেন লারসেনই প্রথম দেখতে পেলো লাশটা।

একটুও অবাক হলো না সে। ল্যামপোর্টের মতো লোকদের যা হয়, তাই হয়েছে। বাঁচার চেষ্টা করতে গিয়েই মরেছে বেচারা। এভাবেই মরে এরা।

নেহায়েত দৈব চক্রে লাশটা খুঁজে পেয়েছে লারসেন, তা কিন্তু নয়। ল্যামপোর্টকেই খুঁজছিলো শেরিফ। রিচির র‍্যাঞ্চে পৌছুনোর আগেই ল্যামপোর্টের নাগাল পেতে চেয়েছিলো সে।

চোখের সামনে কতো লোককে মরতে দেখেছে লারসেন, তার ইয়ত্তা নেই। অথচ এখনো মৃত্যু ওকে দুঃখ দেয়।

সুযোগ নিতে চেয়েছিলো ল্যামপোর্ট, বোঝাই যাচ্ছে। হাত থেকে ছিটকে পড়া পিস্তলটা যেখানে ছিলো সেখানেই পড়ে আছে। একটা বুলেট-ই ঢুকেছে লোকটার শরীরে। খুব একটা রক্তও বেরোয়নি। মামুলি মৃত্যু।

বয়সের তুলনায় শরীরে যথেষ্ট শক্তি ধরে লারসেন। লাশটা পাঁজাকোলা করে তুলে এনে কাছেই চুপচাপ দাঁড়ানো ল্যামপোর্টের ঘোড়ার জিনের ওপর আড়াআড়ি ভাবে শুইয়ে দিলো। তারপর নিজের ঘোড়ার পিঠ থেকে এক গোছা দড়ি নিয়ে আবার ফিরে এলো লাশটার কাছে। টাইট করে জিনের সঙ্গে বেঁধে নিলো সেটাকে।

রিমরকের উদ্দেশে রওয়ানা হয়েও, কাছেই সোমার্সের র‍্যাঞ্চটায় একবার ঢুঁ মারার লোভ সামলাতে পারলো না লারসেন।

একটা নাচের আসর চলছিলো সোমার্সের র‍্যাঞ্চে। ঘোড়ার খুরের শব্দ শুনে ছুটে বেরিয়ে এলো লরা। কিন্তু লারসেনকে দেখেই নিরাশার ছায়া পড়লো মেয়েটার চোখে, নজর এড়ালো

না শেরিফের। লাশসহ ঘোড়াটাকে আলোয় এনে দাঁড় করালো সে।

'রেলর্ড রিচি ? আছে এখানে ?'

'এখানেই থাকবে ভেবেছিলে নাকি ?' সোমার্সও বেরিয়ে এসেছে। পেছনে পেছনে এসেছে ওলসন আর আরো দুই লোক। মোর্ট হারপার আর সিউল ইভান্স। 'এখানে আমার ঘরে ?'

'চোরা চোখে একবার লরার দিকে চাইলো লারসেন। তাই তো ভেবেছিলাম,' বললো সে। 'ভাবলাম আশেপাশে কোথাও হয়-তো...'

'ব্যাপারটা কি ?'

'খুন...ওদিকে 'বার্টের কাছে।'

'রিচি !' চিৎকার করে উঠলো মোর্ট হারপার। 'কসম খোদার, এইবার পেয়েছি শালাকে ! আসতে হবে নাকি শেরিফ ?'

'চাইলে চলো, তবে মনে হয় না কোনো গোলমাল হবে।'

'ওর সঙ্গে বেশ ক'জন লোক রয়েছে ঠিক,' বললো সোমার্স, 'কিন্তু বব বা ব্যাট কেউ-ই ফাইট করতে আসবে না, অন্ততঃ তোমাদের সঙ্গে তো নয়ই।'

'ব্যাট করবে,' বাধা দিয়ে বললো যাপাতা। 'দরকার হলে জানও দেবে।'

'রিচির সঙ্গে ও ব্যাটাকেও লটকে দেবো তাহলে !' ঝাঁঝের সঙ্গে বললো মোর্ট হারপার। 'মাত্র দুই সপ্তায় ষাট সত্তরটা গরু চুরি গেছে আমার !'

মোর্ট হারপারের দিকে চাইলো যাপাতা। 'রিচি আর ব্যাটকে লটকানো অতো সোজা না...তার আগেই খতম হয়ে যাবে তোম-

রাই।'

তীক্ষ্ণ চোখে যাপাতার দিকে তাকালো ড্যান সোমার্স। এই মেক্সিকানের অন্ততঃ লোক চিনতে ভুল হবে না। ওর কণ্ঠে রিচি-দের পছন্দ করার একটা আভাস যেন পাওয়া যাচ্ছে?

'কার দলে তুমি, যাপাতা?'

'আপাততঃ শেরিফের দলে। যা করার ওকেই করতে দেয়া উচিত। খামোখা লটকানোর কথা বলা বোকামি ছাড়া আর কিছু না।'

'তাহলে থাকো তুমি। যত্তোসব! তুমি না হলেও চলবে আমাদের? হুঁহ্।' বলে উঠলো মোটা হারপার। রাগে মাথা খারাপ হয়ে গেছে।

তাড়াহুড়ো করে যার যার ঘোড়ার দিকে দৌড়ে গেলো সবাই। লারসেন আর যাপাতা দাঁড়িয়ে রইলো পাশাপাশি। অপেক্ষা করলো। হঠাৎ অন্ধকারে অন্য একটা ঘোড়ার ছুটে যাবার শব্দ কানে এলো ওদের।

মুচকি হাসলো যাপাতা।...ঠিক কাজটাই করছে মেয়েটা, দুর্দান্ত একটা মেয়ার ছুটিয়ে যাচ্ছে ও।

খানিক পরই যাপাতাকে রেখে অন্যদের নিয়ে রিচির র‍্যাঞ্চের উদ্দেশে রওয়ানা হলো লারসেন।

অনেকটা পথ একনাগাড়ে ছুটে চললো লরার মেয়ার।' দুল্‌কি চালে চললো কিছুক্ষণ। আবার দৌড়ুলো, আবার দুলকি চালে চললো। হেঁটে হেঁটে এগোলো কিছুক্ষণ। তারপর আবার ছুটে চললো। খুরের শব্দ কানে গেছে রেলর্ড রিচির। ট্রেইলে দাঁড়িয়ে

অপেক্ষা করছিলো—চাঁদের আলোয় মেয়েটাকে এগিয়ে আসতে দেখলো ও।

রিচির পাশে এসে ঘোড়া থামালো লরা। 'রিচি, ল্যামপোর্ট-কে খুন করছেন, আপনি?'

'নাহ্।'

'কিন্তু সবাই তাই বলছে। আপনাকে ধরতে আসছে ওরা। লারসেন সুদ্ধ সব র‍্যাঞ্চাররা।'

'আসুক।' শান্ত কণ্ঠে বললো রিচি।

অধৈর্য ভাবে প্রায় চেঁচিয়ে উঠলো লরা। 'এভাবে দাঁড়িয়ে থাকবেন না। প্লিজ, পালান। ডাণ্ডি ক্রসিং-এ চলে যান।'

'না। আমি অপেক্ষা করবো।'

প্রতিবাদ করতে গিয়েও থমকে গেলো লরা, কোনো লাভ নেই।

'কিন্তু ওরা আপনাকে বিশ্বাস করবে না যে!' অবশেষে বললো ও।

'একটা ঘরের স্বপ্ন আমার অনেক দিনের। এই ঘর ছেড়ে পালাবো না আমি। থাকবোই থাকবো।' ঘরটার দিকে ইঙ্গিত করলো রিচি।

'যান, ভেতরে যান। আপনার ঘোড়াটা আস্তাবলে রেখে আসছি, কেউ জানবে না।'

পরিপাটি করে সাজানো ঘরটা দেখে অবাক হলো লরা। ঘরের নকশাটাও পছন্দ হয়েছে ওর। কৌতূহলী চোখে ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলো। বাইরে যাবার দরজাটা ছাড়াও আরো দুটো দরজা রয়েছে এ ঘরে, দুটোই বন্ধ এখন। ওগুলো অন্য ঘরে যাবার জন্যেই। তার মানে আরো ঘর বানানোর ইচ্ছে আছে রিচির।

এক কাপ কফি নিয়ে বসলো লরা। একটু পরেই ফিরে এলো রিচি। চোখ তুলে চাইলো লরা। কি লম্বা, আর কি সুন্দর অথচ একদম একা! ইচ্ছে হলো হাত বাড়িয়ে ছুঁয়ে দেয়।

'দেখোদেখি কি কাণ্ড! আপনাকে একটা ধন্যবাদ জানাতে পর্যন্ত ভুলে গেছি, 'বললো রিচি। তারপর যোগ করলো, 'সব ঝামেলা যখন মিটে যাবে, আপনি এখানে এলে খুব খুশি হবো।'

হাতের ইশারায় ঘরের চারদিকে ইঙ্গিত করলো রিচি। লরার জবাবের অপেক্ষা না করেই বলে চললো, 'আপাততঃ এটাই একমাত্র ঘর। মোটামুটি সাতটা কি আটটা ঘর হবে। দেখতে অনেকটা ইংরেজি-'এল্'-এর মতো হবে বাড়িটা। দক্ষিণ দুয়ারী যাকে বলে, সেই রকম। সূর্যাস্ত দেখতে ভালোই লাগে। কিন্তু গরম লাগবে যে, তাই পশ্চিমে মুখ রাখছি না।'

'পুরোনো কিছু স্প্যানিশ ফার্ণিচার জোগাড় করবো, ঠিক এই বাড়িটার উপযুক্ত। ওদিকে বাইরে একটা বাগান করবো।' দক্ষিণে ইঙ্গিত করলো রিচি। 'এরকম উঁচু জায়গায় জন্মানোর মতো ফুলের নাম জানি আমি। ইচ্ছেমতো আনিয়ে নেবো।'

পাথুরে ট্রেইল থেকে ছুটন্ত ঘোড়ার খুরের শব্দ ভেসে এলো। বেরিয়ে এসে অপেক্ষা করতে লাগলো রিচি। চারদিকে অকৃপণ হাতে জোছনা বিলোচ্ছে নিঃসঙ্গ চাঁদ। সদলবলে উঠোনে ঢুকলো শেরিফ লারসেন।

'কি ব্যাপার শেরিফ, অসময়ে যে?' শান্ত কণ্ঠে বললো রিচি। 'সঙ্গে লোকও আছে দেখছি।'

'তোমাকে ঝোলাতে এসেছি আমরা! ল্যামপোর্টকে খুন করেছো তুমি!' গলা ফাটিয়ে ঘোষণা করলো মোর্ট হারপার।

'গান বেল্ট খুলে ফ্যালো।'

একগুঁয়ে হতে পারে ড্যান সোমার্স, অন্যের কথায় নাচতে পারে, কিন্তু নিজের বিবেকের কাছে পরিষ্কার সে। ফাঁসি দিতে আসা একদল লোকের সামনে রাতের এমন একটা সময়ে ছেলে-টার ঠাণ্ডা মাথায় একা দাঁড়িয়ে থাকা অবাক করলো তাকে। আলগা সাহস দেখাচ্ছে না ছেলেটা, পরিষ্কার আত্মবিশ্বাসের ছাপ তার চেহারায়, আর কিছু না।

'ল্যামপোর্টের সঙ্গে আজ দেখা হয়েছিলো তোমার?' জিজ্ঞেস করলো লারসেন।

'হ্যাঁ, এখানে এসেছিলো তো।'

'কেন?'

'সেটা আমার ব্যাপার।'

'ওটা আমারও ব্যাপার হয়ে গেছে এখন। খুন করা হয়েছে লোকটাকে।'

'আমি করিনি।'

বাধা দিতে চাইলো মোর্ট হারপার। হাতের ইশারায় তাকে চুপ থাকতে বললো লারসেন।

অন্ধকারে দাঁড়িয়ে দেখছিলো ব্যাট। রিচির গজ কয়েক পেছনে এসে দাঁড়ালো ও। ওর ঠিক পেছনেই বব স্প্রিংগার। দৃঢ় পদক্ষেপে রিচির পাশে এসে দাঁড়ালো টিম স্যাবার, অপেক্ষা করছে।

'সরে যাও বব।' বললো ওলসন। 'তোমার ফাইট না এটা।'

বিস্ময়কর ভাবে জবাব দিলো বব। 'কেউ পিস্তলের দিকে হাত বাড়ালেই এটা আমার ফাইট,' বললো সে। 'ব্র্যাণ্ডের পক্ষেই আছি আমি।'

এবার কথা বললো ব্যাট। আস্তে আস্তে শান্ত কণ্ঠে সাদা-চুলো লোকটার কথা জানালো ওদের। লোকটা ল্যামপোর্টকে চিনে রাখতে বলেছিলো, তাও বললো।

'চাপা!' বলে উঠলো মোর্ট হারপার।

ব্যাট তাকালো তার দিকে। 'পরে এ নিয়ে আলাপ করা যাবে, সিনর। মিথ্যা কথা আমি বলি না।'

'সত্যি কথাই বলেছে ও,' সম্মতি জানালো বব।

ওদের কথা বিশ্বাস করেছে শেরিফ, ভাবছে রিচি। সোমার্স বিশ্বাস করেছে কিনা বোঝা যাচ্ছে না। কিন্তু মোর্ট হারপার? উঁহুঁ। ওলসন বিশ্বাস করলেও করতে পারে, তবে আর কেউ এক ফোঁটাও বিশ্বাস করেনি।'

স্যাবারের দিকে চাইলো লারসেন। 'তোমাকে তো চিনলাম না?'

'আমি টিম স্যাবার,' জবাব দিলো স্যাবার। 'আমার পিস্তলও ব্র্যাণ্ডের পক্ষে।'

স্যাবার···ওর ওপর দিয়ে আরেকবার ঘুরে গেলো সবার চোখ। নামটা সবার পরিচিত।

'আর একটা প্রশ্ন,' বললো লারসেন। চলে যাবার জন্যে তৈরি হয়ে আছে সে। 'আগে কখনো ল্যামপোর্টকে দেখেছো তুমি?'

'হ্যাঁ···একবার, মাত্র একবার। আস্ত গরুচোর শয়তানটা। আমার রেঞ্চ থেকে ভাগিয়ে দিয়েছিলাম ব্যাটাকে।'

'তাহলে দেখা যাচ্ছে, এখানে আর আমাদের করার কিছু নেই,' বললো লারসেন। 'শহরেই ফিরে যেতে হয়।'

'কিন্তু শেরিফ!' প্রতিবাদ করলো মোর্ট হারপার।

'শহরে ফিরে যাচ্ছি আমরা,' পুনরাবৃত্তি করলো লারসেন।

বিস্ময়কর ভাবে নিশ্চুপ ড্যান সোমার্স। নেতৃত্বের আশায় সবাই চেয়ে আছে ওর দিকে। কিন্তু কিছুই বলছে না ড্যান। একবার শুধু লারসেন খেয়াল করলো রি'চর ঘরটার ওপর ঘুরে বেড়াচ্ছে সোমার্সের চোখ। কিন্তু ও কি ভাবছে, বুঝতে পারলো না।

একাই আপত্তি তুললো মোট হারগার। 'ধ্যাত্তেরিকা। এখানে একটা চোর ঝোলাতে এসেছি আমরা। তা না করে—'

'এখানে শান্তি বজায় রাখতে চাই আমি,' বললো লারসেন। 'তুমিও ফিরে যাচ্ছো আমাদের সঙ্গে নিজের ইচ্ছেয় যেতে না চাইলে, বেঁধে হলেও নিয়ে যাবো—'

'আচ্ছা। দেখা যাবে—'

'চলো সবাই,' বললো লারসেন।

চলে গেলো ওরা।

এগারো

যার যার কাজে ফিরে গেলো বাটরা। জোছনায় একা দাঁড়িয়ে রইলো রিচি। লারসেনদের ঘোড়ার খুরের শব্দ মিলিয়ে যাওয়া শব্দ কানে আসছে। এ পর্যন্ত ঠিকই আছে সবকিছু। কিন্তু তাই বলে পরিস্থিতি বদলায়নি—মোটেই না।

লারসেনই ঠেকিয়ে দিয়েছে অনিবার্য যুদ্ধটা। কিন্তু সোমার্স হঠাৎ করে পিছিয়ে গেলো কেন?

ঘুরে দাঁড়ালো রিচি। নড়াচড়ার শব্দ ভেসে এলো ঘরের ভেতর থেকে। মুহূর্তে কারণটা পরিষ্কার হয়ে গেলো। লরা এখানে, জেনে গিয়েছিলো ড্যান সোমার্স অথবা অনুমান করে নিয়েছে। আক্রমণ চালালেই ফাঁস হয়ে যেতো সেটা। তখন আর হাজার চেষ্টা করেও লোকের কথা বন্ধ করা যেতো না, গুজব গুঞ্জন ফেনিয়ে উঠতো চারদিকে।

ঘরে ঢুকে দরজা আটকে দিলো রিচি। তাড়াতাড়ি কাছে এসে দাঁড়ালো লরা। 'ওঁরা আসার আগে যেসব বললেন—' রিচির হাত চেপে ধরলো ও—'সেসব সত্যি?'

নিজের অনিশ্চিত জীবনের সঙ্গে মেয়েটাকে জড়ানোর কোনো অধিকার ওর নেই, জানে রিচি। তবু বলতে ইচ্ছে করলো, 'হ্যাঁ, সবই ওর প্রাণের কথা মনের কথা। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে রকদের কথা মনে আসতেই পিছিয়ে এলো, একদিন না একদিন ওদের সঙ্গে সম্পর্কের কথাটা সবাই জানবেই। তখন?

রিচি ইতস্তত: করছে দেখে উল্টো বুঝলো লরা। নিমেষে মলিন হয়ে গেলো মেয়েটার চেহারা। রিচিকে পাশ কাটিয়ে দ্রুত-পায়ে দরজার দিকে এগিয়ে গেলো সে।

'দাঁড়ান। জবাবটা শুনবেন না?'

'মিথ্যুক।' বললো লরা 'আস্ত একটা মিথ্যাবাদী।'

'না, আমি সত্যি কথাই বলেছি,' জোর দিয়ে বললো রিচি, 'কিন্তু—' বের হয়ে গেলো লরা। ছুটে গেলো ঘোড়ার কাছে, আগে থেকেই ঘোড়া নিয়ে অপেক্ষা করছিলো ব্যাট। পিছু পিছু

প্রতিপক্ষ

ছুটতে যাচ্ছিলো রিচিও। হঠাৎ থমকে দাঁড়ালো। কিইবা আর বলার আছে। মেয়েটাকে কি করে ওর দুর্ভোগের ভাগীদার হতে বলবে ও? এই র‍্যাঞ্চের অন্তত: পঞ্চাশ ভাগের মালিক ওর আউট-ল বন্ধুরা, যে করেই হোক ওদের কাছেই প্রথম বিশ্বস্ত থাকতে হবে। এদিকে আবার বিপদ ঘনিয়ে আসছে, এগিয়ে আসছে দ্রুত। এসবের ভেতর মেয়েটাকে জড়ানো বোকামি ছাড়া আর কি হতে পারে? বিশেষ করে ওর চাচা জ্যান সোমার্সই যেখানে প্রতিপক্ষ?

একটা সপ্তাহ গড়িয়ে গেলো। তারপর আরো একটা। মন্থর হয়ে এলো ব্র্যাণ্ডিং-এর গতি। গরুই খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না সহজে। হাতে উত্তপ্ত লোহার ছাঁচ নিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে বেড়াচ্ছে ওরা চারজন। গরু পেলেই ছাপ মেরে দিচ্ছে। এদিকে ধীরে ধীরে জায়গাটার সঙ্গে পরিচিত হয়ে উঠছে গরুগুলো।

ব্র্যাণ্ডিং ছাড়াও আরো প্রচুর কাজ করছে ওরা। পাহাড়ের কাছে ছোট ছোট বেশ ক'টা বাঁধ তৈরি করে ঝরণার গতিপথ চওড়া করে পানি জমানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। একটা 'বাংক-হাউস' বানানোর কাজও শেষ হয়ে গেছে ইতিমধ্যে। ঠাণ্ডা হাওয়া, শীত এগিয়ে আসছে, কিন্তু কোনো উইণ্ড ব্রেকার তৈরি করেনি ওরা। এই পাহাড়ী এলাকায় এমনিতেই মেসা, ক্যানিয়ন আর হাজার পাহাড়ের বাধা পেরিয়ে আসতে হয় বাতাসকে।

একটা মাঠ থেকে প্রায় টন খানেক ঘাস কেটে জমা করেছে রিচি আর টিম স্যাবার। মাঠটার কাছেই চোয়ানো পানির একটা ঝরণাও আবিষ্কার করেছে ওরা।

হাতের কাজে কাউহ্যাণ্ডদের অনীহার কথা জানে রিচি। তাই কাঠ কাটার দায়িত্বটা নিজেই নিয়েছে ও। যেখানে গাছ পেয়েছে

কেটে নিয়ে এসেছে। কোনোটা হয়তো এমনি বয়সের ভারে উপড়ে গিয়েছিলো, কেনোটা হয়তো হয়েছিলো বজ্রের শিকার। সবার আগে এ ধরনের গাছগুলোর ব্যবস্থা করেছে রিচি। তা না হলে যে-কোনো মুহূর্তে অকস্মাৎ দাবানল সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তখন ঘাসটাস পুড়ে সাফ হয়ে যাবে সব।

কারো সঙ্গে দেখা হচ্ছে না, কোনো জায়গা থেকে কোনোরকম কোনো খবরও আসছে না। রিমরকে যাচ্ছে না ওরা কেউ। ওখান থেকে কেউ আসছে না এদিকে। দিন গড়িয়ে চলেছে একের পর এক। একদিন ডাণ্ডি ক্রসিং-এর দিকে গেলো বব স্প্রিংগার। শুনে এলো ডাক্তার ফ্রি ম্যান নাকি গোলমাল বাধাতে চাইছে। ভাই-পোকে খুন করে তার গরুগুলো ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে, এ কথাটাই বিশ্বাস করে বসে আছে সে। ওদিকে মোর্ট হারপার আর লার-সেনের মধ্যে রেষারেষি চলছে। সিউল ইভান্স আর আরো কয়েক-জনকে সঙ্গে নিয়ে একজোট হয়ে শেরিফকে সরানোর চেষ্টা করছে সে।

পর পর ক'দিন ডার্ক ক্যানিয়নে ঘুরে বেড়ালো রিচি।

দেড় থেকে দু'হাজার ফুট গভীরতার সংকীর্ণ একটা গিরিখাত এই ডার্ক ক্যানিয়ন। ভর দুপুর ছাড়া এর গভীরে মাইলকে মাইল জায়গায় সূর্যের আলো পৌছুতেই পারে না। দিনের বেলায়ও রাত্রির অন্ধকার। কোথাও কোথাও খুব বেশি হলে মাত্র একশো ফুটপ্রশস্ত ক্যানিয়নটা। রিচির র‍্যাঞ্চের কয়েক মাইল পুবে এলক রিজে শুরু হয়ে সোজা চলে গেছে কলারাডোর দিকে, একটা পাথুরে ফোকরে গিয়ে শেষ হয়েছে ওখানে।

অধিকাংশ জায়গাতেই ক্যানিয়নের তলদেশে গাছপালা আর

ঝোপ-ঝাড়ের জঙ্গল হয়ে আছে। এখানে ওখানে-টলটলে পানির ছোট ছোট পুকুর। ঝরণার পানি জমে সৃষ্টি হয়েছে এগুলোর। শাখা ক্যানিয়নগুলোর দৃশ্যও একই রকম।

বেশ কয়েকটা বড়সড় পুকুর রয়েছে ক্যানিয়নে। কটনউড, বক্স এলডার, অ্যাশ আর ফার্ন ঘিরে আছে ওগুলোকে।

সূর্য রশ্মি যখন ক্যানিয়নের খাড়া দেয়াল স্পর্শ করে, পানি ভেজা দেয়ালে এক নয়নাভিরাম রঙের খেলা শুরু হয়ে যায়।

অস্পষ্ট একটা ট্রেইল চলে গেছে ক্যানিয়নের তলদেশ দিয়ে, বুনো জানোয়াররাই কেবল ব্যবহার করে ওটা।

এমনি একদিন ঘুরতে বেরিয়েছে রিচি। পায়ে হেঁটে এগোচ্ছে ও। পিছু পিছু আসছে ঘোড়াটা। কিছুক্ষণ পরপরই পাথুরে দেয়ালে রেকাবের ঘষা খাওয়ার শব্দ উঠছে।

দুপাশের দেয়াল দুটো আকাশ ছুঁয়েছে যেন। চারদিকে সুনসান নীরবতা। মাঝে মাঝে কান পেতে শোনার চেষ্টা করছে রিচি। পেছনে ঘোড়াটাও কান খাড়া করে রেখেছে।

গাছপালার ফাঁকে ফাঁকে পড়ে আছে বিশাল সব পাথরের চাঁই। পুকুরের ওপর সেজদার ভঙ্গিতে ঝুঁকে আছে উইলো গাছ, ঝিম ধরে রয়েছে। গড়িয়ে পড়া পানির মৃদু শব্দ আর মৌমাছির গুন-গুন ভেসে আসছে—ব্যাস। আর কোনো শব্দ নেই কোথাও। হঠাৎ হঠাৎ এক-আধটা নুড়ি পাথর সশব্দে গড়িয়ে পড়ে নিস্তব্ধতাকেই আরো বাড়িয়ে তুলছে যেন।

প্রায় পা টিপে টিপে হাঁটছে রিচি। এখানকার নির্জনতার সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেছে যেন নিজেও। অবস্থা যদি একেবারেই আয়ত্তের বাইরে চলে যায়, ভাবছে রিচি, হয়তো এখানে এসে

লুকোতে হতে পারে ওকে।

গাছপালার ফাঁকে একটা ছোট্ট মাঠে লম্বা লম্বা সবুজ ঘাসের অরণ্যে ঘোড়াটাকে ছেড়ে দিয়ে একা একা সতর্কতার সঙ্গে এগিয়ে চললো রিচি। ওপর থেকে কারো চোখে পড়বে না মাঠটা। ক্যানিয়নের দেয়াল বেশ অনেকটা খাড়া উপরদিকে উঠে গেছে। তারপর ঢালু হয়ে উঠে গেছে আরো উঁচুতে। চূড়ো থেকে নিচে তাকালেও মাঠটা কারো চোখে পড়ার সম্ভাবনা নেই।

ইউটাহ্-র দক্ষিণ-পুব কোণে, এই অনুর্বর পাথুরে রুক্ষ দেশে এ যেন এক স্বর্গোদ্যান। এতো সুন্দর, না দেখলে বিশ্বাসই হবে না, অথচ গভীর আর দুর্গম বলে ওপর থেকে বুঝবারই কোনো উপায় নেই।

হাঁটতে হাঁটতে এগোচ্ছে রিচি। হঠাৎ এক জায়গায় কটনউড আর উইলো গাছে ঢাকা পড়া একটা গুহা খুঁজে পেলো ও। মাঠটা থেকে খুব বেশি দূর হবে না। একদম মসৃণ গুহাটার মেঝে। কাছেই একটা ঝরণা, ছায়া ঘেরা একটা পুকুরে জমা হচ্ছে ওটার পানি।

যা খুঁজছিলো, পাওয়া গেছে···প্রয়োজনের সময় লুকোনোর মতো একটা জায়গা। এরকম একটা জায়গায়, বেশি দূরে না গিয়েও অনায়াসে লোকচক্ষুর অন্তরালে লুকিয়ে থাকতে পারবে রক-রা।

কিন্তু ক্যানিয়নে ঘুরে বেড়ালেও লরার কথা মুহূর্তের জন্যেও ভুলতে পারলো না ও।

সে-রাতে লরা ফেরার পর তাকে কিছুই বলেনি ড্যান সোমার্স। লরা নিজে থেকেই কথা বলার অপেক্ষা করেছে। কিন্তু কিছু

বলেনি লরাও। প্রচণ্ড একটা আঘাত পেয়েছে মেয়েটা, বুঝতে পেরেছে ড্যান। ওর ঘরের পাশ দিয়ে যাবার সময় দু'দুবার কান্নার শব্দ শুনতে পেয়েছে ও।

নিজের ঘরে শূন্য দৃষ্টিতে দেয়ালের দিকে তাকিয়ে বসে আছে ড্যান সোমার্স। মেয়েদের মতিগতি কোনোদিনই বুঝে উঠতে পারেনি ও। বৈবাহিক জীবনটা ব্যর্থ হয়েছে ওর, এবং কারণটা সম্ভবতঃ ও নিজেই। দোষটা ছিলো ওর নিজেরই। আর যাই হোক সেই ঘটনাটা অন্ততঃ অন্যের অনুভূতিকে সম্মান করতে শিখিয়েছে ওকে। স্ত্রীর সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হবার পর বেশ কিছুদিন পাগলের মতো আচরণ করেছিলো ড্যান। সে কি স্ত্রীকে ভালোবাসতো বলে নাকি হঠাৎ দুঃখবোধ থেকে জন্ম নিয়েছিলো আজও জানতে পারেনি ও। অবশ্য ক'দিন পরেই সবকিছুই আবার স্বাভাবিক হয়ে গিয়েছিলো।

লরা আসার আগে প্রায়ই নিঃসঙ্গতায় ভুগতো ড্যান সোমার্স। কিন্তু মেয়েটা এসে বদলে দিয়েছে সবকিছু। এখন আর নিঃসঙ্গতা গ্রাস করে না ওকে, পেয়ে বসে না বিষণ্ণতায়। নিজের কথা ছাড়াও ভাববার মতো আরো একজন এখন পাশে আছে।

প্রাণের প্রিয় গরুগুলো গত ক'দিন ধরে একের পর এক চুরি হয়ে যাচ্ছে। অথচ এ নিয়ে উচ্চবাচ্য বন্ধ করে দিয়েছে ড্যান। কিন্তু চারদিকে গুজবের ঢেউ ফেনিয়েই উঠছে কেবল। জানে, শুধু ওর মুখের একটা কথার অপেক্ষা মাত্র, সঙ্গে সঙ্গে স্বনিয়োজিত সব আইন রক্ষকরা ছুটে যাবে ডার্ক ক্যানিয়নে। সোজা ফাঁসিতে লটকে দেবে রিচি ছেলেটাকে।

নিজের ভেতর পুরোনো আত্মবিশ্বাস ইদানিং যেন আর খুঁজে

পাচ্ছে না ড্যান। অনিচ্ছা সত্ত্বেও রিচির র‍্যাঞ্চে সেদিন গিয়েছিলো ও, ঘরের জানালায় লরার ছায়া না দেখলে আক্রমণও হয়তো করে বসতো। কিন্তু ওখানে লরা আছে বোঝার সঙ্গে সঙ্গে হাত-পা হিম হয়ে গিয়েছিলো ওর। উবে গিয়েছিলো হামলার ইচ্ছা। লরার উপস্থিতির কথা কেউ জেনে ফেললে কি যে অবস্থা হবে ভাবতেই কলজে শুকিয়ে কাঠ হওয়ার দশা হয়েছিলো। কতো যে কথা রটতো। ওরা বুঝতে চাইতো না কিছু। চারদিকে হাজার কথার বাণে ধ্বংস হয়ে যেতো মেয়েটার জীবন—সেই সাথে ওরও।

লরা সম্পর্কে কেউ খারাপ মন্তব্য করলেই তাকে খুন করতে দ্বিধা করতো না ড্যান। কিন্তু একটা খুনে বন্ধ হয় না মানুষের মুখ, জানে ড্যান,—কখনোই না।

•

বরাবরের মতো এখনো রোজই ঘোড়ায় চড়ে বেড়াতে বেরোয় লরা, উঁচু মেসা পেরিয়ে চলে যায় অনেক দূর অবধি। কিন্তু কদাচ ডার্ক ক্যানিয়নের দিকে পা বাড়ায় ও।

আজও তেমনি ঘোড়া নিয়ে বেরিয়েছে লরা। মেসার ওপরে উঠে এলো ও। কটন উড ড্র হয়ে একটা ক্রীকের পাশ ঘেঁষে ব্রুজে শেষ হয়েছে ট্রেইলটা। ট্রেইল অনুসরণ না করে ব্রুজের ধার ঘেঁষে এগোলো লরা। মেভেরিক পয়েন্টের ঠিক নিচেই একটা ঝরণায় ঘোড়াটাকে পানি খাওয়ানোর কথা ভাবছে ও।

জায়গাটা একেবারে নির্জন, কিন্তু মোটেও ভয় করছে না লরার। আজ পর্যন্ত কোনোদিন বিপদে পড়েনি ও। এদিকে বিপদের খুব একটা সম্ভাবনাও নেই।

বছর কয়েক আগে লরাই ঝরণাটা খুঁজে পেয়েছিলো। বুনো জন্তু-জানোয়ারের পায়ের ছাপ ছাড়া অন্য কোনো ট্র্যাকের চিহ্ন ওটার আশে পাশে কখনো দেখেনি ও। কিন্তু ঝরণার পথে হপক্রীকে ঘোড়া নিয়ে এগোতেই হঠাৎ ধোঁয়ার গন্ধ নাকে এলো।

সিডার গাছের আড়ালে ঘোড়াটা লুকিয়ে রেখে কটন উড ড্র-র ঠিক মাথার ওপরে একটা সমান জায়গা দিয়ে পা টিপে টিপে এগোলো লরা। এগোতে এগোতে এক জায়গা থেকে ঝরণাটা দেখতে পেলো। উঁকি দিয়ে নিচের দিকে চাইলো ও।

আগুন ঘিরে তিনজন লোক দাঁড়িয়ে আছে ওখানে। চারটে ঘোড়াও দেখা যাচ্ছে। একটা কাপ হাতে তিনজনের একজন অন্য আরেকজনের কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই লোকটাকে দেখতে পেলো লরা। বুঝতে পারছে, চতুর্থ লোকটা অসুস্থ।

কিন্তু এখানে কেন ওরা ?

আচমকা ভেসে এলো একটা কণ্ঠস্বর। কেউ একজন বললো 'ওর মাথা! মারা যাচ্ছে তো ও। বললাম ছেলেটার কাছে নিয়ে চলো।...'

তারপরই আবার নেমে গেলো গলাটা। পরের কথাগুলো শোনা গেলো না আর। আরো কিছুক্ষণ আলাপ করলো লোকগুলো। শেষে ওদের ভেতর সবচেয়ে লম্বা লোকটা ঘোড়ায় চেপে বসলো. ট্র্যাক গোপন করার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে রওয়ানা হলো সে. একটু পরেই নিজের ঘোড়ার কাছে ফিরে এলো লরা। অনুসরণ করলো লোকটাকে।

ক্যাম্পটার ঠিক মাথার ওপর পৌঁছে লোকটাকে একবার হারিয়ে ফেললো ও। খানিক পরেই মেভেরিক মেসার ওপর দেখতে পেলো তাকে। পর মুহূর্তেই আবার চোখের আড়াল হয়ে গেলো

ঘোড়সওয়ার। এরপর পাথুরে পথে পশ্চিমে এগিয়ে যেতে দেখলো লরা লোকটাকে। এবার আর কোনো সন্দেহ নেই— ডাণ্ডি ক্রসিং-এর আগ পর্যন্ত রিচির র‍্যাঞ্চ ছাড়া ওদিকে আর কিচ্ছু নেই, তার মানে 'ছেলেটা, বলতে রিচিকেই বুঝিয়েছে ওরা। ঘোড়া ঘুরিয়ে নিলো লরা। রিমরকের ট্রেইল ধরলো।

ক্যানিয়নের অচেনা লোকগুলো আর আহত লোকটার কথা ভাবতে ভাবতে দ্রুত ঘোড়া হাঁকিয়ে চলেছে লরা। লোকটা আহত হয়েছে, বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। কোনোদিকে না চেয়ে এগিয়েই যাচ্ছে লরা, তাড়াতাড়ি র‍্যাঞ্চে ফেরা দরকার। এমনিতেই অনেক দেরী হয়ে গেছে। চাচা আবার চিন্তা করবে।

সংকীর্ণ একটা ক্রীকের পাড় ধরে এগোতে যাবে লরা, এমন সময় ট্রেইলের ঠিক মধ্যিখানে ঘোড়াটাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলো ও। একটা লোক বসে আছে ওটার পিঠে। ডানে-বাঁয়ে দুদিকেই ঘন ঝোপ, সামনে এগোনো ছাড়া আর করার কিছু নেই।

আবার ভালো করে চাইলো লরা। টুপির কিনারার তলায় ঢাকা পড়ে গেছে লোকটার চেহারা, অন্ধকারে দেখা যাচ্ছে না। তীক্ষ্ণ করলো লরা চোখের দৃষ্টি। এবার চিনতে পারলো লোক-টাকে। সঙ্গে সঙ্গে শিরদাঁড়া বেয়ে ভয়ের একটা স্রোত বয়ে গেলো ওর। পল স্টার্ক। ওর দিকেই চেয়ে আছে লোকটা। হাসছে ঠোঁট বাঁকা করে। ক্রমশঃ সামনে এগিয়ে যাচ্ছে লরার ঘোড়াটা। লোকটার দৃষ্টির সামনে হঠাৎ বিব্রত বোধ করতে লাগলো লরা। এই মুহূর্তে এখান থেকে উধাও হয়ে যাওয়া যেতো যদি।

'ঘর ছেড়ে অনেকটা দূরে চলে এসেছো দেখছি,' বললো লোকটা।

আরো বিকৃত হলো হাসিটা। চকচক করছে চোখ দুটো।

সামনে বাড়া মানে লোকটার আরো কাছে যাওয়া, ভাবছে লরা, আবার পিছিয়ে যাবার মানে হবে আরো নির্জন একালায় ঢুকে পড়া। মানুষ তো দূরের কথা পেছনে কয়েক মাইলের ভেতর একটা শিম্পাঞ্জিও চোখে পড়েনি ওর।

লোকটাকে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলো লরা। কিন্তু পলকে ঘোড়া ঘুরিয়ে পথ রোধ করে দাঁড়ালো স্টার্ক। এখনো হাসছে, উদ্ধত, ধূর্ত এবং লোভী হাসি।

'রাস্তা ছাড়বে কিনা বলো ?'

'কি জানি, বলতে পারছি না।'

হাত দুটো অলসভাবে পোমেলের ওপর ফেলে রেখেছে স্টার্ক। ঠোঁটের ফাঁকে নাচছে সিগারেটটা। মেয়েটা শালার আসলেই সুন্দরী। কিন্তু কাউকে শেষে লাগিয়ে দেয় যদি ? তখন তো দেশ ছেড়ে পালাতে হবে। পশ্চিমে মেয়েদের অপমান করার শাস্তি জানা আছে তার। আর কোনো অপরাধেরই এতো দ্রুত শাস্তির ব্যবস্থা হয় না। কপাল ভালো হলে হয়তো স্রেফ ফাঁসি হবে; নয়তো আগুনে পুড়ে মরা থেকে শুরু করে কতো কি যে হতে পারে খোদাই মালুম।

যদি কাউকে বলে তবেই না···কিন্তু সত্যি কি বলবে কাউকে ? এতোদিন ধরে ওর মতো কোনো পুরুষের জন্যেই অপেক্ষা করে আসছে হয়তো মেয়েটা, হতেও তো পারে ? ছুকরিটা দেখতেও শালার দারুণ ! হঠাৎ বুঝতে পারলো স্টার্ক, দরদর করে ঘামছে সে।

যাকে বলে ত্রিশংকু অবস্থা, তাই হয়েছে লরা সোমার্সের। কি

যে করবে কিছুই ভেবে পাচ্ছে না ও। ক্রীকের ওপর দিয়ে সামনে বা পেছনে ঘোড়া ছোটাবে, কটনউড আর উইলো গাছের জন্যে সেটা সম্ভব নয়। এদিকে আবার ট্রেইল ছেড়েও যাওয়ার সাহস হচ্ছে না। অন্ধকার হয়ে গেছে চারদিকে। অথচ এখন যতোই দেরী হবে, বিপদ বাড়বে বৈ কমবে না।

ঘোড়ার পিঠে পায়ের গুঁতো লাগালো লরা। লাফিয়ে সামনে এগিয়ে গেলো ঘোড়াটা। কিন্তু তৈরি ছিলো স্টার্ক। চোখের পলকে হাত বাড়িয়ে লরার কব্জি চেপে ধরে হ্যাঁচকা টান মারলো। ঘোড়াটা এগিয়ে যেতেই জিন থেকে পড়ে গেলো লরা।

সঙ্গে সঙ্গে লরার হাতের চাবুকটা শিস্ তুললো বাতাসে। সপাং করে স্টার্কের গালের ওপর গিয়ে পড়লো ওটার জিভ। আপনা আপনি ঝাপটা খেয়ে পেছনে হেলে পড়লো সে। অন্ধকারেও গালের ওপর গাঢ় হয়ে বসা দাগ স্পষ্ট দেখতে পেলো লরা। ওকে কব্জা করতে আবার সামনে বাড়লো স্টার্ক। গালাগালির ঝড় বয়ে যাচ্ছে তার মুখ দিয়ে। ঠিক তক্ষুণি কোত্থেকে যেন একটা দড়ির ফাঁস উড়ে এলো। আটকে গেলো স্টার্কের পা। ছিট্‌কে প্রথমে শূন্যে উঠে গেলো সে। তারপর ঝপাৎ করে গিয়ে পড়লো ক্রীকের পানিতে।

পাগলের মতো দড়ির ফাঁস খোলার চেষ্টা করতে লাগলো স্টার্ক। উঠে দাঁড়াতে চাইছে। আগন্তুকের দক্ষ কালো ঘোড়াটা একটু কেবল পিছিয়ে গেলো। সঙ্গে সঙ্গে আবারো চিৎপাত হয়ে পানিতে আছড়ে পড়লো স্টার্ক। মুখে খিস্তির খৈ ফুটছে। পিস্তলের দিকে হাত বাড়ালো সে। নেই। পানিতে পড়ার সময়ই হোল-স্টার থেকে ছিটকে বেরিয়ে গেছে ওটা।

দেখা মাত্রই আগন্তুককে চিনতে পারলো লরা। ক্যানিয়নে আগুনের সামনে দাঁড়ানো লম্বা লোকটা। 'শুভ সন্ধ্যা, ম্যাডাম।' আস্তে আস্তে বললো সে। 'ঐ বজ্জাতটাকে একটু ঠাণ্ডা করতে হচ্ছে।'

'কুকুরটাকে ডুবিয়ে মেরে ফেলুন।' কণ্ঠে আগুন ঝরিয়ে বললো লরা। তারপর হেসে ফেললো। 'কি বলে যে আপনাকে ধন্যবাদ জানাবো? কি যে করবো ভেবেই পাচ্ছিলাম না।'

আবার নড়ে উঠলো কালো ঘোড়াটা। এবং আবারো হাত-পা ছড়িয়ে পানিতে চিতপটাং হলো পল স্টার্ক।

'আপনাকে রিমরক অবধি পৌঁছে দেয়াটাই বোধহয় সবচেয়ে ভালো হবে, ম্যাডাম। ওর বন্ধু বিপদে পড়েছিলো শুনলে আবার রেগে যাবে রিচি।'

'রিচি আপনার বন্ধু?'

'লর্ড রিচি? সে-তো বলতেই হয়।' ঘোড়া ঘুরিয়ে নিলো আগন্তুক। টেনে পানি থেকে পাড়ে এনে ফেললো স্টার্ককে। দড়িতে ঢিল দিতেই ফাঁস থেকে পা বের করে নিলো স্টার্ক।

'তোকে খুন করবো আমি, শালা বানচোত।' চিৎকার করে বলে উঠলো সে।

ঘোড়ার পেটে স্পারের গুঁতো দিলো আগন্তুক। স্টার্কের ঘোড়ার পাশে এসে থামলো ঘোড়াটা। দড়ির মাথা দিয়ে মৃদু কয়েকটা বাড়ি লাগালো ওটাকে। ছুটে পালালো ঘোড়াটা। সেই সঙ্গে বৃষ্টির মতো গালাগাল ঝরতে শুরু করলো স্টার্কের ঠোঁট থেকে।

আগন্তুকের নাম স্টু। লরার কাছে আবার ফিরে এলো ও।

'আপনি বললে,' ভদ্রস্বরে বললো, 'বাকি পথটুকু আপনার সঙ্গে আসতে পারি।'

'সাবধান, ঐ লোকটার নাম পল স্টার্ক।'

'আগেও শুনেছি তার কথা।'

'অনেক মানুষ খুন করেছে শয়তানটা।'

'কিন্তু ব্যাটাকে তো খুব কাহিল মনে হলো ওখানে।' লরার দিকে তাকালো স্টু। 'আপনার জন্যেই অপেক্ষা করছিলো নাকি হারামীটা?'

'হতেও পারে। প্রায়ই এদিকে বেড়াতে আসি আমি।' একটু থামলো লরা, ভাবলো। 'ও হ্যাঁ, মনে পড়েছে, ঐ শয়তানটাও আসে এদিকে।'

'কিন্তু এদিকে তো দেখার মতো তেমন কিছু নেই।'

বিভ্রান্ত স্টু। তারপরই কথাটা মনে পড়লো ওর। 'যদি না ব্রুজে লুকানো লোকগুলোর সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক না থাকে। প্রায় জনাত্রিশেক লোকের একটা দল আছে ওখানে—গানহ্যাণ্ড টানহ্যাণ্ড টাইপের।

'ইণ্ডিয়ান ক্রীকের পুব দিককার ঝরণাটা চেনেন?' বলে চললো স্টু। 'ওখানেই গা ঢাকা দিয়ে আছে লোকগুলো। দুনিয়ার আজে-বাজে লোক দল পাকিয়েছে। একবার অনেক কাছাকাছি চলে গিয়েছিলাম ওদের—আমাদের দেখতে পায়নি ওরা—লোকগুলো ওখানেই লুকিয়ে আছে, কোনো সন্দেহ নেই। ওদের মধ্যে এক-জনকে চিনতে পেরেছি আমি। লোকটার নাম পাইক পারসেল—আইন খুঁজছে ব্যাটাকে।

নামটা যেন শুনেছে কোথাও, ভাবছে লরা।

ইতিমধ্যে রিমরকের সীমান্তে এসে গেছে ওরা। ঘোড়া ঘুরিয়ে ফিরে যাবার জন্যে উদ্যত হলো স্টু।

'কিন্তু আপনি কে তাতো বললেন না? আপনাকে কি বলে ডাকবো আমি?' জানতে চাইলো লরা।

'আমাকে কিছুই ডাকার দরকার নেই, মিস সোনার্স। বেমালুম ভুলে যান আমার কথা। আমি জানি লর্ড আপনাকে খুব পছন্দ করে…তাই বলে ভাববেন না ওই আপনার নামটা আমাদের বলেছে, বলবেও না। আপনার ঘোড়া কটনউড ক্র পেরুনোর সময় খুরের শব্দ শুনে দেখতে এসেছিলাম, কে? তারপর যখন দেখলাম আপনি, ঠিকমতো রিমরকে ফিরতে পারছেন কিনা জানতেই ট্রেইল ধরে পিছু পিছু আসছিলাম আমি।'

'ধন্যবাদ…আচ্ছা, রিচিকে লর্ড বলে ডাকলেন যে?'

'রেলর্ডের সংক্ষেপ—একবার হয়েছে কি, একটা টপহ্যাট মাথায় দিয়েছিলো ও। দেখে বলেছিলাম, 'ইশ্, একেবারে লর্ডের মতো লাগছে।' সেই থেকে 'লর্ড' বলেই ডাকি আমরা ছেলেটাকে।'

'অনেক আগে থেকেই চেনেন নাকি ওকে?'

একটু ইতস্তত: করলো স্টু। তারপর আস্তে আস্তে বললো, "হ্যাঁ। অনেক আগে থেকে। খুব ভালো করে চিনি ওকে। ওর চেয়ে ভালো ছেলে আর হয় না। সুযোগ পেলে ঠিকই র‍্যাঞ্চটা অনেক বড় করে তুলতে পারবে ও।'

'সবাই যে বলছে সে নাকি গরু চুরি করেছে?'

'কে লর্ড? জান গেলেও না।'

'তাহলে গরুগুলো সে পেলো কোত্থেকে?'

"স্প্যানিশ ফর্কে গরুগুলো কিনেছে ও। নিয়ে এসেছে সান

রাফায়েল স্কয়েলের ওপর দিয়ে।'

'কিন্তু সে কি করে সম্ভব।'

'নিশ্চয়ই সম্ভব। বেশির ভাগ সময়ে অসম্ভব, ঠিক। কিন্তু বৃষ্টির পরপর কেউ যদি চেষ্টা করে, যেমন রিচি করেছে, আর কোথায় কোথায় পানি পাওয়া যাবে বলে দেয়ার মতো বন্ধু থাকে, তাহলে অবশ্যই সম্ভব। বিশ্বাস করুন, সত্যি তাই করেছে ও। ওকে যারা সাহায্য করেছে, আমি তাদেরই একজন।'

'আপনাদের এক বন্ধু তো আহত হয়েছে, তাই না?'

'দেখে ফেলেছেন? হ্যাঁ, তাই। খুব চিন্তায় আছি আমরা ওকে নিয়ে।'

'আপনাদের কাছে কিছু নেই—মানে অষুধ-টষুধ?'

'উঁহু, কিচ্ছু না।' তিক্ত কণ্ঠে বললো স্টু। 'একটা সুতোও নেই। ওকে ছেলেটা—মানে রিচির কাছে নেবার চেষ্টা করলেই উল্টো মারামারি বাধিয়ে দিচ্ছে। ভয় করছে, ও গেলে বিপদ হয় যদি রিচির।'

'গুলি লেগেছে নাকি?'

এতোটা এগোনোর পর এখন আর ওকে অবিশ্বাস করা সাজে না, বুঝতে পারছে স্টু। সত্যি বলতে কি, অনেক আগেই মেয়েটাকে পুরোপুরি বিশ্বাস করে ফেলেছে ও। 'হ্যাঁ,' স্বীকার করলো স্টু।

'এখানে একটু দাঁড়ান। দেখি কিছু আনতে পারি কিনা।'

দ্রুত দোকানের দিকে এগিয়ে গেলো লরা। আগেও আহতদের সেবা করেছে ও। তাই কি কি জিনিস লাগবে, অজানা নেই ওর। দোকানদারকে তাড়াতাড়ি ফরমায়েশ দিলো ও।

দোকানদার লোকটা ছোট-খাট। নাম হোয়াইট। চোখ তুলে লরার দিকে তাকালো সে। 'কি ব্যাপার? গুলি খেয়েছে নাকি কেউ র‍্যাঞ্চে?'

'না···আগে থেকেই কিনে রাখছে—আরকি চাচা···বুঝলেন না, গরুচোরদের ঠেকাতে গিয়ে দরকার হতে পারে।'

'ওহ্-হো, তাই তো। তখন তো গোলাগুলি চলতেই পারে।'

ভুরু কুঁচকে কি যেন ভাবলো সে। তারপর হঠাৎ বলে উঠলো, 'কিন্তু সেদিনই তো যাপাতা এসে একগাদা জিনিসপত্র কিনে নিয়ে গেলো।'

'সে যাকগে, আমার জিনিসগুলো দিন তো জলদি,' অধৈর্য হয়ে উঠলো লরা। প্রতি মুহূর্তেই ঐ লোকটার বিপদ হতে পারে। দেরি হচ্ছে দেখলে হয়তো সন্দেহ করে চলেও যেতে পারে। 'তাড়াতাড়ি করুন। খামোখা সময় নষ্ট করবেন না।'

'ঠিক আছে, আপনি যা বলেন,' বিড়বিড় করে বললো হোয়াইট। 'সেদিন মোটে যাপাতা একটা রেজিমেন্টের কাজে লাগার মতো ব্যাণ্ডেজ ফ্যাণ্ডেজ নিয়ে গেলো। মনে হচ্ছে বেহুদা পয়সা···'

'জিনিসগুলো দেবেন, কি না?'

'ও, হ্যাঁ, হ্যাঁ। নিশ্চয়ই।' তাড়াহুড়ো করে জিনিসপত্র প্যাক করে দিলো হোয়াইট। 'মানে আমি ঠিক··'

হাত বাড়িয়ে প্যাকেটটা নিয়েই ঘুরে দাঁড়ালো লরা। দ্রুত এগিয়ে গেলো দরজার দিকে। ভেতরে ঢুকছিলো ম্লেন লারসেন। ধাক্কা লেগে গেলো তার সঙ্গে। কিন্তু ফিরেও তাকালো না লরা। ছুটে বেরিয়ে গেলো ও।

ঘুরে দাঁড়িয়েছে লারসেন। চেয়ে আছে লরার দিকে। হতভম্ব।

আশ্চর্য। আগে তো কখনো এমনটি করেনি মেয়েটা। কাউন্টারের দিকে এগোলো লারসেন।

'আমার কাছে এক পয়সারও অনেক দাম, বুঝলে,' বললো ও। 'দুটো মিষ্টি দাও দেখি। বুড়ো মানুষের জন্যে এই যথেষ্ট।'

'ঐ যে মিস লরা সোমার্স,' বললো হোয়াইট, প্রবল বেগে মাথা নড়ছে তার। 'এরকম পাগলামো করতে কখনো তো দেখিনি তাঁকে। উনি—'

ধৈর্য ধরতে জানে শেরিফ গ্লেন লারসেন। আবার একজন ভালো শ্রোতাও বটে। কোনো রকম মন্তব্য ছাড়াই দোকানদারের সমস্ত কথা মনোযোগ দিয়ে শুনলো ও।

'কোনো ছেলে-টেলের ব্যাপার হবে আরকি,' সবজান্তার মতো ব্যাখ্যা করলো শেষে। 'এ বয়সী মেয়েরা এরকম ক্ষেত্রে একটু অস্থির তো হবেই।'

'তাই তো। এ কথাটা তো মাথায় আসেনি।'

হোয়াইটকে আর কোনো সুযোগ না দিয়ে বেরিয়ে এলো লারসেন। ভেজিয়ে দিলো দরজাটা।

চলে গেছে লরা। শূন্য রাস্তায় ওর উড়িয়ে যাওয়া ধুলো থিতিয়ে আসছে ধীরে ধীরে।

'এখন রওয়ানা হলে,' বেশ জোরে জোরেই বললো লারসেন, 'সাপারের আগেই সোমার্সের র‍্যাঞ্চে পৌঁছে যেতে পারবো মনে হয়। সোমার্স তো বেশ দেরী করেই খেতে বসে।'

কথাটা যতো ভাবলো, ততোই পছন্দ হয়ে গেলো ওর। খুব একটা দূরেও তো না র‍্যাঞ্চটা। আর ডানের বাড়ির খাবারের কথা ভাবলে তো দূরত্বটা কিছুই না।

কান খোলা রাখলে কখন যে কি জানা হয়ে যাবে—কোনো ঠিক আছে ?

বারো

সোমার্সের ডাইনিং রুমটা বিশাল। মোটা মোটা বীমের ওপর শুয়ে আছে নিচু ছাদ। একপাশে বিরাট ফায়ার প্লেস, দেখলেই মুখ হাঁ হয়ে যাবে যে কারো। মানুষ হিসেবে ড্যান সোমার্সকে কিছুটা সৌখিন আর আরামপ্রিয়ই বলা যায়। সুখ শান্তিতে থাকবে বলেই সীমান্তে এসেছিলো ও।

সকালের নাস্তাটা দায়সারা ভাবে সেরে নেয় সোমার্স। দুপুরে খাওয়ার সময়টাতে খেতখামারে নয়তো চাক ওয়াগনে থাকতে হয়, তাই লাঞ্চের ব্যাপারটাও চুকে যায় কোনোমতে। কিন্তু সাপারের বেলায় একেবারে অন্যরকম, টেবিল সাজিয়ে রাজসিক কায়দায় খেতে বসে সে।

অবশ্য এর পেছনে নিজের পছন্দ ছাড়া লরার ভবিষ্যত চিন্তাও একটা কারণ। সোমার্সের ধারণা, সংসারে মেয়েদের, শান্তিপূর্ণ একটা ঘর, সম্মান, সৌজন্যবোধ, আর চালচলনে আভিজাত্যের শিক্ষা বা অভিজ্ঞতা থাকাটা খুবই দরকার।

শেরিফ লারসেন, জন ওলসন, রবার্ট ম্যাকফারসন আর ডাক্তার ফ্রিম্যান প্রায়ই সঙ্গ দিতে আসে সোমার্স'কে। যার যখন ইচ্ছে চলে আসে ওরা। কোনোরকম বাধা-নিষেধ নেই।

সোমার্সের র‍্যাঞ্চে পৌছুলো লারসেন। আগে থেকেই উপস্থিত ছিলো ডাক্তার ফ্রিম্যান আর রবার্ট ম্যাকফারসন, ওকে দেখেই স্বাগতম জানাতে বেরিয়ে এলো।

তাড়াহুড়ো করে কাপড় পাল্টে খাওয়ার টেবিলে যোগ দিতে ঘরে ঢুকছিলো লরা। দরজায় পা রাখতেই উল্টো দিকের দরজা দিয়ে ঢুকতে দেখলো ওদের। কথাবার্তার টুকরো অংশও কানে এলো।

'…ক্যাস্‌নার স্টেশনে ডাকাতি হয়েছে একটা। কমপক্ষে একটা শয়তান গুলি খেয়েছে ওখানে, বুঝলে? ওটা বেনন-গ্যাং না হয়েই যায় না।'

ছোটখাটো মানুষ ডাক্তার ফ্রিম্যান। প্রায়ই মেজাজ মর্জি খারাপ থাকে তার, আর ধৈর্য বলতে তো কিচ্ছু নেই। অথচ ডাক্তার হিসেবে তার জুড়ি মেলা ভার। সীমান্তের লোকরা অবশ্য রুক্ষ মেজাজ বা ব্যবহারে তেমন কিছুই মনে করে না। এসবেই অভ্যস্ত ওরা। চালচলন, আচার ব্যবহারে একটু মার্জিত হলে পশ্চিমে আসার দরকারই হতো না ফ্রিম্যানের; তার অভিজ্ঞতা আর প্রশিক্ষণের সঙ্গে পাল্লা দেবে, এমন আরেকজন ডাক্তার সারা দেশে আছে কিনা সন্দেহ।

এই মুহূর্তে অধৈর্য হয়ে আছে ফ্রিম্যান। 'খেত্তেরিকা, লারসেন।' ধমকের সুরে বললো সে। 'ঐ রিচি ব্যাটাকে অ্যারেস্ট করছো কখন, অ্যা? জানো ঠিকই যে, ব্যাটা আস্ত চোর। খুনীও হতে

পারে, বলা যায় কিছু? গরু চুরির কথাটা সে নিজেও নাকি স্বীকার করেছে।'

'চুরিটুরির কোনো আলামত আমি পাইনি। আমোসের কাছে শুনলাম, গত কয়েক দিনের ভেতর ব্যাংক থেকে প্রায় চার হাজা-রের মতো ডলার উঠিয়ে নিয়েছে রিচি।'

'আমাদের সবার গরুই চুরি হয়ে যাচ্ছে,' মৃদু স্বরে বললো ওলসন। 'কই সে আসার আগে তো কক্ষণো এমন হয়নি? হ্যাঁ, স্বীকার করছি, কোনো সাক্ষী প্রমাণ নেই। কিন্তু তারপরও তো কথা থাকে, নাকি?'

গরুর মাংসের একটুকরো রোস্ট তুলে নিয়ে প্লেটটা শেরিফের দিকে ঠেলে দিলো ম্যাকফারসন। 'স্প্যানিশ ফর্কে তোমার ভাই-পোর গরু নিয়ে আটকা পড়ার কথাটা আমিই রিচিকে বলেছি, ডাক্তার। ওগুলো বেচার সম্ভাবনার কথাও বলেছিলাম। তুমি সেদিন বললে না, তোমার ভাইপোর নাকি টানাটানি যাচ্ছে, টাকা চেয়ে পাঠিয়েছে সে?'

'হ্যাঁ, চেয়েছিলো তো? কিন্তু দেইনি। কেন দেবো? ছোক-রাটা টাকা পয়সার মর্ম একেবারেই বোঝে না। খামখেয়ালে খামোখা টাকা ওড়াবে। গরুর ব্যাপার সে বোঝেটা কি? সব কাজে বোকামি। মরেছেও তো সেজন্যেই। মেরে সব কিছু ছিনিয়ে নিয়ে গেছে। ওর কাছে টাকা থাকার কথা জানে কে? জানার মতো একজনই তো আছে। রিচি।'

'কমসে কম আরো অন্তত: একডজন লোক জেনেথাকতে পারে কথাটা,' বললো ম্যাকফারসন। 'আশ্চর্য, যেভাবে প্রায় বিনা প্রমাণে রিচিকে চোর খুনি ঠাওরাচ্ছো, ডাক্তার, ওভাবে রোগীর

শরীরে অপারেশন চালালে, একটা মানুষও তো বাঁচাতে পারবে না।'

'অপারেশন—ঠিক বলেছো! এ কাজটাই দরকার। সোজা ফাঁসিতে লটকে দেয়ার একটা অপারেশন!'

'অসম্ভব খাটতে পারে রিচি ছেলেটা,' হঠাৎ বলে উঠলো সোমার্স। 'সে রাতে ওর র‍্যাঞ্চে গেলাম না আমরা? তখনই খেয়াল করেছি ব্যাপারটা। প্রচুর পরিশ্রম করেছে ও। অমন একটা ছেলে কিছুতেই চোর হতে পারে না।'

চকিতে একবার চাচার দিকে চাইলো লরা। কৃতজ্ঞ দৃষ্টি। কথাটা বলতে পেরে নিজের ওপরেই খুশি হয়ে উঠলো সোমার্স, যদিও জানে না কদ্দূর সত্যি কথা বলেছে ও।

প্রচুর পরিশ্রম করেছে ছেলেটা, র‍্যাঞ্চে পৌছুনোর অনেক আগেই সোমার্স লক্ষ্য করেছিলো সেটা। একটা নালা পেরুনোর সময় বাঁধ দেখতে পেয়েছে ও, পানি ধরে রেখেছে ওটা। আরো কিছুটা এগোনোর পর ঢালুমতো জায়গায় আরেকটা বড় বাঁধও চোখে পড়েছে। এ ধরনের বাঁধের কথা অনেক শুনেছে সোমার্স—নিজে কখনো বানায়নি। র‍্যাঞ্চে পৌছে, ঘর, কোরাল,—সবই খুব ভালো ভাবে খেয়াল করেছে ও। একটা চোর কক্ষণো ওভাবে ঘর বানাতে পারে না, স্থায়ী ভাবে থাকতে ঘর বানায় না তারা। স্থায়ী ভাবে থাকার জন্যেই রিচির ঘরটা বানানো হয়েছে যেন। দেখেই মনে হয়েছে, ওটাকে আরো বড়ো করার ইচ্ছে আছে ছেলেটার। এই ছেলে চোর হয় কি করে?

'মোর্টের কথাই ঠিক,' ঘোষণা করলো ফ্রিম্যান। 'শেরিফ কিছু না করলে, আমাদেরই সবকিছু দেখতে হবে।'

এক টুকরো রুটিতে ধীরে সুস্থে মাখন লাগিয়ে ওটায় কামড় দিলো লারসেন, তৃপ্তির সঙ্গে চিবুতে লাগলো। যাই বলো, সোমার্সের বাড়ির মাখনের কোনো তুলনাই হয় না।

'করার কিছু থাকলে,' বললো লারসেন, 'ঠিকই করবো আমি, বলতে হবে না।' নীলচোখ তুলে টেবিলের উল্টোদিকে ডাক্তারের দিকে চাইলো ও। 'কিন্তু মোর্ট হারপার বা আর কেউ যদি কারো সঙ্গে লাগাতে যায়, তাকেই অ্যারেস্ট করে বিচারের ব্যবস্থা করবো, পরিষ্কার বলে দিচ্ছি,' হাসলো লারসেন, 'তুমিও বাদ যাবে না, ডাক্তার।'

রাগ কিংবা কর্তৃত্বের কোনো সুর নেই কণ্ঠে—নেহায়েতই সাদামাটা ভাবে কথাগুলো বলেছে লারসেন। কিন্তু ডাক্তার ফ্রিম্যান জানে, ঠাট্টা করছে না লারসেন। যা বলেছে দরকার হলে ঠিক তাই করবে সে।

খাওয়ার পালা চুকতেই ব্র্যাণ্ডি আর সিগার খেতে দল বেঁধে সোমার্সের স্টাডিতে চলে গেলো সবাই। লরার সঙ্গে খাবার ঘরে রয়ে গেলো লারসেন। বললো, 'আমি বুড়ো মানুষ। তোমার মতো একটা লক্ষ্মী মেয়ের সঙ্গই আমার জন্যে অনেক ভালো। তাই রয়ে গেলাম।'

হঠাৎ আতঙ্কিত হয়ে পড়লো লরা। এখনই কি জেরা শুরু করবে? শুরু হবে হাজারটা প্রশ্ন? 'সবাই বলে আপনি নাকি সুইডিশ। কই আপনার কথা শুনে তো মনে হয় না, শেরিফ?' তাড়াতাড়ি কোনোমতে বলে উঠলো ও।

হেসে ফেললো লারসেন। 'আসলে কি জানো, আমার বাবা ছিলেন সুইডিশ; কিন্তু মা ফ্লেমিশ। আমার জন্ম হয়েছিলো

আবার হল্যাণ্ডে। তাই সুইডিশ, ডাচ্, ফ্লেমিশ সব ভাষাতেই মোটামুটি কথা বলতে পারি। ফ্রেঞ্চও পারি একটু একটু।

'কিন্তু বেশির ভাগ সময়ই,' যোগ করলো সে। 'অন্যের কথা শুনতেই ভালো লাগে। এই যেমন ধরো, আজ দোকানদারের কাছে কতো কথা শুনলাম। কথা বলতে পাগল হয়েছিলো যেন লোকটা।'

ভয় পেলেও চেহারায় তার ছাপ পড়তে দিলো না লরা। কিছুতেই ঐ লোকগুলোকে ধরা পড়তে দেয়া যাবে না। ওদের রক্ষা করতেই হবে। অচেনা, নাম না জানা লোকটা ওকে বিশ্বাস করেছে। মস্তবড় বিপদ থেকে বাঁচিয়েছে ওকে। লোকটা না থাকলে আজ কি যে হতো ভাবতেই শিউরে উঠছে সর্বশরীর। এরকম বিপদে জীবনেও পড়েনি ও।

বুঝে শুনে কথা বলতে হবে, ভাবলো লরা। 'হ্যাঁ, গিয়েছিলাম তো ওখানে। কিন্তু দোকানদারের সঙ্গে তো কোনো কথাই হয়নি আমার,' শান্ত কণ্ঠে বললো ও।

চোখের পাতা পিট পিট করে উঠলো লারসেনের। 'রিমরকের মতো একটা জায়গায় অনেক কিছু জানতে হয় শেরিফকে, বুঝলে? অনেক জরুরী সিদ্ধান্ত তাকেই নিতে হয়। ফয়সালা করতে হয়। আদালত টাদালত এখান থেকে কতো দূরে সে তো জানোই। আমাদের সমস্যার সমাধান তো আমাদেরই করতে হবে, তাই না?'

উঠে গিয়ে লারসেনের কাপ আবার ভরে দিলো লরা। অপেক্ষা করছে। কিন্তু এরপরের কথা শুনে অবাক হলো ও। লারসেন বললো, 'আমার কথা হচ্ছে, মেয়েদের...আসলে... খুব সাবধানে ঘোরা ফেরা করা উচিত। ব্যাণ্ডেজ দিয়ে কি করেছো না করে-

ছো, সেটা কিন্তু মোটেই জানতে চাইছি না আমি।'

ধপ করে লারসেনের মুখোমুখি একটা চেয়ারে বসে পড়লো লরা। 'একজন লোককে দিয়েছি ওগুলো। লোকটা বোধহয় কোনো আউট-ল। আসলেই কিনা জানি না। হলেও কিছু যায় আসে না। সে না থাকলে আমার যে আজ...'

একটু ইতস্ততঃ করলো লরা, তারপর জায়গার নাম গোপন করে সংক্ষেপে সন্ধ্যার ঘটনাটা আগাগোড়া বলে গেলো ও।

'আচ্ছা, তাই? অথচ স্টার্কের আরো চালাক চতুর ভেবেছিলাম আমি।'

জিজ্ঞেস করার আর কিছু নেই। ব্যাপারটা পরিষ্কার বুঝতে পারছে লারসেন—অন্ততঃ ওর ধারণা তাই। একটা ব্যাপারে লারসেনের কোনো সন্দেহই নেই, আহত লোকটা বেনন গ্যাং-এরই কোনো সদস্য।

একটু আগে সত্যি কথাই বলেছে লারসেন। এখান থেকে আদালত আসলেই অনেক দূরে, উত্তরে। কোনো আসামীকে সেখানে নেয়াটা হয়তো কঠিন নয়, কিন্তু সাক্ষী জোগাড় করা, আর নিখুঁত একটা মামলা দাঁড় করানো সত্যিই কঠিন। তাই শেরিফকে তার নিজস্ব বিচার বুদ্ধির ওপরেই নির্ভর করতে হয়। তাকে হতে হয় তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সম্পন্ন আবার একই সঙ্গে অন্ধও। লারসেন জানে, অনেক গোলমালই আপনা আপনি মিটে যায়। আবার এমন কিছু ব্যাপার আছে, মীমাংসার জন্যে কাউকে বা কিছু একটাকে সরিয়ে দিতে হয়।

কচিৎ কাউকে গ্রেপ্তার করে শেরিফ গ্লেন লারসেন; মামলা নিয়ে আদালতে যায় তারচে'ও কম।

আউটল-দের একটা দল 'বেনন গ্যাং,' আইন খুঁজছে এদের। কিন্তু আউট-ল হলেও মনুষ্যত্ব রয়েছে ওদের ভেতর। হ্যাঁ, ওরা দুর্দান্ত, দুঃসাহসী আর ধূর্ত বটে; কিন্তু মানুষও।

এখনো এই এলাকায় কোনো গণ্ডগোল করেনি ওরা। ওদের ধরতে গেলে, বুঝতে পারছে লারসেন, মরিয়া হয়ে লড়বে ওরা। কিন্তু ধরা দেবে না কিছুতেই।

কফিতে চুমুক দিচ্ছে, আর ভাবছে লারসেন। হঠাৎ আপন মনে হেসে উঠলো সে। একটু আগে উঠে গেছে লরা। ডাইনিং হলে এখন একা ও। সতর্ক ভাবে প্রত্যেকটা ক্রীক, জায়গা, এমন কি আউট-ল লোকটার চেহারার বর্ণনা পর্যন্ত এড়িয়ে গেছে মেয়েটা। বিপদ ঘনিয়ে আসছে ক্রমশঃ, স্পষ্ট অনুভব করছে লারসেন, অথচ এড়ানোর কোনো উপায়ই দেখছে না ও।

ড্যান সোমার্সের অনীহাই তখন পর্যন্ত ঠেকিয়ে রেখেছে সমস্ত গোলমালটা। ওদিকে নিজের হাতে নিয়ন্ত্রণ তুলে নিতে মুখিয়ে আছে মোর্ট হারপার, আজানা নেই লারসেনের। সোমার্সের এতোদিনকার কর্তৃত্ব তুলে নিতে চাইছে সে নিজের হাতে।

বোঝাই যাচ্ছে, স্টার্কের হাতে আক্রান্ত হওয়ার কথা চাচাকে বলেনি লরা। বললে আর ডাইনিং হলে বসে আয়েসী খাবার খেতো না সোমার্স। দলবল সহ ঠিক বেরিয়ে পড়তো। খুঁজে বের করতো স্টার্ককে। কোনো গাছের ডালে ব্যাটাকে লটকে দিয়ে তবেই ফিরতো, তার আগে না।

কাপটা নামিয়ে রাখলো লারসেন। এখন, তার মানে, ওকেই স্টার্কের ব্যবস্থা করতে হবে। লোকটার কাছে যাবে ও। শহর থেকে ভাগতে বলতে হবে তাকে।

গ্লেন লারসেন সাহসী লোক, নিজেও জানে সেটা। কিন্তু স্টার্ক লোকটার কথা ভাবতেই পাকস্থলির ভেতর প্রজাপতি যেন ডানা ঝাপ্‌টানো শুরু করে দিয়েছে। সাহসী, কিন্তু তাই বলে গান-ফাইটার তো নয় ও। সত্যি কথা, ইণ্ডিয়ানদের সঙ্গে লড়েছে লারসেন ; মোষ শিকার করেছে, ইউরোপে থাকতে বেশ কিছুদিন আর্মিতেও ছিলো। কিন্তু পিস্তল চালনায় স্টার্কের ধারে কাছেও ঘেঁষতে পারবে না সে। তবুও যেতেই হবে, বলতেই হবে কথাটা।

ডাইনিং রুম থেকে বেরিয়ে এলো লারসেন। ম্যাকফারসন অপেক্ষা করছিলো ওর জন্যে। 'যাবে এখন ? এক সঙ্গে যেতে চাইবে ভেবে বসে রয়েছি।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।'

ম্যাকফারসন লোকটার সঙ্গে কথা বলে শান্তি পাওয়া যায়। পাশাপাশি ঘোড়া চালিয়ে এগোতে এগোতে ম্যাকফারসনের সঙ্গে কথা বলতে লাগলো লারসেন। সংক্ষেপে সারাদিনের সব ঘটনা জানালো ওকে। লরার সাহায্যে এগিয়ে আসা আউট-ল লোক-টাকে বেনন-গ্যাং-এর সদস্য সন্দেহ করার কথাও বললো। ব্যাণ্ডেজ আর অষুধের প্রসঙ্গ নিয়েও কথা বললো।

বেশ খানিকক্ষণ চুপচাপ এগোলো ওরা। তারপর হঠাৎ কথা বলে উঠলো ম্যাকফারসন। 'আচ্ছা, গ্লেন, বেনন্‌ গ্যাং-এ চার-জনের বদলে পাঁচজন থাকার গুজবটা শুনেছো কখনো ?'

'হ্যাঁ।'

'অথচ এখন মাত্র চারজন। ক্যাসনার স্টেশনে মাত্র চারজনই ছিলো ওরা।'

'অন্য লোকটার কথা তোমার কাগজে একবার লিখেছিলে বোধহয়।'

হাতের ঝাপটায় কথাটা উড়িয়ে দিলো ম্যাকফারসন। 'দূর, আমারই বোধহয় ভুল হয়েছিলো। কারণ, চারজনের বেশি কক্ষণো কাউকে দেখা যায়নি ওদের দলে।'

রিমরকের দিকে এগিয়ে চলেছে ওরা। জানে না, দাবার ঘুটি চালা হচ্ছে ওখানে। যখন তখন ঘটে যেতে পারে যা ইচ্ছা তাই।

অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে হারানো পিস্তলটা খুঁজছে পল স্টার্ক। ভিজে চুপচুপে হয়ে আছে তার সমস্ত কাপড়-চোপড়। অনেকক্ষণ ধরে খুঁজেও পেলো না স্টার্ক পিস্তলটা। ব্যর্থ হয়ে অবশেষে ঘোড়াটা যেদিকে ছুটে গেছে সেদিকেই হাঁটা দিলো।

ভাগ্য ভালো, পোয়া মাইলের মতো এগোতেই ঘোড়াটা পেয়ে গেলো স্টার্ক। একটা ঝোপের সঙ্গে লাগাম আটকে যাওয়ায় বেশি দূর যেতে পারেনি। ঘোড়ায় চেপে রিমরকের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলো সে। শহরে পৌছুতে পৌছুতে ঠাণ্ডায় জমে বরফ হওয়ার জোগাড়। রাগে, ক্রোধে সাপের মতো ফুঁসছে লোকটা।

কটে শুয়ে কাগজ পড়ছিলো নিক কার্টার। পলস্টার্ক ঘরে ঢুকতেই ঘাড় ফিরিয়ে চাইলো। স্টার্কের অবস্থা দেখে মুখ 'হাঁ' হয়ে গেলো তার।

'তোমার আবার কি হলো?'

'চোওপ্ শালা!'

আবার স্টার্কের দিকে তাকালো নিক। চোখে চোখে পড়তেই চুপসে গেলো সে। কাপড় ছেড়ে নোংরা একটা তোয়ালে দিয়ে

গা মুছলো পলস্টার্ক। শুকনো কাপড় পড়ে নিলো। চুপচাপ তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলো নিক।

হঠাৎ ওর দিকে ফিরে তাকালো স্টার্ক। 'সিম্পসনকে বলেছিলি না, রিচিকে নাকি আগেও কোথায় দেখেছিস তুই—মনে পড়েছে ?'

ইতস্তত: করলো নিক কার্টার। রেগে টং হয়ে আছে স্টার্ক। এখন আরো উস্কে দিলে আর রেহাই নেই। শ্রেফ খুন করে ফেলবে। স্টার্ককে ভালো করেই চেনে সে। কিন্তু সিম্পসন যে আর কাউকে কথাটা বলতে মানা করলো। অনেক ক'টা টাকার ব্যাপার।

'না,' বললো সে।

ঘুরে দাঁড়িয়ে নিকের মুখোমুখি হলো স্টার্ক। 'ধুশ্ শালার নিক !' খেঁকিয়ে উঠলো সে। 'পরে যদি দেখি মিথ্যা কথা বলেছিস তুই, একেবারে হাগিয়ে ছেড়ে দেবো তোকে, মনে থাকে যেন। বাপের নাম যদি না ভুলিয়েছি তোর, আমার নাম স্টার্ক না।'

জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটলো নিক। উঠে বসলো আস্তে আস্তে। ধুত্তোর শালার টাকা পয়সা, জাহান্নামে যাক। জানটা তো বাঁচাই আগে। মরে গেলে আর টাকা দিয়ে হবে টা কি।'

'মানে, আমি ঠিক শিওর না,' বললো নিক, 'একটু একটু যেন মনে পড়ছে।'

'শোনা তো দেখি ?'

'ঐ রিচি ব্যাটাকে···মনে হয়···প্রেসকটে'র ওদিকে একবার দেখেছিলাম। ব্রক বেননের সঙ্গে ছিলো শালা।'

সশব্দে মাটিতে পা ঠুকলো স্টার্ক। সন্তুষ্টির সঙ্গে মাথা ঝাঁকালো। 'দারুণ! এই তো চাই। তাহলে ক্রীকের পাশে ঐ হারামিটা স্ট-

-না হয়েই যায় না।'

'কিসের কি বলছো?'

'বেনন গ্যাং-এর জন্যে কতো টাকা পুরস্কার দিতে পারে জানিস?'

'নয় দশ হাজার হবে।'

'নে, উঠে পড়, জলদি। বসের কাছে যাচ্ছি। সব শালাকে একসঙ্গে বেঁধে কড়কড়ে কতোগুলো টাকা পকেটে ভরা যাবে। বানচোতরা কোথায় জানি আমি।'

নিজের অফিসে একা বসে আছে সিম্পসন। স্টার্ক আর নিক কার্টার এসেছিলো। একটু আগে চলে গেছে ওরা। কি করতে হবে ওদের বলে দিয়েছে সিম্পসন। যা ভেবেছিলো রাতচে বেশি সময় অপেক্ষা করতে হলো ওকে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ঠিকই জমে উঠতে শুরু করেছে খেলা। যদিও একথা ঠিক ওর প্ল্যান মাফিক এগোয়নি কিছুই। রিচি আর সোমার্সের মধ্যে গরু নিয়ে হাঙ্গা-মাটাই বাধেনি। বাধলে, সোমার্স শালা এতদিনে মরে ভূত হয়ে যেতো। কেন যে শালা ঝিম মেরে গেলো বোঝা যাচ্ছে না। তবে এখনকার নতুন অবস্থাটাও নেহাৎ খারাপ না।

সিম্পসনের নিজস্ব কিছু লোকজন আর ঐ মাথা গরম মোট-হারপার লোকটাকে নিয়ে রিচির র‍্যাঞ্চে হামলা চালাতে যাচ্ছে পল স্টার্ক। বেনন শালারাও শিওর পাল্টা হামলা চালাবে। আর তখনই শুরু হবে যাকে বলে গানফাইট। সবকিছুর শেষে দায়ী হবে ঐ বেনন ব্যাটারাই।

যে সুযোগের অপেক্ষায় এতোদিন ছিলো সিম্পসন, এসেছে সেটা।

উঠে দাঁড়ালো সিম্পসন। সেলুনের পেছন দিককার দরজাটার দিকে এগিয়ে গেলো। হ্যাচি নামে মাথা মোটা এক মেক্সিকান ছোকরা সেলুনের পেছনের ঝুপড়িটাতে থাকে। তার বয়স মাঝে মাঝে সিম্পসনের ফাই-ফরমায়েশ খেটে দেয়। তেমনি একটা ফরমায়েশই এখন তাকে দিতে যাচ্ছে সিম্পসন।

ছেলেটাকে এক ডলারের একটা নোট দিয়ে একটা চিরকুট ড্যান সোমার্সের কাছে পৌঁছে দিয়ে আসতে বললো সে।

এবার বারের পেছনে নিজের ঘরে এসে ঢুকলো সিম্পসন। আলমিরা খুলে একটা পিস্তল বের করলো। সযত্নে পিস্তলটা সাফ করে গুলি ভরলো। সিক্সগানটাও পরীক্ষা করলো সে, গুলি ভরে নিলো সেটাতেও। পরের কাজটা নিজের হাতেই করতে চায় সিম্পসন। কোনো মতেই ব্যর্থ হওয়া চলবে না।

'তারপর,' আপন মনে বলে উঠলো সিম্পসন, 'দেখবো কোথায় যাও তুমি, লরা।'

তেরো

কেব্‌ল ক্যানিয়ন ছেড়ে ডার্ক ক্যানিয়ন মালভূমির প্রান্তে এসে ঘোড়া থামালো রেলর্ড রিচি। ঘামে জবজব করছে সর্বশরীর। ক্লান্ত। পশ্চিমে লুটিয়ে পড়ছে সূর্যটা। হাতের কাজ শেষ করেই ফিরছে রিচি।

ফেব্‌লৃ ভ্যালির নিম্নাঞ্চলে ভালো ভালো কয়েকটা গাভী আর একটা তাগ্‌ড়া ষাঁড়ের পাল আলাদা করে রেখে এসেছে রিচি। প্রচুর ভালো ঘাস আছে ওখানে, গরুগুলোর অন্য কোথাও চলে যাবার সম্ভাবনা নেই।

রিচি জানে না ঠিক এই মুহূর্তে রওয়ানা হয়েছে পল স্টার্ক। লরার সঙ্গে দেখা হবে তার একটু পরেই। ওদিকে অনেক আগেই র‍্যাঞ্চে এসে পৌঁছেছে রক বেনন। রিচির জন্যে অপেক্ষা করছে।

ক্যাম্পে অ্যালেক্সের সঙ্গে একা রয়েছে প্যাট্রিক। উত্তেজিত ভাবে পায়চারী করছে। বিড় বিড় করে বলছে কি যেন। ক্ষত দেখে সেটা কতোটা মারাত্মক, না বোঝার মতো নির্বোধ ও নয়। জানে, অ্যালেক্সের অবস্থা খুবই খারাপ। চিকিৎসা ছাড়া এখানে এভাবে ফেলে রাখলে কেউ বাঁচাতে পারবে না ওকে। যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব কিছু একটা করা দরকার। কিন্তু করবেই বা কি? মনস্থির করে ফেললো প্যাট্রিক। নাহ্‌, বেননের জন্যে আর বসে থাকা যায় না।

ব্যথার ঘোরে প্রলাপ বকছে অ্যালেক্স, কাঁদছে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে।

তড়িৎ গতিতে জিনিসপত্র গোছগাছ করতে শুরু করলো প্যাট্রিক। ও যা করতে যাচ্ছে, এর ফলে হয়তো মারাই যেতে পারে অ্যালেক্স, কিন্তু না করেও উপায় নেই। গোছগাছ শেষ করে ঘোড়ার পিঠে জিন চাপিয়ে অ্যালেক্সের কাছে গিয়ে দাঁড়ালো প্যাট্রিক। 'ভাগছি আমরা, অ্যালেক্স,' বললো ও। 'উঠতেই হচ্ছে তোমাকে।'

'ভাগছি, কথাটার মানে বুঝতে বেগ পেতে হলো না আউট-ল অ্যালেক্সের। ভাগছি, মানে বিপদ আসছে, পালাতে হবে। প্যাট্রি-

কের কাঁধে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়ালো ও। দাঁতে দাঁতে চেপে অনেক কষ্টে উঠে বসলো ঘোড়ার পিঠে। জিনের সঙ্গে ওকে ভালো করে বেঁধে নিলো প্যাট্রিক।

ক্যাম্পে ওদের উপস্থিতির চিহ্ন নষ্ট করতে গিয়ে এক মুহূর্তও অপচয় করলো না ও। অ্যালেক্সের ঘোড়ার সঙ্গে আরো দুটো মালবাহী ঘোড়া নিয়ে বেরিয়ে পড়লো। খুব বেশি হলে ঘণ্টা খানেক আগে গেছে রক, স্ট, তারচেয়েও কম।

একের পর এক সুতোয় টান পড়ছে মরুভূমির সর্বত্র। চূড়ান্ত মুহূর্তের দিকে ধেয়ে চলেছে সমস্ত ঘটনা আর চরিত্র। কিন্তু কেউ-ই জানে না সেটা।

অস্তগামী সূর্যকে পেছনে রেখে র‍্যাঞ্চে ঢুকলো রিচি। প্রথমেই ওর চোখে পড়লো রক বেননকে। ওর দিকেই এগিয়ে আসছে সাদাচুলো আউট-ল। দরজায় দাঁড়িয়ে আছে ব্যাট, চেয়ে আছে এদিকে।

অ্যালেক্সের কথা বলতে মাত্র মুখ খুলেছে রক, এমনি সময় পেছনে তিনটি ঘোড়া নিয়ে র‍্যাঞ্চে এসে ঢুকলো প্যাট্রিক। 'রক,' বললো সে, 'কি করবো, কিছুতেই আর দেরি করতে পরলাম না।'

'ব্যাট।' চিৎকার করে উঠলো রিচি। 'জলদি! জলদি বিছানা ঠিক কর!' মেক্সিকান ব্যাট বিছানা ঠিক করতে ভেতরে চলে গেলো। রক আর রিচি মিলে ঘোড়ার পিঠ থেকে নামিয়ে আনলো অ্যালেক্সকে। ধরাধরি করে ওকে নিয়ে ঘরের দিকে এগোলো ওরা।

বিছানায় শুইয়ে দিয়ে ক্ষতস্থানটা একবার দেখলো রিচি। পরমুহূর্তে টুপিটা হাতে তুলে নিয়ে এগিয়ে গেলো দরজার দিকে।

'যাচ্ছো কোথায় ?' জানতে চাইলো বেনন।

'ওকে ডাক্তার দেখাতে হবে। রিমরকে ডাক্তারের কাছে যাচ্ছি।' আর কিছু শোনার অপেক্ষা করলো না রিচি। বেরিয়ে এলো বাইরে। নতুন একটা ঘোড়ায় জিন চাপিয়ে উঠে বসলো ওটার পিঠে। তারপর রিমরকের ট্রেইল ধরলো।

দীর্ঘ বিশমাইল পথ দ্রুত পেরিয়ে এলো রিচি। জোয়ান তাগড়া দুন ঘোড়াটা ছুটতেও পারে অসম্ভব জোরে।

নিজের ঘরে বিছানায় বসেছিলো রবার্ট ম্যাকফারসন। এক-পায়ের জুতো খুলে অন্যটা খোলার জন্যে হাত বাড়িয়েছে, দর-জায় টোকার শব্দ হলো। রিচি।

'ডাক্তার ফ্রিম্যানকে তো আপনি চেনেন। একটু যাবেন আমার সঙ্গে ? ওঁকে আমাদের খুব দরকার।'

ইতস্তত: করলো ম্যাকফারসন। 'ফ্রিম্যান তো তোমার ওপর মহা খাপ্পা হয়ে আছে। ওর ধারণা, ভাইপোকে খুন করে তুমিই ছিনিয়ে নিয়েছো গরুগুলো।'

'চাইলে আমি তাকে বিক্রির রসিদ দেখাতে পারি,' বললো রিচি। 'তাতে কি আর তার ধারণা পাল্টাবে ? কিন্তু রিমরকে উনি ছাড়া আর কোনো ডাক্তারও নেই। এদিকে র‍্যাঞ্চে আমার এক লোকের অবস্থা খুবই খারাপ, জরুরী চিকিৎসা দরকার। উপায় নেই, ঝুঁকিটা নিতেই হবে।'

ডাক্তার ফ্রিম্যানের বাসায় এসে পৌছুলো ওরা। ডেস্কে বসে হিসাবপত্র দেখছিলো ফ্রিম্যান। চোখ তুলে তাকালো। রিচিকে দেখেই কঠিন হয়ে উঠলো তার চেহারা।

'দেখুন,' বলে উঠলো রিচি। 'র‍্যাঞ্চে আমার একজন লোকের গায়ে গুলি লেগেছে। এক্ষুণি ওর চিকিৎসা দরকার। আপনি যাবেন, ডাক্তার?'

'তোমার লোক গুলি খাবে না তো খাবে কে? তুমি নিজেই তো আস্ত একটা খুনী,' শীতল কণ্ঠে বললো ডাক্তার ফ্রিম্যান।

'শুনুন ডাক্তার, অন্য সময় কথাটা বলার আগে দেখে নেবেন হাতে যেন একটা পিস্তল থাকে। কিন্তু আজ আপনাকে আমার খুবই দরকার। যা ইচ্ছে বলুন, কিচ্ছু বলবো না। ও হ্যাঁ, আমার কাছে কিন্তু একটা বিক্রির রসিদ আছে, সাক্ষি সহ। দেখতে চান?'

'সাক্ষি সহ?'

'হ্যাঁ।'

'তাতে এখন আর কিছু যায় আসে না।' উঠে দাঁড়ালো ডাক্তার ফ্রিম্যান। 'আগে তোমার রোগীকে দেখতে চাই। তারপর সবকিছুর ফয়সালা হবে। ভেবো না, পিস্তলের নাম শুনলেই ভয় পেয়ে যাবো। তোমার জন্মের আগেই পিস্তল চালানো শিখেছি আমি।'

র‍্যাঞ্চে পৌঁছে মুহূর্ত মাত্র সময় নষ্ট করলো না ডাক্তার ফ্রিম্যান। বাইরে দাঁড়ানো স্টু-র দিকে একবার তীব্র নজর হেনেই ঘরে ঢুকে পড়লো। আহত অ্যালেক্সের পাল্‌স দেখলো। তারপর ব্যাণ্ডেজ খুলে ক্ষতস্থানটা পরীক্ষা করে চোখ তুলে চাইলো রিচির দিকে। 'বুলেটটা বের করা হয়েছে নাকি?'

'না।'

'তাহলে এক্ষুণি বের করতে হবে গুলিটা।'

হঠাৎ ঘোড়ার খুরের শব্দ ভেসে এলো উঠোন থেকে। তড়িৎ গতিতে ছুটে গেলো রিচি। পিস্তল বেরিয়ে এসেছে হাতে ওর অজান্তেই। বাংক হাউজের দরজায় দাঁড়িয়েছে রক বেনন। আস্তাবলের কাছে স্টু। দুজনের হাতেই উদ্যত রাইফেল। তৈরি।

লরা এসেছে।

'রেনর্ড'—এই প্রথম রিচিকে নাম ধরে ডাকলো লরা—'ওরা আক্রমণ করতে আসছে তোমাদের। স্টার্ক আর মোট হারপার। আমাদের র‍্যাঞ্চে গেছে চাচাকে নিতে। কিন্তু চাচা আসছে না।'

কোনোরকম দ্বিধা ছাড়াই নিজ হাতে সব দায়িত্ব তুলে নিলো রিচি। 'স্টু' তাড়াতাড়ি বললো ও, 'জলদি যাও—কোরালের পাশেই একটা ট্রেইল পাবে—ওটা ধরে পাহাড়ে উঠে পড়ো। ওখান থেকে অনায়াসে চারদিকে চোখ রাখতে পারবে। ওরা আসছে দেখা মাত্রই এসে জানাবে আমাকে, কেমন?'

দরজায় এসে দাঁড়ালো ডাক্তার ফ্রিম্যান। 'লরা, একটু সাহায্য করবে আমাকে?'

অদৃশ্য হয়ে গেলো ডাক্তার। পিছু পিছু ঘরে এলো রিচি। দেয়ালের কুলুঙ্গি থেকে বিক্রির রসিদ বের করলো ও।

'আপনার ভাইপোর সই না এটা? আর এটা হচ্ছে সাক্ষি। স্প্যানিশ ফর্কের বারটেণ্ডার।'

এক পলক রসিদটার দিকে চাইলো ফ্রিম্যান। 'হ্যাঁ, ডুডেরই হাতের লেখা ওটা। বারটেণ্ডার লোকটাকেও চিনি আমি।'

রিচিকে পেছনে ফেলে এগিয়ে গেলো ফ্রিম্যান। 'রেখে দাও, এখন আর এসবের সময় নেই।'

'ভাবলাম কথাটা আপনাকে জানানো উচিত···আমাদের ওপর প্রতিপক্ষ

হামলা হতে যাচ্ছে।'

ঝট করে ঘুরে দাঁড়ালো ফ্রিম্যান। 'আহা। দেখছো না ব্যস্ত আমি! হামলা হলে ঠেকাও। একে বাঁচাতে চাইলে দূরে সরিয়ে রাখো ওদের—ব্যস।' চিৎকার করে বললো সে।

আর কিছু না বলে বেরিয়ে এলো রিচি। বেনন আর প্যাট্রিকের উদ্দেশে বললো, 'শুনলে তো কি বললো? এখন আমাদের ওপরেই নির্ভর করছে সব কিছু।'

'আমার ওপরও, সিনর,' বললো ব্যাট। 'আমিও আপনাদের একজন না?'

'ঝামেলাটা চুকে গেলেই আমরা এখান থেকে চলে যাবো, রিচি,' বললো রক বেনন।

'তোমরা গেলে,' জবাব দিলো রিচি। 'আমিও যাচ্ছি তোমাদের সঙ্গে।'

'মানে?' জানতে চাইলো রক।

'মানে একদম সোজা, কোথাও যাচ্ছো না তোমরা। দেখো, রক, ওখানে আজরাইলের সঙ্গে যুঝছে অ্যালেক্স। বাঁচবে কিনা খোদাই জানে। অল্পের জন্যে বেঁচে গেছে প্যাট্রিক। সবদিকে তোমাদের মুশকিল। এখান থেকে বেরুলেই বিপদে পড়বে তোমরা। কথাটা আমার চেয়ে তুমি আরো ভালো জানো।'

'তো?'

'একা একা ক'দিক সামলাবো আমি, বলো তো? মানুষ দরকার। তোমরাও তো এ জায়গাটার মালিক, নাকি? আমার সোজা কথা, এখানেই থাকবে তোমরা। আমার সঙ্গে কাজ করবে। তোমার কাছে দারুণ একটা মরগান স্ট্যালিয়ন আছে, আমাদের

কাছে আছে অনেক ক'টা মেয়ার। এক সঙ্গে কাজ করে যাবো আমরা। আর কোনো কথা শুনতে চাই না আমি, আজই শেষ ট্রেইল পেরিয়েছো তোমরা—ব্যস। এ জায়গাটা তোমাদের, এখানেই থাকবে তোমরা।'

'আর ঐ সুইডিশ শেরিফ?'

'আমার তো মনে হয়, ভালো করেই জানে সে আমার পরিচয়। কই, জেনেও তো কিছু করেনি। কথায় কথায় একবার শুধু বলেছিলো, সব কিছুকেই নাকি সুযোগ দেয়া দরকার, আর কিছু না। সম্ভবত: আমাকে ইঙ্গিত করেই কথাটা বলেছিলো সে। তাহলে তোমাদেরই বা একটা সুযোগ দেবে না কেন?'

দূরে আঁধার ঘেরা পাহাড়ের দিকে চাইলো রক বেনন। এভাবে পালিয়ে বেড়াতে বেড়াতে সত্যিই ক্লান্তির শেষ সীমায় পৌঁছে গেছে ও। অস্বীকার করার উপায় নেই। আর নয়, এবার থিতু হয়ে বসা দরকার। আবার সেই ব্র্যাণ্ডিং-এর জীবনে ফিরে যেতে পারলে; সেই হাতে দড়ি নিয়ে ঘোড়া হাঁকিয়ে বেড়ানো, আর ধোঁয়ার গন্ধ মাখানো জীবনে ফিরতে পারলে সত্যি খুব ভালো হতো।

'ঠিকই বলেছে ও,' বললো প্যাট্রিক। 'স্টুও এ কথাই বলবে। অনেক আগেই সরে পড়ার কথা ভাবছিলাম আমরা। সত্যি বলতে কি সরেও পড়তো স্টু। শুধু তোমার জন্যে—তোমাকে ফেলে পালাতে চায়নি ও।'

পাহাড়ের দিকে তাকিয়েই আছে রক। ও তো নিজের ইচ্ছেয় এ পথে আসেনি। কিন্তু আসার পর বেরুনোর পথও খুঁজে পায়নি আর। কিন্তু এখন তো সুযোগ এসেছে। বন্দুক উঁচিয়ে কতো

লোকের সর্বনাশই তো করা হলো। এবার কিছু গড়ে তুলে তার প্রায়শ্চিত্ত করা দরকার।

সত্যিই কি এ জীবন ছাড়তে পারবে ও? নিজেকেই প্রশ্ন করলো রক। নাকি অন্ধকারের আহ্বানে আবারো রক্তে বান ডাকবে ওর? নাহ্, এ পথে থাকার সত্যি কোনো ইচ্ছে নেই। এ জীবন যখন শুরু করে ও, অল্পবয়সী তরুণ কাউবয় ছিলোও রা চারজনই। কিন্তু আজ তো বয়স হয়েছে। এখনই বদলে যাবার সময়, বদলে যাওয়া উচিত। ওদের মহাভাগ্য, সে সুযোগ হাতের কাছে এসে গেছে! তাকে কি পায়ে ঠেলবে?

আশ্চর্য লাগছে, যে ছেলেটাকে রক্ষা করতে আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়েছে ওরা; সেই ছেলেটাই এখন ওদের বাঁচাতে হাত বাড়িয়ে দিয়েছে।

'বেশ,' অবশেষে বললো রক, 'তোমার সঙ্গেই থাকছি আমরা, রিচি।'

ট্রেইল ক্যানিয়নের কাছে লাগাম টেনে ঘোড়া থামালো পল স্টার্ক। 'পালাবার কোনো রাস্তা নেই ওখান থেকে,' ট্রেইল ক্যানিয়নের দিকে ইঙ্গিত করে বললো সে। 'তবু এক কাজ কর্, নিক, চারজন লোক নিয়ে যা তুই। ঘুরে রুইন ক্যানিয়ন দিয়ে গিয়ে স্যাড্লের ওপর দিয়ে উত্তর দিক থেকে নেমে আয়। এখানে থাকছি আমরা। দুদিক থেকে এক সঙ্গে গুলি করতে করতে ঢুকে পড়বো। ঘোড়ার পিঠে নেই, এমন কাউকে দেখলে শুইয়ে দেবো সোজা, বুঝলি?'

'ক'জন থাকতে পারে?' জানতে চাইলো নিক কার্টার।

'চার-পাঁচজন হবে আর কি। শালাদের একটা তো আবার গুলি খেয়েছে। বাকিরা নিশ্চয়ই ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকবে।'

'কিন্তু রিচি, ব্যাট আর ববের কথা ভুলে যাচ্ছো তুমি।'

'ধুত্তোর। আঠারো জন আছি আমরা,' বললো স্টার্ক। 'বব স্প্রিংগার শালা তো এমনিতেই ডরপুক। লেজ তুলে আগেই ভাগবে ব্যাটা। তাছাড়া এখন হারামিটা আছে বেসিনে। চেহারা দেখানোরই সম্ভাবনা কম।'

'আচ্ছা,' সম্মত হলো নিক। 'তা কখন চালাবে হামলা?'

'ঠিক ভোরে। জায়গা মতো পৌঁছে পজিশন নিয়ে বসে থাকবি। আমার গুলির আওয়াজ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রওয়ানা দিবি, ঠিক আছে?'

দলবল সহ রুইন ক্যানিয়ন দিয়ে বেসিনের দিকে রওয়ানা হয়ে গেলো নিক কার্টার। বাকি সবাইকে নিয়ে রয়ে গেলো স্টার্ক। কিছুক্ষণ নিরবতা। ঘোড়া থেকে তো নেমে দলবদ্ধ হয়ে দাঁড়ালো সবাই। হাতের আড়ালে সিগারেট লুকিয়ে টানতে লাগলো। জায়গা মতো পৌঁছুতে বেশ খানিকটা সময় লাগবে নিকদের।

স্টার্কের অবস্থান থেকে প্রায় দেড় মাইল দূরে। সুইট অ্যালিস মাউন্টেনে বসে নজর রাখছে স্ট্। হঠাৎ একবার মনে হলো, দূর থেকে ঘোড়ার খুরের শব্দ ভেসে এলো যেন। কান পাতলো ও। কিন্তু আর কিছু শোনা গেলো না। ভাবলো, কোথাও কোনো পাথর-টাথর গড়িয়ে পড়েছে হয়তো। বুনো জানোয়ারের চলা-ফেরার জন্যেও হয়ে থাকতে পারে শব্দটা।

স্বস্তি পাচ্ছে না স্ট্ কোনোমতেই। একদিকে আক্রমণের

আশংকা, অন্যদিকে পাহাড় চূড়োয় একরকম একাকী বসে থাকা উদ্বিগ্ন করে তুলেছে ওকে। একটু পরেই মনস্থির করে ফেললো ও। নিচে নেমে আসবে। কিছুক্ষণ ধরে, পশ্চিমে প্রায় শ'পাঁচেক ফুট নিচে, র‍্যাঞ্চে, আলো আর চলাফেরার আভাস পাওয়া যাচ্ছে।

ঘোড়ার কাছে এগিয়ে গেলো স্টু। উঠে বসলো ওটার পিঠে।

রিচির র‍্যাঞ্চ। ঘরের দরজায় এসে দাঁড়ালো লরা। 'রেনল্ড, ভালো পানি পাওয়া যাবে?' জানতে চাইলো ও। 'যন্ত্রপাতি সিদ্ধ করতে চাইছেন ডাক্তার।'

ছায়া ফুঁড়ে বেরিয়ে এলো ব্যাট। একটা বালতি নিয়ে এগিয়ে গেলো ঝরণার দিকে।

আঁধারে রিচির পাশে এসে দাঁড়ালো লরা।

'কি অবস্থা ওর?' ফিসফিস করে জানতে চাইলো রিচি।

'খারাপ…খুবই খারাপ। চিন্তায় পড়ে গেছে ডাক্তার।'

মিনিট খানেক চুপচাপ। তারপর লরা বললো, 'রেনল্ড, এ-জন্যেই কি সেদিন চুপ করে ছিলে? ওরা তোমাদের বন্ধু বলেই?'

'ওরা কারা জানো?'

'স্টুই সব বলেছে আমাকে।'

'হ্যাঁ, ওরা আমার বন্ধু। ওদের দলেরই একজন ছিলাম আমি।'

'কিন্তু এখন তো আর নও।'

'হ্যাঁ…বেরিয়ে আসার সুযোগটা ওরাই আমাকে দিয়েছে, নিজেদের গাঁটের পয়সায়। বুঝতে পারছো বোধহয় ব্যাপারটা।'

'কি আসে যায় তাতে, বলো?'

নিস্তব্ধ রাত। মাটিতে নেমে এসেছে যেন আকাশের তারা-

গুলো। আকাশ এখনো অন্ধকার হলেও, রাত প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। এ জায়গাটা অনেক উঁচু হওয়ায় ফর্সা হয়ে আসছে দ্রুত।

আকাশের তারা দেখছে রিচি। ভাবছে। পাশে মেয়েটার উপস্থিতির ব্যাপারেও সচেতন ও।

পুরোদস্তুর একটা হামলা হতে যাচ্ছে এবার। এগিয়ে আসছে শহরের লোকজন। ওদের সঙ্গে অবশ্য ভাড়াটে গানম্যানের সংখ্যাই বেশি থাকবে। এই লোকগুলোই গা ঢাকা দিয়েছিলো ব্লুজে।

মোর্ট হারপার আর সিউল ইভান্সের মতো লোকগুলোই হয়তো মারা পড়বে শেষ পর্যন্ত। অথচ যুদ্ধ শুরু হবার পর সেটা ঠেকানোরও উপায় থাকবে না। ওরা যখন গুলি করবে, জবাব দিতেই হবে। গুলি লাগবে না এমন কথা কে বলতে পারে? যাকগে, মরলে মরুক ওরা, কিছুই যায় আসে না ওর। এখানে থাকতে এসেছে ও, থাকবেই। সবাই থাকবে। এক সময় মানুষকে কোথাও না কোথাও থামতেই হয়, একটা আশ্রয় খুঁজে নিতে হয়। এটাই সেই আশ্রয়। এখান থেকে ও যাবে কেন? সবচে' বড়ো কথা, এখন জায়গাটার জন্যে যুদ্ধ করার একটা মানেও খুঁজে পাচ্ছে ও।

আর যাই হোক, ড্যান সোমার্স আক্রমণকারীদের সঙ্গে যোগ দিতে অস্বীকার করেছে। এই একটা জিনিস অন্তত: অনুকূলে আছে শেষ পর্যন্ত।

পানি নিয়ে ফিরে এলো ব্যাট। ওর পিছু পিছু ঘরে চলে গেলো লরা। একা দাঁড়িয়ে রইলো রিচি।

কোমরে আঁটা কার্টিজ বেল্টের ওপর আপনাআপনি হাত চলে গেলো ওর। হাত বুলালো বুকের ওপর আড়াআড়ি ভাবে পরা

বেল্টের ওপর। হাঁটতে হাঁটতে গেটের দিকে এগোলো ও। কান খাড়া করে রেখেছে।

কোথাও কোনো শব্দ নেই।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও ঘোড়া হাঁকিয়ে পশ্চিম দিকে এগিয়ে চলেছে ড্যান সোমার্স। পকেটে একটা চিরকুট রয়েছে ওর। চিরকুটের হাতের লেখাটা চেনে না ও, চেনার কথাও নয়। কারণ আর্থার সিম্পসনের হাতের লেখা দেখার সুযোগ এর আগে ওর হয়নি। চিরকুটের কথাগুলো পরিষ্কার স্পষ্ট ভাষায় লেখা। কারো সই নেই তাতে।

প্রমাণ চাও ? তোমার দশটা গরু হাউজ পার্ক বাটের
ভাঙা কোরালে বেঁধে রাখা হয়েছে। টাটকা 'সিক্স-বি'
ব্র্যাণ্ড করা।

'সিক্স-বি' রিচির ব্র্যাণ্ড। সোমার্সের 'রানিং-এস' কে 'সিক্স-বি' করে ফেলা পানির মতো সহজ।

গরুচোর ধরতে চায় ড্যান সোমার্স। কিন্তু রিচিই চোর, কথাটা প্রমাণিত হওয়ার দুশ্চিন্তা পেয়ে বসেছে ওকে।

সেজন্যেই চিরকুট হাতে পেয়ে কাউকে কিছু না বলে নিঃশব্দে ঘোড়ায় জিন চাপিয়ে অন্ধকারে বেরিয়ে পড়েছে ও। হাউজ পার্ক বাটে গেলে হয়তো দেখা যাবে চিরকুটের কথাই ঠিক। যদি হয়, তাহলেই আক্রমণকারীদের সঙ্গে যোগ দেবে ও।

হাউজ পার্ক বাট। একটা আকাশ ছোঁয়া পাথুরে টিলা। ডার্ক ক্যানিয়ন মালভূমি র‍্যাঞ্চটা থেকে অল্প ক'মাইল উত্তরে জায়গাটা।

সোমার্সের ঘোড়াটা ভালো, দ্রুত ছুটছে। বয়স হলেও টান-

টান শরীরে এখনো যথেষ্ট শক্তি রাখে ড্যান। জন্ম থেকেই ঘোড়ায় চড়ে অভ্যস্ত। এখানকার অন্ধিসন্ধি নখদর্পণে ওর। সল্ট ক্রীক মেসার ধার ঘেঁষে অস্পষ্ট একটা ট্রেইল ধরে বাটের দিকে এগিয়ে চললো ড্যান সোমার্স।

অনেক কথা জানে আর্থার সিম্পসন, অনেক খবরও রাখে। কিন্তু একটা কথা জানা নেই তার, হ্যাচি নামের মেক্সিকান ছেলেটা একটা লোকের অসম্ভব ভক্ত। সিম্পসনকে বাঘের মতো ভয় করে ছেলেটা, তার সব ফাই-ফরমায়েশ নিরবে পালন করে। বিনিময়ে সিম্পসনের কাছে খাওয়ার ব্যবস্থাটা হয়ে যায়। মাঝে-মধ্যে বখশিসও মেলে। কিন্তু সব কিছুই ওর ভক্তির কাছে তুচ্ছ।

হ্যাচির প্রিয় লোকটা ওদের গোত্রেরই একজন। দুর্দান্ত সাহসী লোকটা। ল্যাসো ছোঁড়ায় ওস্তাদ। পিস্তল চালায় কি দারুণ। লোকটা অন্য কেউ নয়, যাপাতা। সোমার্সের কাছে চিরকুট দিতে এসেছিলো হ্যাচি। এতোটা কাছে আসার পর আর 'স্বপ্ন পুরুষ'-কে দেখার লোভ সামলাতে পারলো না সে।

'রানিং-এস' র‍্যাঞ্চের বাংকহাউজের দরজার দিকে চুপিসারে এগিয়ে গেলো। দরজার কাছে গিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলো কিছুক্ষণ। সামনে এগোতে ভয় পাচ্ছে। দরজাটা খোলা। ভেতর থেকে মৃদু নাক ডাকার আওয়াজ ভেসে আসছে। ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। ভয়ে ভয়ে আরেকটু আগ বাড়লো হ্যাচি। ওর নায়ককে একনজর যদি দেখা যায়। আর পিস্তলটা।

'হ্যাচি'—নিচু স্বর, কিন্তু শোনামাত্র আঁৎকে উঠলো ছেলেটা। যেন চাবুক মেরেছে কেউ ওকে—'এখানে কি করছো তুমি?'

'ইয়ে, এমনি,' বললো হ্যাচি, 'মানে, পিস্তলটা একটু দেখতে এসেছিলাম আর কি।'

'দেখলে তো। এবার যাও। রাত-বিরেতে এরকম ঘুরঘুর করলে যখন তখন গুলি খেয়ে বসবে শেষে।'

নিচু স্বরে স্প্যানিশ ভাষায় কথা বলছিলো যাপাতা। হঠাৎ ওর কেন যেন মনে হলো, ছেলেটার এখানে উপস্থিতির একটা কারণ অবশ্যই আছে, নিছক আকস্মিক ঘটনা এ নয়।

'হ্যাচি, সত্যি করে বলো তো দেখি, কেন এখানে এসেছিলে?'

ইতস্তত: করলো হ্যাচি, সিম্পসনের সাবধান বাণী মনে পড়লো। কোনো চিরকুট বা কোনো কাজের কথা কাউকে বলা যাবে না। নিয়মটা এতোদিন অক্ষরে অক্ষরে মেনে এসেছে ও। কিন্তু এখন—ইনি তো যাপাতা।'

'সিনর সোমার্সের জন্যে একটা চিঠি নিয়ে এসেছিলাম।'

চিঠি? কিসের চিঠি? জানে না হ্যাচি। শুধু জানে সিম্পসন দিয়েছে ওটা। আর চিঠিটার কথা কাউকে বলতে মানা করেছে। চিঠিটা কি সোমার্সের হাতে হাতে দিয়েছে ও? না দরজার তলা দিয়ে ঠেলে দিয়েছে। সোমার্স দরজা খুলতেই লুকিয়ে পড়েছে অন্ধকারে। কি লেখা আছে চিঠিটায়? জবাবে হ্যাচি জানালো, ইংরেজি পড়তে জানে না ও। তবে ব্র্যাণ্ডের নাম বুঝতে পারে—ব্র্যাণ্ডের নাম সব ভাষাতেই এক। ব্র্যাণ্ডের নাম? 'সিক্স বি। ব্র্যাণ্ডের মতোই বড়ো বড়ো কয়েকটা অক্ষরও ছিলো চিঠিটায়, কিন্তু ব্র্যাণ্ডের নাম না ওগুলো। কয়েকটা শব্দের শুরুতে ছিলো ওগুলো। অক্ষরগুলো কি কি? এইচ, পি, আর বি'।

শব্দগুলো বড়ো বড়ো? না।

সতর্ক হয়ে উঠলো যাপাতা। এখন বুঝতে পেরেছে, ঘোড়ার খুরের শব্দেই ওর ঘুম ভেঙে গিয়েছিলো। সেকি হ্যাচির পানি'র খুরের শব্দ? নাকি ড্যান সোমার্সের ঘোড়ার। ওর মন বলছে, বেনামী চিঠি পেয়ে রাতের আঁধারে একা একা বেরিয়ে পড়েছে সোমার্স। হায় খোদা, ফাঁদে পা দিতে যাচ্ছে যে।

পোশাক পরে দ্রুত তৈরি হয়ে নিলো যাপাতা। র‍্যাঞ্চ হাউজে এলো প্রথমে। শূন্য ড্যান সোমার্সের বিছানা, খা খা করছে অফিসরুম। উইনচেস্টার আর গানবেল্টটা নেই। নিয়ে গেছে সোমার্স।

ঘোড়ার পিঠে জিন চাপাতে চাপাতে একের পর এক সব জায়-গার কথা ভাবছে যাপাতা। সন্দেহ নেই, 'সিক্স-বি' শব্দটা অনেক ছোট করে এনেছে ভাবনার পরিসর। চুরি বা লরা সংক্রান্ত কোনো ঘটনাই কেবল রাতের আঁধারে ঘর ছাড়া করতে পারে ড্যান সোমার্সকে।

'সিক্স বি' রিচির ব্র্যাণ্ড। সবাই বলছে গরুচুরি করেছে নাকি ছেলেটা। কথাটা মনে হতেই 'সিক্স বি' র‍্যাঞ্চের উদ্দেশ্যে প্রাণপণে ঘোড়া হাঁকালো যাপাতা। সিক্স-বি'র আশেপাশে যতো জায়গা আছে সবগুলোর নাম মনে মনে আউড়ে চলেছে ও।

মেভেরিক পয়েন্ট··· দ্য সেভেন সিস্টার্স···ময়মনের মাঠ··· ডার্ক ক্যানিয়ন···সল্ট ক্রীকমেসা···বিজার জ্যাক···বিগ পয়েন্ট··· ডেডম্যান পয়েন্ট···ক্যাথেড্রাল বাট···হ্যাঁ, বাট···বাট···বি অক্ষর-টা দিয়ে 'বাট'ই হবে। সঙ্গে সঙ্গে পেয়ে গেলো ও নামটা— হাউজ পার্ক বাট।

আগে কখনো ঘোড়ার পেটে স্পারের গুঁতো মারতে দেখা যায়নি যাপাতাকে—এখন মারলো।

চোদ্দ

রাত্রি যেন প্রাণ পেয়েছে। ক্যানিয়নে ক্যানিয়নে নড়াচড়ার আভাস। মর্মর ধ্বনি উঠছে মেসাগুলোতে, দমকা হাওয়া বা ছুটে যাওয়া কয়োটের পায়ের শব্দ নয়। কান খাড়া করে রেখেছে বুনো জন্তু-জানোয়ার। শুনছে অদ্ভুত অপরিচিত শব্দগুলো।

কোথাও হয়তো নুড়ি পাথরের সঙ্গে টোকা লাগছে ঘোড়ার খুরের। কোথাও বা জিনের চামড়া ঘঁষা খাওয়ার শব্দ হচ্ছে। আবার কোথাও হয়তো ঝুনঝুন শব্দে বেজে উঠছে স্পার। চামড়ার হোলস্টার কোথাও ঘঁষা খাচ্ছে কাঁটা ঝোপের সঙ্গে। একটা অস্থির ঘোড়া লাফিয়ে উঠছে হয়তো কোথাও। কেশে গলা পরিষ্কার করছে কেউ। খুবই অস্পষ্ট শব্দগুলো। কিন্তু তফাৎটা বোঝা যাচ্ছে পরিষ্কার।

কানপেতে রয়েছে বুনো জানোয়ারগুলো। কারণ, কে যে কার শিকার হতে যাচ্ছে জানে না কেউ, জানে না পালাবেই বা কোথায়।

দূর আকাশে ঝিম মেরে আছে তারাগুলো। অন্ধকারে পাথর-গুলোকে আরো জমাট অন্ধকারের মতো লাগছে।

ব্ল্যাক হাউণ্ড। জ্ঞান ফিরেছে অ্যালেন্সের। বিশ্রাম নিচ্ছে

এখন। ক্ষতস্থান থেকে বুলেটটা বের করে ফেলা হয়েছে ইতি-মধ্যে।

রিচির দিকে তাকালো অ্যালেক্স। 'আমাকে এখানে নিয়ে আসাটা কিন্তু মোটেই উচিত হয়নি, রিচি। মোটেই উচিত হয়-নি।'

'এ জায়গাটা তো তোমারই। এটাই যে তোমার ঘর।'

ঘরের অস্পষ্ট আলোতেও বোঝা যাচ্ছে, ফ্যাকাসে হয়ে গেছে অ্যালেক্সের চেহারা। মেরুদণ্ড বেয়ে একটা ঠাণ্ডা স্রোত বয়ে গেলো রিচির। নিঃসঙ্গ জীবনে বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলো এরাই। আউট-ল এরা। ভালো হোক খারাপ হোক এদের সঙ্গে এক সুতোয় বাঁধা পড়ে গেছে ওর জীবন।

'ভাবছো কেন, অ্যালেক্স,' শান্ত কণ্ঠে বললো রিচি। 'নিজের ঘরেই তো ফিরছো তুমি।'

কথাটা শেষ করে ঘুরে দাঁড়ালো ও। বেরিয়ে এলো বাইরে। কেউ কথা বলছে না, কোথাও কোনো শব্দ নেই। তবু অন্ধকারে চলাফেরা আভাস পাচ্ছে ও। ক্যানিয়ন অথবা মালভূমির একটা নিজস্ব শব্দ থাকে। নির্জন জায়গাও আসলে কিন্তু নিস্তব্ধ নয়, অস্পষ্ট ক্ষীণ শব্দ ওঠে ওখানে, অস্থিরতা থাকে—এসবই স্বাভা-বিক। কিন্তু সেসবের সঙ্গে মিল নেই যেন আজ রাতের শব্দ-গুলোর। অতিরিক্ত সতর্ক হয়ে রয়েছে বলে এমনটি মনে হচ্ছে, তা নয়। মোটেই আবোল-তাবোল ভাবছে না ও। বুঝতে পারছে স্পষ্ট, সামনে বিপদ। প্রতি মুহূর্তেই কাছে আরও কাছে এগিয়ে আসছে।

লোকালয় থেকে দূরে থাকতে থাকতে সেভাবেই গড়ে উঠেছে

ওর শ্রুতি যন্ত্রটা। একটি শব্দের সঙ্গে অন্যটির তফাৎ বুঝতে মোটেই বেগ পেতে হয় না ওকে। তাই স্বাভাবিক শব্দগুলোকে এড়িয়ে যাচ্ছে ও। দেখছে, অস্বাভাবিক কোনো শব্দ শোনা যায় কি না। অথবা অস্বাভাবিক নীরবতা। যার মানে হবে, বিপদসংকেত। কাছাকাছি অচেনা, দুর্বোধ্য, অপরিচিত কিছু থাকলেই কেবল বন্ধ হয়ে যায় ঝিঁঝিঁর ডাক।

উইনচেস্টারটা হাতের ভাঁজে নিয়েছে রিচি। পাহাড়ের ওপর স্টু'র অবস্থানের দিকে তাকালো ও। কোনো খবর নেই ওর—কিসের লক্ষণ? ভালো? নাকি খারাপ?

হাউজ পার্ক বাটের কাছে পৌঁছুলো ড্যান সোমার্স। কিচ্ছু নেই কোথাও। চারদিক তীক্ষ্ণ নজরে জরিপ করলো ও। বের করার চেষ্টা করলো কোথাও কোনো ট্র্যাকের চিহ্ন দেখা যায় কি না। ভোর হয়ে আসছে। ফিকে অন্ধকারে ট্র্যাকের কোনো চিহ্নই পেলো না। অবশ্য গরু চরে বেড়ানোর চিহ্ন আছে, তবে চোরা গরু নয় ওগুলো।

জিনের ওপর সোজা হয়ে বসলো সোমার্স। হঠাৎ আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে ও। কাউকে সঙ্গে না নিয়ে একা একা এতোটা পথ চলে আসা স্রেফ বোকামি হয়ে গেছে। অন্ততঃ যাপাতাকে সব বলা উচিত ছিলো। তাহলে জোর করেই চলে আসতো সে। ইশ্, যাপাতা যদি থাকতো এখন!

সতর্ক দৃষ্টিতে চারপাশে তাকালো ড্যান। বাটের ঠিক পশ্চিমে ঝরণার কাছে একটা পুরোনো কোরালের ছায়া দেখা যাচ্ছে। ওখানেই বোধহয় বেঁধে রাখা হয়েছিলো গরুগুলো। স্ক্যাবার্ড

থেকে উইনচেস্টারটা বের করে নিলো ও। জুনিপারের ফাঁকে ফাঁকে সাবধানে এগোতে শুরু করলো সেদিকে।

প্রায় অদৃশ্য কোরালটার দিকে ক্রমশঃ এগিয়ে যাচ্ছে সোমার্স। অন্যদিকে চুড়ান্ত মুহূর্তের দিকে ছুটছে সব ঘটনা।

আচমকা ঘোড়ার শব্দ কানে আসতেই লাগাম টেনে ঘোড়া থামালো ভ্যান। নাক চেপে ধরলো ঘোড়াটার, যাতে ডেকে উঠতে না পারে।

অস্পষ্ট আলোয় ভালো করে সামনে তাকালো ও। দেখলো, পাঁচজন ঘোড়সওয়ার ছুটে যাচ্ছে। নিক কার্টারকে চিনতে পারলো ও। বাকিরা অপরিচিত, একজনকে অবশ্য সিম্পসনের সেলুনের আশেপাশে ঘুরঘুর করতে দেখা গেছে।

ঠিক এই সময় মাইল কয়েক দক্ষিণে। ঘড়ির দিকে চাইলো পল স্টার্ক। সময় হয়ে এসেছে। এতোক্ষণে পজিশন নিয়ে নেয়ার কথা নিক কার্টারের।

সোমার্স যখন নিককার্টারদের চলে যাবার অপেক্ষা করছে, কয়েক মাইল পশ্চিমে চোখ খুলে তাকিয়েছে বব স্প্রিংগার। সকালে ঘুম ভেঙেছে ওর। পৃথিবীতে এটাই ওর শেষ সকাল।

এখনো পুরোপুরি ভোর হয়নি। কিন্তু কেন যে ঘুমটা ভেঙে গেলো বুঝতে পারছে না ও। কোনো আওয়াজ টাওয়াজ হয়েছে কোথাও? কই, চারদিক তো নিঝুম। দুহাত এক করে মাথার পিছনে রাখলো বব স্প্রিংগার, তাকালো আকাশে তারার দিকে। র‍্যাঞ্চে না ফিরে গতরাতে বেসিনেই রয়ে গেছে ও। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে উচিত হয়নি কাজটা। এখানে একদম একা পড়ে গেছে ও, তাছাড়া সাত-সকালে র‍্যাটের হাতের দারুণ এককাপ কফি

হাত ছাড়া হয়ে যাচ্ছে।

শহরে যাওয়া হচ্ছে না অনেকদিন হয়ে গেলো। যথেষ্ট কাজ করা হয়ে গেছে। এবার শহরে গিয়ে একটু মদটদ টানতে হবে। চাই কি এক আধ দান পোকারও চলতে পারে। উঠে পড়লো বব। সার্ট-প্যান্ট পরে টুপিটা মাথায় লাগালো। শহরে যাবার কথা ভাবতেই ফূর্তিতে নেচে উঠতে চাইছে মনটা। বিছানাপত্র ভাঁজ করে বেঁধে নিলো জিনের পেছনে। ঘোড়ায় চেপে বসে র‍্যাঞ্চের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলো। দক্ষিণ ক্যানিয়নের দিকে চলে যাওয়া একটা অস্পষ্ট ট্রেইল বেছে নিয়েছে ও। মালভূমির কাছে পৌছুনোর পর একটু কষ্ট হবে ঠিকই, তবে সময় বাঁচানোর জন্যে আগেও একবার রাস্তাটা ব্যবহার করেছে স্প্রিংগার।

স্যাড্‌ল পেরিয়ে মালভূমির মাথায় এসে পৌছুলো বব স্প্রিংগার। ঠিক এই সময় ঘোড়সওয়ারদের দেখতে পেলো ও। সামনে খোলা মাঠের ওপর দিয়ে ছুটে যাচ্ছে ওরা। জুনিপারের আড়ালে থাকায় ওর উপস্থিতি টের পেলো না কেউ।

লোকগুলো ববের চেনা। ওদের সঙ্গে অনেকবার গরুচুরি করেছে ও। নিককার্টারকে তো ভালো করে চেনে। শালাকে একে-বারেই পছন্দ করে না ও। ঘোড়সওয়ারদের দেখামাত্র কি ঘটতে যাচ্ছে বুঝে ফেললো বব। র‍্যাঞ্চাররা হামলা করতে যাচ্ছে রিচির র‍্যাঞ্চে। নিককার্টারও যোগ দিয়েছে ওদের সঙ্গে।

চোরাগোপ্তা হামলা চিনতে ভুল হবার কথা না ববের। সন্দেহ নেই, এই ঘোড়সওয়াররা একটা বড়ো দলেরই অংশ মাত্র। র‍্যাঞ্চে রিচি আর ব্যাট ছাড়া কেউ নেই, ভাবলো বব, এখনো বোধহয় ঘুম থেকেই ওঠেনি ওরা। কিছু টের পাবার আগেই সব শেষ হয়ে

যাবে।

এটাই সুযোগ। লড়াই-এর বাইরে পড়ে গেছে ও। সবারচে' দূরে আছে এখন। ওর ফিরে যাবার কথা ভাববে না কেউ। এখনই তো বেসিনের উত্তরে ক্যানিয়নগুলোর কোনো একটায় গিয়ে লুকিয়ে পড়া যায়। সব চুকেবুকে গেলে, তখন বেরিয়ে এলেই হলো।

অথবা এক্ষুণি একেবারেই পগার পার হয়ে যাওয়া যায়। যে পথে এসেছে সে পথেই পিছিয়ে গিয়ে 'ওয়াইল্ড কাউপয়েন্ট' পেরিয়ে গায়েব হয়ে গেলে হয় না? ঘোড়সওয়াররা ফিরে এলে ওদের পিছু পিছু রিমরকেও তো ফিরে যাওয়া যায়? ততোক্ষণ না হয় অপেক্ষা করা গেলো।

কিন্তু এসবের কিছু করলো না বব স্প্রিংগার। আচমকা মনস্থির করে ফেললো, না রুখে দাঁড়াবে ও।

অকল্পনীয় সিদ্ধান্ত। সারাটা জীবন স্রোতে গা ভাসিয়ে চলেছে বব। যেদিকে সুবিধে দেখেছে, ভিড়ে গেছে। এখনো সেই সুযোগ হাতের কাছেই আছে। ইচ্ছে করলেই সট্‌কে পড়া যায়। অথচ ভালো করেই জানে বব, ভাগছে না ও।

উইনচেস্টারটা বের করলো বব স্প্রিংগার। উঁচু করে ধরে নিশানা সই করেই টিপে দিলো ট্রিগার। পেছন থেকে কাউকে কোনোদিন গুলি করেনি ও। করার ইচ্ছেও ছিলো না। হয়তো সেজন্যেই লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো গুলিটা। নইলে তো পরিষ্কার গেঁথে যাওয়ার কথা ওটার।

ঝট করে ঘাড় ফিরিয়ে পেছনে চাইলো নিক কার্টার। আতঙ্কে বিকৃত হয়ে গেছে তার চেহারা। হতভম্ব ববের দিকে বন্দুক তাক

করলো সে। আবারো ট্রিগার টিপলো বব, দ্রুত। এবার আর মিস হলো না। একেবারে বুকে গিয়ে লাগলো গুলিটা। হৃদপিণ্ড ফুঁড়ে বেরিয়ে গেলো।

গুলি করতে করতে বড় বড় পাথরের চাঁইয়ের আড়ালে আশ্রয় নিতে দৌড়ুচ্ছে বব স্প্রিংগার। ঘোড়া ঘুরিয়ে নিয়েছে অন্য চারজন ঘোড়সওয়ার। গুলি করলো ওরা। গায়ে বুলেটের ধাক্কা অনুভব করলো বব। আর কিছু না, শুধু তিনটে প্রচণ্ড ধাক্কা। দুটো প্রায় একসঙ্গে, পরমুহূর্তেই আরেকটা। বুঝতে পারছে বব, পড়ে যাচ্ছে ও। জিনের পোমেলটা খামচে ধরলো। ঝুলে রইলো একমুহূর্ত। ছুটে গেলো হাতের মুঠো। চিৎ হয়ে সশব্দে মাটিতে পড়লো ও। পড়েই গড়ান খেয়ে উপুড় হলো।

গুলির ধাক্কা থেকেই বুঝে নিয়েছে বব, কোনো আশা নেই। দাঁতে দাঁত চেপে অনেক কষ্টে রাইফেলে গুলি ঢোকালো ও। ঘোড়সওয়ারদের প্রথম জনের ঠিক বুক বরাবর তাক করলো। টিপ দিলো ট্রিগারে। গুলির ধাক্কায় ছিটকে সোজা মাটিতে গিয়ে পড়লো লোকটা। আর উঠলো না।

পাশ ফিরলো বব। রক্তে ভিজে যাচ্ছে সর্বশরীর। মরা লোকটার দিকে তাকালো ও। ভারি হয়ে আসতে চাইছে চোখের পাতা। চোখ ভেঙে রাজ্যের ঘুম নেমে আসছে যেন।

চিনতে পারলো ও লোকটাকে। সিম্পসনের সেলুনের কাছে দেখেছে, গানম্যান। হাসি ফুটে উঠলো ববের ঠোঁটে। নিজেকে কোনোদিনই গানম্যান ভাবেনি ও, ছিলো একজন গতর খাটা সাধারণ কাউহ্যাণ্ড। অথচ কি আশ্চর্য, মাত্র কয়েক সেকেণ্ডে ওরই হাতে খতম হয়ে গেলো দু'জন গানম্যান।

রাইফেলের কুঁদোয় ভর দিয়ে উঠে দাঁড়ালো স্প্রিংগার। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে এগিয়ে চললো। ইতিমধ্যে সূর্যের স্পর্শ পেয়েছে খোলা জায়গা।

'আঁধারে মরতে চাই না আমি!' চিৎকার করে বলে উঠলো বব স্প্রিংগার। এটাই ছিলো ওর শেষ কথা। কয়েক ঘণ্টা পরে আকাশে শকুন চক্কর দিচ্ছে দেখে র‍্যাঞ্চের ওরা বুঝতে পারবে লড়েই মরেছে বব স্প্রিংগার।

গুলির শব্দে চালু হয়ে গেলো পল স্টার্কের মুখ। অকথ্য গালি গালাজে চোদ্দ গুষ্ঠি উদ্ধার করে ফেললো নিকের। প্রচণ্ড শক্তিতে স্পারের গুঁতো লাগালো ঘোড়ার পেটে। ওকে অনুসরণ করলো বাকি সবাই।

ঝড়ের বেগে র‍্যাঞ্চে এসে পৌঁছুলো ওরা।

দলে ভারি বলে জায়গাটা জরিপ করায় সময় নষ্ট করেনি ওরা, ভাবেওনি। ভেবেছিলো, নতুন র‍্যাঞ্চ, হবে আরকি ছাপড়ার মতো একটা কিছু। কিন্তু তার বদলে এসে চড়াও হলো গাছের গুঁড়ির তৈরি সুরক্ষিত একটা ঘরের ওপর। বাংকহাউসটা পর্যন্ত গাছের গুঁড়ির তৈরি। আস্তাবলের ওপর রেলিংঘেরা প্রায় সমতল ছাদ, ছোট ছোট লুপ হোল রয়েছে রেলিং-এর গায়ে।

ওদের আগমন টের পেলো রক বেনন। 'শোনো,' প্যাট্রিককে বললো ও, 'বাঁ দিক থেকে গুলি চালাও তুমি। আমি থাকছি ডানে। একদম ভড়কে দেবো শালাদের।'

কোমাঞ্চিদের মতো তীক্ষ্ণ স্বরে চিৎকার করছিলো সবচে সামনের

লোকটা ? সহজ টার্গেট। অনায়াস ভঙ্গিতে ট্রিগার টিপলো রক বেনন। লোকটার চিবুক আর কণ্ঠনালী ছেদ করে আঁধারে মিলিয়ে গেলো বুলেটটা। স্তব্ধ হয়ে গেলো চিৎকার।

ঘোড়ার মাথার ওপর দিয়ে ছিটকে ধপাস করে মাটিতে এসে পড়লো সে। পেছনের ঘোড়াগুলোর পায়ের তলায় মুহূর্তে একতাল মাংসপিণ্ডে পরিণত হলো তার দেহ।

এবার গুলি করলো প্যাট্রিক। জিন থেকে শূন্যে উঠে গেলো আরো একজন। এবার একসঙ্গে গুলি করলো দুজন।

আস্তাবলের ছাদে লুকিয়ে আছে রিচি। এখন পর্যন্ত একবারও গুলি করেনি ও। যতোক্ষণ নিজের অস্তিত্ব গোপন রাখা যায় ততোই সুবিধা।

ভেস্তে গেছে পল স্টার্কের চমকে দেবার পরিকল্পনা। এবার আর দলবদ্ধ ভাবে হামলা চালাবে না ওরা। এখন থেকে লড়াইটা হবে আরো কঠিন। চলবে বুদ্ধির খেলা। আচমকা চালাতে হবে গুলি। লুকিয়ে থাকা শত্রুকে খুঁজে বের করতে হবে। প্রতিবার ঝুঁকি নিয়ে টিপতে হবে ট্রিগার।

আস্তে আস্তে মাথা উঁচিয়ে তীক্ষ্ণ চোখে চারদিক পরখ করলো রিচি। দুবার ছুটন্ত মানুষের ছায়া দেখতে পেলো। কিন্তু গুলি করলো না। শত্রুর আড়াল নেবার তিনটে সম্ভাব্য জায়গা চিহ্নিত করলো ও। রাইফেল ঘুরিয়ে জায়গা তিনটে কাভার করে মহড়া দিলো একবার।

হঠাৎ গর্জে উঠলো একটা বন্দুক। ঘর থেকে কাঁচ ভেঙে খান-খান হওয়ার আওয়াজ ভেসে এলো। খিস্তি বেরুলো রিচির মুখ দিয়ে। এবার শুরু হলো অবিরাম গুলি বর্ষণ। সবগুলোই ওদের

ঘরকে নিশানা করে।

আচমকা যার যার অবস্থান থেকে নড়তে আরম্ভ করলো আক্রমণকারীরা। রিচির বেছে নেয়া প্রথম জায়গাটায় এসে পড়লো চেক সার্ট গায়েএক লোক। অন্য একটা ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে ছিলো সে। বেরিয়ে সামনে পা বাড়াতেই কোনো রকম দ্বিধা না করে ট্রিগার টিপলো রিচি। সঙ্গে সঙ্গেই বৃত্তাকারে রাইফেল ঘুরিয়ে দুই আর তিন নম্বর জায়গাতেও গুলি করলো ও। নষ্ট হলো দু'নম্বর গুলিটা, কেউ নেই ওখানে। তিন নম্বরে, গা ঢাকা দিতে আসছিলো একজন, গুলি খেয়ে চেঁচিয়ে উঠলো সে। ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছে।

এতোক্ষণে ফাঁস হয়ে গেছে ওর উপস্থিতি। ট্র্যাপ ডোর গলে ছাদ ছেড়ে খড়ের গাদায় নেমে এলো রিচি। গোলাবড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে আছে একজন। চমকে ফিরে তাকালো সে। ভারসাম্যহীন অবস্থা রিচির। এ অবস্থাতেই কোমরের কাছ থেকে ট্রিগার টিপলো ও। ঝুপ্ করে বসে পড়লো লোকটা। বসতে বসতেই অবিশ্বাস্য ক্ষিপ্রতায় গুলি করলো সেও। মিস হলো দুজনেরই। পরমুহূর্তে আবারো গুলি চালালো ওরা, এক সঙ্গে।

ডিগবাজি খেয়ে খড়ের গাদায় আছড়ে পড়লো রিচি। পলকে হাঁটুতে ভর দিয়ে উঠে বসলো। ট্রিগার টিপলো রাইফেলের। নেই। উধাও হয়ে গেছে লোকটা।

বন্দুকের গর্জন ভেসে এলো বাইরে থেকে। একবার···দুবার।

দরজায় এসে দাঁড়ালো স্টু। 'গেঁথে দিয়েছি শালাকে,' বললো ও।

যেমন হঠাৎ শুরু হয়েছিলো, তেমনি হঠাৎই নীরব হয়ে গেলো

সব। হামলাকারীদের মধ্যে দুর্দান্ত সব গানহ্যাণ্ড আর আউট-ল যেমন ছিলো, তেমনি ভবঘুরেরাও ছিলো। টাকার লোভেই যোগ দিয়েছিলো ওরা লড়াইতে। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে প্রাণে বাঁচাই দায়। এরকম লড়াই-এর কথা তো বলা হয়নি ওদের। অসতর্ক কিছু মানুষের ওপর আচমকা হামলা চালানো আর লুকিয়ে থাকা আধডজনেরও বেশি দুর্ধর্ষ লোকের সঙ্গে যুদ্ধ করা এক হলো।

হঠাৎ একটা ঘোড়ার খুরের শব্দ শোনা গেলো। ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে আসছে। পালাচ্ছে ওটা। লড়াই করার সাধ বোধহয় মিটে গেছে সওয়ারীর। একটু পরেই আরেকজনের মধ্যে সংক্রামিত হলো রোগটা। কেটে পড়লো আরো একজন। তারপর আরো একজন। শেষের লোকটা মোর্ট হারপার।

ভাগছে মোর্ট হারপার। দু'দুটো গুলি প্রায় লেগেই গিয়েছিলো আরকি। আসলে বেশ দূর দিয়েই গেছে কিন্তু গুলিগুলো। গুলির সঙ্গে পাথরের সংঘর্ষের শব্দই কানে এসেছে ওর। এরকম শব্দ শুনে কারো কারো মনে হতে পারে গুলিটা বুঝি ঠিক তার কানের পাশ ঘেঁষে চলে গেছে। অল্পের জন্যে বড় বাঁচা বেঁচে গেছে সে! সত্যি বলতে কি এরচেয়ে ভীতিকর ব্যাপার দুনিয়ায় খুব কমই আছে। লড়াইয়ের সাধ মিটে গেছে হারপারের। চুলোয় যাক গরু চোরদের ফাঁসি দেয়া; জান বাঁচানো ফরজ। এখান থেকে অনেক দূরে তার র‍্যাঞ্চ। র‍্যাঞ্চের আগে পৌঁছতে হলে জলদি করা দরকার। প্রাণপণে ঘোড়া হাঁকালো সে।

এখনো হঠাৎ হঠাৎ এক আধটা গুলির শব্দ শোনা যাচ্ছে বটে; তবে যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে পুরোপুরি।

ইতস্তত: ছড়িয়ে থাকা বাকি সবাইকে নিয়ে রিমরকের পথ ধরলো

পাইক পার্সেল। হামলাকারীদের ভেতর মারা পড়েছে মোট সাতজন। আহত হয়েছে আরো বেশি। আহত বা নিহতদের ভেতর নেই পল স্টার্ক।

টাকার বিনিময়ে গুলি চালায় পল স্টার্ক। কিন্তু গুলি খেয়ে মরার কোনো খায়েশ তার নেই। প্রথম দফা আক্রমণের সময় স্টার্ক ছিলো দু'নম্বরে। ঘোড়া ছোটাতে একবার পেছনে তাকিয়ে ছিলো সে। দু'দুজনকে ঘোড়ার পিঠ থেকে উধাও হতে দেখেছে। এরকম গোলাগুলি হতে পারে ভাবতেও পারেনি স্টার্ক।

লড়াই ছাড়াও অন্য মতলবও ছিলো তার মাথায়। কোরালে বাঁধা জিন পরানো একটা মেয়ার তার চোখকে ফাঁকি দিতে পারেনি। লরা সোমার্সের ঘোড়া ওটা।

আগে হোক পরে হোক বাড়ি ফিরবেই লরা।

সকালের নরম রোদে র‍্যাঞ্চের উঠোনে ধীর পায়ে হাঁটছে রিচি। পশ্চিমে ক্যানিয়নের দেয়ালগুলো নতুন সূর্যের আলোয় ঝলমল করছে। পুবের পাহাড়গুলো অবশ্য এখনো আঁধারের কালো ঘোমটা পরে আছে। ক্যানিয়নগুলোও এখনো অন্ধকার।

থেমে দাঁড়ালো রিচি। চোখ তুলে তাকালো পুবে। ওদিকেই পালিয়েছে শত্রুরা।

ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলো লরা। 'তুমি ঠিক আছো তো?'

'হ্যাঁ, আমরা সবাই-ই ঠিক আছি,' বললো রিচি।

'রবার্ট ম্যাকফারসনের সঙ্গে ফিরে যাচ্ছি আমি।' বললো লরা। 'ডাক্তার অবশ্য আরো কিছুক্ষণ থাকবেন।'

চুপচাপ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো ওরা দুজন। কাঁচা রোদের

আঁচ অনুভব করছে। কোনো দুর্ভাবনা নেই। ঘটনার দ্রুত-সংঘটনে কিছুটা বিমূঢ়, এই যা। সূর্যের উত্তাপ, বিশুদ্ধ হাওয়া আর ঘর থেকে ভেসে আসা হালকা ধোঁয়ার গন্ধ উপভোগ করছে ওরা।

'সব ঝামেলা চুকে যাক,' একসময় বললো রিচি, 'তোমাদের ওখানে বেড়াতে যাবো আমি।'

'যেয়ো,' বললো লরা।

ঘরে একা শুয়ে আছে অ্যালেক্স। কান পেতে শুনছে। ফিস-ফিস কথাবার্তার শব্দ কানে আসছে ওর। আর কোনো শব্দ নেই। একটু আগে বেরিয়ে গেছে ব্যাট আর স্টু। বারুদের নেশা ধরানো গন্ধে ভরে আছে ঘরটা। কতো পুরোনো, পরিচিত গন্ধ। ভালো লাগছে।

চুপচাপ শুয়ে রইলো অ্যালেক্স। কিছুই চাওয়ার নেই আর।

পালিয়ে বেড়ানোর দিন শেষ হয়েছে। আশ্রয় খুঁজে পেয়েছে সবাই। ছেলেটাকে ঠিকই চিনতে পেরেছিলো ও। বিন্দুমাত্রও ভুল হয়নি। এই একটা কাজেই হয়তো প্রায়শ্চিত্ত হবে ওর যতো পাপ আর গ্লানির। কনুইয়ে ভর দিয়ে উপুড় হলো অ্যালেক্স। জানালা দিয়ে বাইরে তাকালো। গুলি লেগে কাঁচটা ভেঙে গেছে ওটার।

উফ্, কিযে ভালো লাগছিলো তখন। গুলির শব্দ প্রাণভরে উপভোগ করেছে ও। এই শব্দের ভেতরেই বেঁচে ছিলো, মরছেও এই শব্দ শুনেই।

কিন্তু একটা কাজ যে বাকি রয়ে গেছে এখনও। টুলের ওপর

থেকে একটুকরো কাগজ টেনে নিলো ও। তারপর অনেক কষ্টে লিখতে শুরু করলো :

> অ্যালেক্স ব্রাউনের শেষ ইচ্ছা। আমার সব
> কিছু দিয়ে যাচ্ছি রেনল্ড রিচিকে। রক, প্যাট,
> স্টু, তোমাদের স্প্যার ভুলে রেখো, কেমন ?
> আমি তো চলেই যাচ্ছি।
>
> অ্যালেক্স ব্রাউন।

লেখা শেষ করে আবার চিৎ হয়ে শুলো অ্যালেক্স। চেয়ে রইলো সিলিং-এর দিকে। বাইরে মেয়েটার সঙ্গে কথা বলছে রিচি, শুনছে ও।

'আরে, আশ্চর্য,' বেশ জোরেই বলে উঠলো অ্যালেক্স। হেসে ফেললো। 'সত্যি ; সত্যি যাচ্ছি তাহলে।'

প্রশান্তিতে চোখ বুঁজলো ও।

পনেরো

দলবল সহ নিক কার্টার চলে গেছে অনেকক্ষণ। যেখানে ছিলো সেখানেই নিশ্চল দাঁড়িয়ে আছে সোমার্স। নড়ছে না। কেন যেন মনে হচ্ছে, আর এগোনো ঠিক হবে না, এক্ষুণি পালানো উচিত।

ফিরে যাওয়া দরকার র‍্যাঞ্চের নিরাপদ আশ্রয়ে। উল্টো সব ঘটনা ঘটছে। এসবে আর নিজেকে জড়াতে চায় না ও। এ মুহূর্তে মনে মনে প্রার্থনা করছে, পকেটের চিরকুটটা যেন মিথ্যে হয়।

রিচিকে ভালোবাসে লরা। সত্যি সত্যি সে চোর হয়ে থাকলেও কেবলমাত্র লরার জন্যেই কথাটা জানতে ভয় পাচ্ছে ড্যান। লরা ছাড়া পৃথিবীতে আপনজন বলতে কে আছে ওর? লরার জন্যেই তো বেঁচে থাকা।

রিচি সাদামুখো গরু কিনছে বলে রেগে গিয়েছিলো ড্যান, অস্বীকার করার উপায় নেই। এ জাতের গরু শুধু ওরই আছে, এ ধরনের ছেলেমানুষি অহংকারে পেয়ে বসেছিলো ওকে। রিচি গরু জোগাড় করে ফেলায় সেই অহম বোধেই আসলে ঘা লেগেছিলো। চুরির আশংকা আসলেই তেমন করেনি ও।

স্প্যানিশ ফর্ক থেকে গরুগুলো কেউ আনতে পারবে, ভাবতেই পারেনি সোমার্স। অথচ দেখা যাচ্ছে, ঠিকই নিয়ে এসেছে রিচি গরুগুলো। তার মানে, এমন একটা ট্রেইলের কথা জানে সে, যেটা আর কারোরই জানা নেই।

আউট-ল ট্রেইলের কথা অনেক শুনেছে ড্যান, কিন্তু সেটাকে গুজব বলেই উড়িয়ে দিয়েছে ও। সান রাফায়েল স্যুয়েল হয়ে যারা এদিকে এসেছে, তাদের কথানুযায়ী ওদিকে পানির খুবই অভাব—গরুর পাল দূরের কথা ছোটখাটো কোনো দলের পানির প্রয়োজনই মিটবে না। আবার এও শোনা যায় ওদিকের কোনো একটা পথ দিয়েই মরমনরা নাকি সান জুয়ানের দিকে গিয়েছিলো। ওরা কি-ভাবে গিয়েছিলো জানে না ড্যান, তবে ঠিকই সক্ষম হয়েছিলো ওরা।

সেই একই কথাই থাকছে, ওদিক দিয়েই গরু তাড়িয়ে নিয়ে

এসেছে রিচি। আর ঐ একটা ট্রিপেই এখানকার সবচেয়ে বড় র‍্যাঞ্চার হয়ে গেছে সে। এ থেকেই বোঝা যায় প্রচুর পরিশ্রম করতে জানে ছেলেটা। এবং অসাধারণ বুদ্ধিও ধরে মাথায়।

সার্টের পকেট হাতড়ে একটা সিগার বের করলো সোমার্স। দাঁত দিয়ে গোড়া কেটে দু'ঠোঁটের ফাঁকে ঝোলালো। বুঝতে পারছে, এখান থেকে সরে পড়া উচিত এবং এখনই।

ঠিক এই সময় বব স্প্রিংগার সহ তিনজনের মৃত্যুবাহী গুলির শব্দ শুনতে পেলো ড্যান। বেশ দূরে হলেও স্পষ্ট শোনা গেলো প্রতিটি শব্দ। ঘোড়া ঘুরিয়ে নিতে গিয়েও কেন যেন ইতস্ততঃ করলো ও।

না, সত্যি কথাটা জানতেই হবে। একটা চোরের সঙ্গে কোনো-মতেই বিয়ে হতে পারে না লরার। পুরোনো কোরালটার দিকে এগোলো ও।

লড়াই-এর পর যে সূর্যটা আলোর বন্যায় ভাসিয়ে দেবে রিচির র‍্যাঞ্চ, মৃত্যুর ছায়া নিয়ে আসবে ডার্ক ক্যানিয়ন মালভূমিতে, সেটা এখনো ওঠেনি। উঠি উঠি করছে মাত্র। ফিকে আলোতে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে খাঁ খাঁ করছে কোরালটা। গত কয়েক মাসে এখানে কোনো গরুর পা পর্যন্ত পড়েনি।

ঢালু হয়ে নিচের দিকে নেমে গেছে কোরালের পেছনের জায়-গাটা, অ্যাসপেনে ছেয়ে আছে। কিছু যেন নড়ে উঠলো ওখানে? তাকালো ড্যান। উইনচেস্টার হাতে গাছপালার আড়াল থেকে বেরিয়ে এসেছে আর্থার সিম্পসন।

'আমাকে সেদিন অপমান করেছো তুমি, সোমার্স,' কর্কশ কণ্ঠে বললো সে। 'আমার সঙ্গে লরার বিয়ের কথাটা ভুড়ি মেরে

উড়িয়ে দিয়েছো।'

চোখে চরম বিতৃষ্ণা নিয়ে সিম্পসনের দিকে তাকালো সোমার্স। 'হ্যাঁ, সিম্পসন,' শান্ত কণ্ঠে বললো ও। 'ঠিকই করেছি। লরার ইচ্ছেমতই বিয়ে হবে ওর। কিন্তু তোমার মতো হোটেলঅলা মেয়ের দালালের সঙ্গে নয়। কোনো ভদ্রঘরের মেয়ের যোগ্য তুমি নও। বলার কি দরকার, নিজেও জানো খুব ভালো করে।'

'ওকে আমি পাবোই,' বললো সিম্পসন। 'যে করেই হোক। তুমি ছাড়া বাধা দেয়ার কে আছে? আর তুমি? তুমি তো মরেই যাচ্ছো।'

মনে মনে সময় হিসেব করছে সোমার্স। সিম্পসন গুলি করার আগেই কি পিস্তলটা বের করতে পারবে ও? তড়িৎ গতিতে কখনোই পিস্তল চালাতে পারেনি ড্যান...কিন্তু আজ পারতেই হবে।

'ভুল করছো।' সময় ক্ষেপণ করতে চাইছে ড্যান। আশা, হয়তো বা বন্দুকের মাজ্‌লটা একটু নিচু হয়ে কিংবা সামান্য সরে গিয়ে বাড়তি একটা সুযোগ করে দেবে। 'রিচিকে ভালোবাসে আমার লরা। নিজের চিন্তায় মশগুল না থাকলে অনেক আগেই সেটা বুঝতে পারতে।'

'রিচিকে?' হতবাক সিম্পসন। 'ঐ ছেলেটাকে? বলে কি, মাথা খারাপ!'

মৃদু কাঁধ ঝাঁকালো সোমার্স। এই সুযোগে হাতটা ইঞ্চিখানেক সরিয়ে পিস্তলের বাঁটের কাছে নিয়ে এলো। 'লরা-ই বলেছে আমাকে,' মিথ্যে বললো ড্যান। 'এই মুহূর্তে রিচির র‍্যাঞ্চেই আছে ও।'

'হায় হায়! মরবে তো মেয়েটা! একটু পরেই হামলা হবে র‍্যাঞ্চে।'

কিছু বললো না সোমার্স। আরেকটু এগোলো হাতটা। জিভ শুকিয়ে আসতে চাইছে। সিম্পসনের ওপর থেকে মুহূর্তের জন্যেও চোখ সরাচ্ছে না ও।

'আমি ওকে পাবোই,' আবার বললো সিম্পসন। 'রিচিকে খুন করবে পল। তারপর আমার হবে লরা।'

'তাহলে গ্রেন লারসেন আর রবার্ট ম্যাকফারসনকেও খুন করতে হবে তোমাকে,' বললো সোমার্স। 'ওদের হাত থেকে নইলে রেহাই পাবে না।'

'ধুত্তোর! আমি—'

শেষ চেষ্টা করলো ড্যান সোমার্স। সাঁ করে পিছিয়ে আনলো হাতটা। জাবড়ে ধরলো পিস্তলের বাঁট। সঙ্গে সঙ্গে বুলেটের ধাক্কা অনুভব করলো ও। পরমুহূর্তে খুলিতে ঘষা খেয়ে চলে গেলো আরেকটা গুলি। ধপাস করে মাটিতে আছড়ে পড়লো সোমার্স। পড়েই রইলো। সংজ্ঞা হারায়নি এখনো।

হেঁটে হেঁটে ঘোড়ার পাশে এসে দাঁড়ালো সিম্পসন। উঠে বসলো ওটার পিঠে। মাটিতে শোয়া দেহটার দিকে তাকালো একবার। রক্তের স্রোত বয়ে যাচ্ছে।

'এখনো না মরে থাকলে,' বললো সিম্পসন, 'মরবে শিগগিরই।'

লাগাম টেনে ঘোড়া ঘুরিয়ে নিলো সিম্পসন। হাতে ধরা রাই-ফেল তৈরি। একটুও নড়ছে না লোকটা, কাঁপছে না শরীরের কোনো পেশী। আরেকবার গুলি করার কথা ভাবলো সিম্পসন। থাক, কি দরকার শুধু শুধু গুলি নষ্ট করে? ব্যাটা তো মরেই

গেছে।

মাটিতে পড়ে থাকা মানুষটার দিকে চেয়ে রইলো সে। বিজয় উল্লাসে ফেটে পড়তে ইচ্ছে করছে। শালা বুড়ো গাধা—আর্থার সিম্পসনের সঙ্গে লাগতে আসে।

আচমকা ছুটন্ত ঘোড়ার খুরের শব্দে ফিরে তাকালো সে। বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে গেলো। মেক্সিকান সোমব্রেরোটা চোখে পড়েছে পলকের জন্যে।

যাপাতা!

মনেই ছিলো না যাপাতার কথা।

ঝড়ের মতো ছুটে এলো যাপাতা। সিম্পসনকে পাশ কাটিয়ে অনেকটা দূরে সরে গেলো। ট্রিগার টিপলো সিম্পসন—না! বহুদুর দিয়ে চলে গেলো গুলিটা। ঘোড়া ঘুরিয়ে নিলো সিম্পসন। বন্দুক তুললো আবার। আবার ছুটে আসছে যাপাতা।

বিদ্যুৎ বেগে সোজা ওর দিকেই ছুটে আসছে! আর মাত্র দশফুট। হঠাৎ আগুনের লালশিখা বর্ষণ শুরু করলো যাপাতার পিস্তল।

কোনো সুযোগই পেলো না সিম্পসন। একদম কাছে এসে গেছে মেক্সিকান। পিস্তলটা নিচু করে ধরে সিম্পসনের পেট বরাবর পরপর তিনবার ট্রিগার টিপলো যাপাতা।

প্রচণ্ড ধাক্কাগুলো অনুভব করলো সিম্পসন। বুঝতে পারছে, পড়ে যাচ্ছে সে। প্রাণপণে পোমেল আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করলো, কিন্তু পিছলে গেলো হাতটা। দ্রুত ছুটতে শুরু করেছে ঘোড়াটা। গুলি খেয়েছে ওটাও। মাটি স্পর্শ করলো সিম্পসনের কাঁধ। কিন্তু পড়লো না সে। রেকাবে আটকে গেছে তার একটা পা।

ঝোপঝাড় ভেঙে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে ঘোড়াটা। একপাশে ঝুলছে সিম্পসন। এগিয়েই যাচ্ছে ঘোড়াটা, পাথর, জমাট লাভা পেরিয়ে যাচ্ছে নিমেষে। প্রায় পোয়া মাইলের মতো এভাবেই ঝোপ-ঝাড় আর পাথরের ওপর দিয়ে সিম্পসনকে হিঁচড়ে নিয়ে চললো ঘোড়াটা। তারপর হঠাৎ পা থেকে খুলে গেলো সিম্পসনের জুতো। মুক্তি পেলো সে। জ্ঞান হারায়নি এখনো।

পাথর আর মাটিতে ঘোড়ার পায়ের শব্দ উঠছে। আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেলো সে শব্দ। সব চুপচাপ। চলে গেছে ঘোড়াটা।

অসহায়ভাবে পড়ে আছে সিম্পসন। ক্ষতবিক্ষত সর্ব শরীর। তিন-তিনটে গুলির ফুটো তার পেটে। সোজা মেরুদণ্ডে গিয়ে বিঁধেছে একটা গুলি।

একঘণ্টা পর, ব্যথার অথৈ সাগরে ভাসতে ভাসতে সিম্পসন দেখলো, মাথার ওপর চক্কর দিচ্ছে একটা শকুন। অলস ভঙ্গিতে ঘুরছে ওটা।

একটু পরেই দুটো হয়ে গেলো শকুনের সংখ্যা।

ষোলো

মাথা ঘুরিয়ে চারদিকে তাকালো রেলর্ড রিচি। হিসেব মেলাচ্ছে। অল্প সময়ের ব্যবধানে ঘটে গেছে অনেক কিছু। ঐ তো ওখানে পড়ে আছে ত্নটো লাশ, কবর দেবার অপেক্ষা। ঝোপঝাড়ে আরো ক'টা আছে কে জানে।

আস্তে আস্তে আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো সবাই। ঘরের দিকে এগিয়ে গেলো ব্যাট। পড়ে থাকা লাশগুলো পরীক্ষা করলো ডাক্তার ফ্রিম্যান। তারপর অনুসরণ করলো ব্যাটকে। বাইরে সবাই চুপচাপ। কথা বলার মতো মানসিকতাই নেই যেন কারো। টিম স্যাবার চলে যাচ্ছে, ঘোড়া আনতে কোরালে গেছে ও। একটু আগেই চলে গেছে লরা। ম্যাকফারসনও গেছে ওর সঙ্গে।

কবর খোঁড়া শুরু করেছে ওরা, হঠাৎ আবার ঘোড়ার খুরের শব্দ ভেসে এলো। শব্দ শুনে এগিয়ে গেলো রিচি। হোলস্টারের পিস্তলে সতর্ক হাত।

যাপাতা। পেছনে অন্য আরেকটা ঘোড়ায় ড্যানসোমার্স। 'ডাক্তার সাহেব আছেন এখানে? গুলি খেয়েছেন উনি···অবস্থা

খুব খারাপ।'

ধরাধরি করে ভেতরে নিয়ে যাওয়া হলো ড্যান সোমার্সকে। আবারো ব্যস্ত হয়ে পড়লো ডাক্তার ফ্রিম্যান। এক সময় মনে হচ্ছিলো এই বুঝি যায় যায়। কিন্তু অসাধারণ কুশলী ডাক্তার ফ্রিম্যান, সোমার্সও শক্ত লোক। কিছুক্ষণ পরই সন্তুষ্ট চেহারায় বেরিয়ে এলো ডাক্তার। 'আর ভয় নেই,' বললো সে।

ঘোড়ায় জিন পরাচ্ছে স্যাবার। কোরালের কাছে গিয়ে দাঁড়ালো রিচি। 'এদিকে এলে আবার এসো আমাদের এখানে, কেমন?'

পাওনা টাকা নিলো স্যাবার। 'আসবো হয়তো,' বললো ও। 'কখন যে কোথায় যাই, তার কোনো ঠিক নেই আমার। হয়তো ঠিক একদিন এসে হাজির হবো এখানে, কে জানে।'

শেরিফ গ্লেন লারসেন যখন র‍্যাঞ্চে পৌঁছুলো, প্রায় দুপুর হয়ে গেছে।

ঘোড়ার পিঠে বসেই ঘাড় ফিরিয়ে তীক্ষ্ণ নজরে তাকালো সে। দেখার আসলে তেমন কিছু নেই। ইতিমধ্যে কবরের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়েছে লাশগুলো। বালি দিয়ে ঢেকে ফেলা হয়েছে রক্তের দাগ।

শেরিফকে স্বাগত: জানাতে এগিয়ে গেলো রিচি। সতর্কতার সঙ্গে সংক্ষেপে বর্ণনা করলো সবকিছু। পাশে দাঁড়িয়ে শুনলো ডাক্তার ফ্রিম্যান। শেষে বললো, 'ঠিকই বলেছে ও। হামলা হবার পরই ঠেকিয়েছে ওরা।'

কোরালের দিকে এগিয়ে গেলো লারসেন। ডাক্তার ফ্রিম্যান রিচির উদ্দেশে বললো, 'ঘরের আগের ঐ লোকটা···বেঁচে নেই।'

শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো রিচি। বোবা বনে গেছে যেন। অ্যালেক্স নেই।...অবশ্য এমন কিছুরই আশংকা করছিলো ও। চিকিৎসার অভাবে শেষ অবস্থায় পৌঁছে গিয়েছিলো ক্ষতটা। অন্ততঃ যন্ত্রণা থেকে তো রেহাই পেলো।

আস্তে আস্তে ঘুরে ঘুরে চারদিক দেখে ফিরে এলো শেরিফ লারসেন। ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে দাঁড়ালো। 'এক কাপ কফি হলে মন্দ হতো না,' বললো সে।

এক সঙ্গে ঘরে ঢুকলো ওরা।

কফির কাপ হাতে বেননের দিকে চাইলো শেরিফ। 'শেষ বার ডজ সিটিতে দেখেছিলাম তোমাকে। একটা স্টোরে কাজ করতাম তখন। পিয়ার্সের র‍্যাঞ্চে কাজ করতে তুমি...ওর সঙ্গেই এসেছিলে। ভালো লোক বলে খুব সুনাম ছিলো তোমার।' কফিতে চুমুক দিলো সে। তারপর সমীহের দৃষ্টিতে চাইলো ব্যাটের দিকে। 'কাজ দিয়েই একটা লোককে বিচার করি আমি, বুঝলে,' বললো সে।

একটু পরেই চলে গেলো শেরিফ। ওর গমন পথের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলো রক বেনন। হাসতে হাসতে বলে উঠলো, কি বলবো রিচি, একটা শেরিফকে ভালো লেগে যাবে, ভাবতেই পারিনি।'

রিচির সঙ্গে দরজায় এসে দাঁড়ালো রক। 'ঠিক আছে, লর্ড,' বললো ও শেষে, 'থাকবো আমরা...যদ্দিন না তোমার কোনো অসুবিধে হচ্ছে।'

'তাহলে এখানেই শেষ হচ্ছে সব,' বললো রিচি।

'উঁহু', তার আগে একটা কাজ করতে হবে তোমাকে, ঐ মেয়ে-

টার কাছে যাও। এক সেকেণ্ডও সময় নষ্ট কোরো না। এক্ষুনি যাও।'

পল স্টার্ক লোকটা ধূর্ততায় শেয়ালকেও হার মানাবে। কিন্তু কেমন যেন একটা ঘোরের ভেতর রয়েছে এখন সে। সুস্থ মাথায় চিন্তা করার শক্তিও সে হারিয়ে ফেলেছে। পশ্চিমে মেয়েদের গায়ে হাত তোলার পরিণাম জানা সত্ত্বেও সে কাজটাই সে করতে যাচ্ছে।

সিক্স-বি' র‍্যাঞ্চে হামলার ফলে উত্তেজনাকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। লেজ গুটিয়ে পালাচ্ছে সবাই। চারদিকে তুমুল হৈ চৈ। এ অবস্থায় সোমার্সের র‍্যাঞ্চের ঘটনার জন্যে কে দায়ী কেউ বুঝতে পারবে না। এতো লোকের ভেতর কাকে রেখে কাকে সন্দেহ করবে?

প্রচুর সময় নিয়ে ধীরে সুস্থে এগোচ্ছে স্টার্ক। কেউ যাতে না দেখে, সেজন্যে নিচু জায়গা বেছে নিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে হাঁটছে সে। কিন্তু পায়ের ছাপ গোপন করার কোনো চেষ্টাই করছে না। হর্স মাউন্টেনের একটা উঁচু জায়গা থেকে কালো কোট পরা এক লোকের সঙ্গে লরাকে দেখেছে স্টার্ক। ফিরে যাচ্ছে ওরা। কোটঅলা রবার্ট ম্যাকফারসন কিংবা ঐ ডাক্তার ব্যাটা, দুজনের একজনই হবে। ও শালা বোধহয় সোজা শহরে চলে যাবে। তারপর একাই 'রানিং-এস'-এর ট্রেইল ধরবে লরা।

পিস্তল দুটো ভালো করে পরীক্ষা করলো পল স্টার্ক। চিন্তা নেই। বছরের এই সময়টায় বাপাত্তা ছাড়া মোটে দুজন লোক থাকে সোমার্সের র‍্যাঞ্চে। এমুহূর্তে তারা আবার বেশ কয়েক মাইল

দূরে 'হর্স-হেড'-এ আছে—সোমার্সের গরু চরানো হয় ওখানে।

বুড়ো বাবুর্চিটা থাকলেও থাকতে পারে। ঐ শালা করবেটা কি?

র‍্যাঞ্চের কাছাকাছি পৌঁছে একটা টিলার আড়াল নিয়ে বসলো পল স্টার্ক। তীক্ষ্ণ নজর র‍্যাঞ্চের দিকে। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে সে সবকিছু। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পরই লরাকে ফিরতে দেখলো স্টার্ক। একটু পর বাইরে এসে এক গামলা পানি ফেলে গেলো বাবুর্চি। বসে রইলো স্টার্ক, অপেক্ষা করছে। এক এক করে পেরিয়ে যাচ্ছে মুহূর্তগুলো। এমনি করে প্রায় একঘণ্টা পেরিয়ে গেলো। কাউকে দেখা গেলো না, কেউ ঢুকছেও না, বেরুচ্ছেও না। এমন সময় বাড়িতে কেউ থাকলে, এক আধবার বাইরে আসবেই সে। তার মানে, লরা আর বাবুর্চিটা ছাড়া আর কেউ নেই। উঠে দাঁড়ালো স্টার্ক। হাতের ঝাপ্‌টায় ময়লা ঝাড়লো প্যান্টের।

অনাহারীর ভান করে র‍্যাঞ্চে ঢুকবে সে। পশ্চিমে ক্ষুধার্ত লোককে খালি হাতে ফেরায় না কেউ। একবার ভেতরে ঢুকতে পারলেই কেল্লা ফতে। বাকি কাজ তো জলবৎ তরলং। একটু পরেই জানতে পারবে সে ভেতরে আদৌ আর কেউ আছে কিনা।

উত্তেজনায় সর্ব শরীর টানটান হয়ে উঠেছে পল স্টার্কের। জিভ দিয়ে ঠোঁট ভেজাচ্ছে বারবার। এদিক ওদিক তাকালো বার-কয়েক, কেউ আছে? নাহ, কিছুই চোখে পড়ছে না। ঘোড়াটাকে হাঁটিয়ে নিয়ে র‍্যাঞ্চের উঠোনে ঢুকলো সে। সতর্ক দৃষ্টি চোখে।

ড্যান সোমার্স আর বাপাতার ঘোড়া দুটো ভালো করে চেনে পল স্টার্ক। কোনোটাই নেই।

ঘোড়াটাকে একটা খুঁটির সঙ্গে কসকা গেড়ো দিয়ে বাঁধলো স্টার্ক। এগিয়ে গেলো রান্নাঘরের দরজার দিকে। হাট করে খোলা দরজাটা। ভেতরে মাথা গলিয়ে দিলো সে। 'এক কাপ কফি হবে?'

বাবুর্চির মাথার ওপর দিয়ে পেছনে খোলা দরজার দিকে চাইলো স্টার্ক। মৃদু শব্দ আসছে ভেতর থেকে।

বাল্টিমোর থেকে একসঙ্গে এখানে আসার পর থেকেই সোমার্সের বাবুর্চির কাজ করছে জিম কেলী। আতঙ্কিত হয়ে পড়লো সে। কি জাতের লোক পল স্টার্ক অজানা নেই ওর। আর যাই হোক, এ লোক অন্তত খাবার জন্যে হাত পাতবে না কোথাও। 'রানিং-এস'-এ তো নয়ই। নিশ্চয়ই কোনো বদ মতলব আছে ব্যাটার।

'ঠিক সময়েই এসে পড়েছো,' কণ্ঠকে শান্ত রেখে বললো জিম কেলী। একটা কাপে কফি ঢাললো। অবাক হয়ে দেখলো হাত কাঁপছে তার থর থর করে।

মাথায় যথেষ্ট বুদ্ধি রাখে নিগ্রো জিম কেলী। ঠিকই ধরেছে ও, নেহাত দৈবক্রমে এখানে এসে পড়েনি পল স্টার্ক। লরা এসে পৌছুনোর সামান্য কিছুক্ষণ পরেই হাজির হয়েছে সে।

ধোঁয়া ওঠা এক কাপ কফি আর একটা প্রকাণ্ড 'আপেল পাই' টেবিলের ওপর রাখলো বাবুর্চি। আপেল পাই পেয়ে লোকটা হয়তো খুশি হয়ে চলেও যেতে পারে। মিঃ সোমার্স আর যাপাত্তা গেছে, অনেকক্ষণ হয়ে গেলো···কখন যে ফিরবে কে জানে?

একটা চেয়ার টেনে বসে পড়লো পল স্টার্ক। কফির কাপটা হাতে তুলে নিলো। ঘরের ভেতর থেকে ভেসে আসা প্রতিটি শব্দ

কান খাড়া করে শুনছে সে। বুঝতে পারছে—মাত্র একজনই আছে ভেতরে।

রান্নাঘরটা বেশ বড়োসড়ো। পাশেই খাবার ঘর, বাড়ির কাজের লোকরা এখানেই খায়। মেহমান না থাকলে মাঝে মধ্যে সোমার্স আর লরাও এখানেই সেরে নেয় খাওয়ার কাজটা।

হঠাৎ রান্না ঘর থেকে হালকা পায়ের আওয়াজ ভেসে এলো। রান্নাঘরে ঢুকলো লরা।

ঢুকেই থমকে দাঁড়ালো। কলজে শুকিয়ে এলো ভয়ে। স্টু-র কাছে নাজেহাল হওয়ার পর ও একা আছে না জানলে পল স্টার্কের এখানে আসার সাহস হওয়ার কথা না।

'কি খবর, ম্যাডাম,' আলাপী ঢঙে বললো স্টার্ক, 'সুস্থই তো আছো দেখছি, ভালো, ভালো।'

দৌড়ে পালানোর ইচ্ছেটা অনেক কষ্টে দমন করলো লরা। 'জিম, চাচা এখুনি এসে পড়বে, খাবার রেডি করো। যাপাতার জন্যেও রেঁধো।'

'রিচি শালার দেখি ফাইট করার মতো অনেক দোস্ত-টোস্ত আছে,' মন্তব্য করলো স্টার্ক। 'শালা যে এরকম, ভাবতেও পারিনি।'

'ওর সঙ্গে লাগার কথা স্বপ্নেও ভাবতে যেয়ো না,' কণ্ঠকে শান্ত রেখে জবাব দিলো লরা।

'সোমার্স আর ঐ মেক্সিকান ব্যাটা নেই, বাঁচা গেছে। খুব চিন্তায় ছিলাম।'

প্রথমবারের মতো রান্নাঘরে বন্দুক না রাখার জন্যে অনুশোচনা করলো জিম কেলী। বন্দুক ব্যবহার করার মতো পরিস্থিতি এর আগে কখনো সৃষ্টি হয়নি। তাছাড়া গোলাগুলি মোটেই পছন্দ

করে না জিম, অবশ্য কি করে বন্দুক চালাতে হয়, ভালো করেই জানে সে।

যেন ঘরে ফিরে যাচ্ছে, এমনি ভাবে ঘুরে দাঁড়ালো লরা। কিন্তু স্টার্কের কণ্ঠ থামিয়ে দিলো ওকে। 'এতো তাড়াহুড়োর কি আছে লরা,' বললো সে, 'কথা তো শেষ হয়নি এখনো।'

'তোমার সঙ্গে কথা বলার রুচি আমার নেই,' জবাব দিলো লরা।

'বসে পড়ো,' চেয়ারের দিকে ইঙ্গিত করলো স্টার্ক। 'আমাকে একটু সঙ্গ দেয়া আর কি।'

গলা খাঁকারি দিলো জিম কেলী। 'কফিটা শেষ করে, সোজা বেরিয়ে যাও, স্টার্ক,' বললো সে।

বড়োসড়ো একটা মাংস কাটার ছুরি পড়ে আছে টেবিলের ওপর। তড়িৎ গতিতে ওটার দিকে হাত বাড়ালো জিম।

বসা অবস্থাতেই ভারি সাদা কাপটা ঘুরিয়ে এনে ববুর্চির কপালের পাশে প্রচণ্ড আঘাত হানলো স্টার্ক। সঙ্গে সঙ্গে বিনা দ্বিধায় ধপাস করে মাটিতে আছড়ে পড়লো সে, গুলি খেয়েছে যেন।

বৃদ্ধ বাবুর্চির কাছে ছুটে এলো লরা। উদ্বিগ্ন চেহারা। 'তুমি··· তুমি ওকে মেরে ফেলেছো!'

'উহুঁ, মনে হয় না।' কাগজ আর তামাক বের করে সিগারেট বানাতে আরম্ভ করলো স্টার্ক। তাকিয়ে আছে ওদের দুজনের দিকে।

আচমকা হাত বাড়িয়ে লরার বাহু চেপে ধরলো সে। হ্যাঁচকা টানে দাঁড় করিয়ে ফেললো। ওকে ঠেলতে ঠেলতে এগোলো সে।

ঝুনঝুন শব্দে বাজছে পায়ের স্পার। হলরুম পেরিয়ে লিভিং রুমে এসে ঢুকলো সে। ঢুকেই এক ধাক্কায় ডিভানের ওপর বসিয়ে দিলো লরাকে।

'চিল্লাচিল্লি করে কোনো,' সিগারেটে টান দিতে দিতে বললো সে, 'ফায়দা হবে না।' ছাই ঝাড়লো সিগারেটের। হেসে উঠলো উন্মত্তের মতো। 'আল্লা আল্লা করো, কেউ যেন না আসে। একদম শুইয়ে দেবো সব শালাকে।'

'যাপাতা আসবে এক্ষুণি।'

'ঐ মেক্সিকান ব্যাটাকে এখন আর ডরাই না।' এগিয়ে এসে সাইড-বোর্ড থেকে হুইস্কির বোতল আর দু'টো গ্লাস তুলে নিলো স্টার্ক। ভরে নিলো গ্লাস দুটো। আগের জায়গায় রাখলো বোতলটা। তারপর একটা গ্লাস বাড়িয়ে ধরলো লরার দিকে। 'নাও, একটু ড্রিংক করে নাও। নইলে তো পরে আবার বলবে ভদ্রতা জানি না।'

'আমি ড্রিংক করি না।'

হাসলো স্টার্ক, খুব উপভোগ করছে। কিন্তু বার বার জানালার দিকে ছুটে যাচ্ছে তার চোখ। কোনোরকম তাড়াহুড়ো করার ইচ্ছে নেই তার, আবার অপ্রস্তুত অবস্থায় বিপদেও পড়তে চায় না।

'তবুও খেতে হবে।'

'না।'

খুশি খুশি হাসটা মিলিয়ে গেলো স্টার্কের ঠোঁট থেকে। 'খেতেই হবে। নইলে জোর করে খাওয়াবো।'

গ্লাসটা নিয়ে তরল পদার্থটুকু স্টার্কের মুখের দিকে ছুঁড়ে

মারলো লরা। এমন কিছুই আশা করছিলো স্টার্ক। খপ্ করে লরার হাতটা ধরে ফেললো সে। স্টার্কের মতো বিশালদেহী লোক যে এতো দ্রুত হাত চালাতে পারে, ভাবাই যায় না। লরার হাত থেকে গ্লাসটা কেড়ে নিলো স্টার্ক। ঠাস্ করে প্রচণ্ড থাপ্পড় কষালো ওর গালে।

ব্যথায় কুঁকড়ে গেলো লরা। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ালো। ঝিমঝিম করছে মাথার ভেতরটা। চট করে টেবিলের উল্টোদিকে চলে এলো ও। আবার গ্লাসে হুইস্কি ঢেলে নিলো স্টার্ক। চুমুক দিলো গ্লাসে। হাসতে হাসতে উবু হয়ে দুহাতে ধরলো টেবিলটা। ঠেলতে লাগলো আস্তে আস্তে। ক্রমশ: দেয়ালের দিকে সরছে টেবিলটা। কি করা যায়? কোথাও লুকোনোর জায়গা নেই। আত্মরক্ষা করার মতো একটা অস্ত্র পর্যন্ত নেই ঘরে।

হঠাৎ বাইরে ঘোড়ার খুরের শব্দ হলো। হাঁটছে ঘোড়াটা।

মুহূর্তে চালু হয়ে গেলো স্টার্কের গালির কারখানা। পিস্তল তুলে পলকে জানালার পাশে গিয়ে দাঁড়ালো সে। পর্দা সরিয়ে বাইরে তাকালো। তারপর হেসে উঠলো সশব্দে। সওয়ারীবিহীন একটা ঘোড়া দাঁড়িয়ে আছে উঠোনে। ড্যান সোমার্সের ঘোড়া।

ড্যানকে রিচির র‍্যাঞ্চে নিতে হাতের কাছে যেটা পেয়েছে সেই ঘোড়াটাই নিয়ে গিয়েছিলো যাপাতা। সেটা ছিলো সিম্পসনের ঘোড়া। সিম্পসনকে ফেলে আবার আগের জায়গায় ফিরে এসেছিলো ঘোড়াটা। সোমার্সের ঘোড়া ঘরে ফিরে এসেছে তাই।

ঘুরে দাঁড়ালো স্টার্ক। 'তেরিবেরি ছাড়ো, সুন্দরী। তোমার চাচামিয়া আর ফিরছে না। ঘোড়াটা তোমার চাচার। রক্তে লাল হয়ে আছে জিনটা, বুঝলে?'

স্টার্কের উপস্থিতি ভুলে জানালার কাছে দৌড়ে গেলো লরা। পর্দা সরিয়ে তাকালো। জিনের পোমেলের সঙ্গে পেঁচিয়ে আছে একটা লাগাম, মাটিতে গড়াগড়ি যাচ্ছে অন্যটা। রক্ত লেগে আছে জিনে, ঘোড়ার গায়েও রক্তের দাগ।

মেঝের একটা কাঠ কঁকিয়ে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে বাউলি কেটে সরে গেলো লরা। আরেকটু হলেই গিয়েছিলো। ধরে ফেলতো স্টার্ক। হুইস্কিতে চুমুক দিতে দিতে লরার দিকে চেয়ে দাঁত বের করে হাসলো লোকটা। তারপর আবার সামনে এগোতে লাগলো ...ক্রমশঃ এগোচ্ছে সে...

সওয়ারীবিহীন ঘোড়াটা দেখেছে রিচি। চিনতেও পেরেছে। চলার গতি কমিয়ে আনলো ও। ভাবছে লরাকে ওর চাচার কথা কি বলবে। মেইন ট্রেইল না ধরে জঙ্গল থেকে হেঁটে হেঁটে বেরিয়ে আসছিলো ওর ঘোড়াটা। উঠোনে ঢোকার ঠিক আগ মুহূর্তে পল স্টার্কের ঘোড়াটা চোখে পড়লো।

ভোরের হামলায় এই ঘোড়াটা ছিলো, পরিষ্কার মনে আছে। ক্রীকের পাশের ঘটনার কথাও স্টু আগাগোড়া বলেছে ওকে। কার ঘোড়া, চিনতে তাই অসুবিধে হলো না।

চোখের পলকে ঘোড়া থেকে নেমে এলো রিচি। বেড়ালের মতো নিঃশব্দে এবং দ্রুত এগোলো রান্না ঘরের দিকে। চোখ দুটো ঘুরে বেড়াচ্ছে জানালা থেকে জানালায়।

রান্নাঘরে এসে ঢুকলো রিচি। ঢুকেই দেখলো রক্তাক্ত মাথায় মেঝেতে পড়ে আছে বাবুর্চি।

লিভিং রুম থেকে পুরুষ কণ্ঠের চাপা হাসির শব্দ ভেসে এলো।

তারপরই একটা ছুটোছুটির আওয়াজ। পা টিপে টিপে এগিয়ে গেলো রিচি। দাঁড়ালো লিভিংরুমের দরজায়। লরার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে স্টার্ক। এদিকেই ফেরানো মেয়েটার মুখ।

লরার দু'চোখে আতঙ্ক, ফাঁদে আটকা পড়া প্রাণীর মতো আতঙ্ক ঝরে পড়ছে ওর চোখ থেকে। দেখেই রিচির মধ্যে কি যেন একটা জেগে উঠলো। এর আগে মাত্র একবারই এমনি অনুভূতি হয়েছিলো ওর। সেই যে রাতে খুনি বদমাশগুলোর হাতে মারা গেলো বাবা, সেদিন।

'ব্যাপারটা কি, স্টার্ক ?'

ঢোক গিললো লরা। চমকে উঠলো স্টার্ক, পিঠে চাবুকের বাড়ি পড়েছে যেন। আস্তে আস্তে ঘুরে দাঁড়ালো বিশালদেহী গানম্যান। তাকালো রিচির দিকে, তারপর রিচির মাথার ওপর দিয়ে ওর পেছনে। কেউ নেই সঙ্গে।

'কি হে ছোকরা ?' কি করতে যাচ্ছে জানে স্টার্ক। খুবই সহজ স্বাভাবিক ভঙ্গিতে কথা বলছে সে। 'মরার জন্যে তৈরি তো ?'

দ্রুত এক কদম পিছিয়ে লরার পেছনে আড়াল নিলো স্টার্ক। রিচির গুলির লাইনে পড়লো মেয়েটা। কিন্তু স্টার্ক পিছিয়ে আসতেই তার উদ্দেশ্য বুঝে ফেললো লরা। স্টার্ক পিস্তলের জন্যে হাত বাড়ালো, ঝুপ করে বসে পড়লো ও।

তড়িৎ গতিতে এক পা বাঁয়ে সরলো রেনল্ড রিচি। সেই সঙ্গে পিস্তলের বাঁটে হাত চলে গেলো ওর। চোখের পলকে বেরিয়ে এলো পিস্তলটা। মুহূর্ত মাত্র সময় নষ্ট না করে ট্রিগার টিপলো রিচি।

স্টার্কের গুলিতে আগুন ঝলে উঠলো যেন ওর কাঁধে। তীক্ষ্ণ

ব্যথায় কেঁপে উঠলো শরীর। একদিকে শরীর হেলিয়ে কোমর বরাবর কনুই রেখে সময় নিয়ে স্টার্কের বুকের মাঝখানে তাক করলো রিচি। তারপর আবার ট্রিগারে চাপ দিলো।

এবার প্রচণ্ড একটা বাড়ি পড়লো যেন উরুর ওপর। ভাঁজ হয়ে গেলো রিচির শরীর। এ অবস্থাতেই তৃতীয়বার ট্রিগার টিপলো ও। সোজা স্টার্কের পিস্তলে গিয়ে লাগলো গুলিটা, ছিটকে ওপরে উঠে লোকটার কানের নিচ দিয়ে শ্বাসনালী ফুটো করে বেরিয়ে গেলো।

ধীর পদক্ষেপে পিছিয়ে গেলো স্টার্ক। টলছে মাতালের মতো, পিট পিট করছে চোখের পাতা। আবার গুলি করতে পিস্তল স্থির করার আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছে। কতোটা মারাত্মক ভাবে আহত হয়েছে সে, বুঝতে পারছে না। ছ'চোখে বন্য হিংস্রতা ফুটে উঠেছে তার।

আবারো পিস্তল স্থির করার চেষ্টা চালালো স্টার্ক।

মেঝের ওপর উপুড় হয়ে পড়ে আছে রিচি। মুখের কাছে মেঝেতে বিস্ফোরিত হলো একটা গুলি। সঙ্গে সঙ্গে কনুইতে ভর দিয়ে কাৎ হয়ে গেলো ও। বিহ্যুত গতিতে টিপে দিলো ট্রিগার। প্রচণ্ড বিস্ফোরণে কানে তালা লেগে গেলো ওর। পরমুহূর্তে খালি চেম্বারে আঘাত করলো রিচির পিস্তলের হ্যামার। ওর মাথার কাছেই মেঝেতে আঘাত করলো আরেকটা বুলেট। ছড়িয়ে পড়লো কাঠের টুকরো চারদিকে।

পিস্তলটা ছুঁড়ে ফেলে দিলো রিচি। ঝাঁপ দিয়ে জাপটে ধরলো স্টার্কের পা। হ্যাঁচকা টানে চিৎ করে ফেললো তাকে মেঝেতে। মাথা তুলেই দেখলো, ওর চোখ খামচে ধরতে হাত বাড়িয়ে

দিয়েছে স্টার্ক। রক্তে মুখ গলা ভেসে যাচ্ছে তার। ঝাপটা মেরে হাতটা সরিয়ে দিলো রিচি। মুঠি পাকিয়ে সর্বশক্তিতে ঘুঁসি মারলো লোকটার মুখে। কিন্তু যেন দুর্ভেদ্য এক দুর্গ, ঘুসিতে কিছুই হলো না তার। উল্টো রিচির উদ্দেশ্যে সামনে ঝাঁপ দিলো সে। গড়ান খেয়ে সরে গেলো রিচি। সঙ্গে সঙ্গে হাঁটু মুড়ে বসে হাত বাড়িয়ে দিলো পেছন দিকে। মুঠি করে ধরলো একটা বোতলের গলা। মাথার ওপর দিয়ে ঘুরিয়ে সামনে নিয়ে এলো সেটা। শরীরের সর্বশক্তি এক করে প্রচণ্ড গতিতে নামিয়ে আনলো স্টার্কের মাথায়। বোতল ভেঙ্গে চতুর দিকে ছড়িয়ে পড়লো কাঁচের গুঁড়ো।

আছড়ে উপুড় হয়ে পড়লো স্টার্ক। হাতে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা চালালো। এবং তারপর বিস্ফারিত চোখে তাকালো রিচির দিকে। বললো 'ব্রাজোসে…এবার চিনেছি তোকে। ব্রাজোসের সেই পুঁচকে ছোঁড়া।'

অবশেষে উঠে দাঁড়ালো সে। সামনে বাড়ালো দু'কদম। এলোমেলো পদক্ষেপ। সঙ্গে সঙ্গে হুমড়ি খেয়ে পড়লো দেয়ালের গায়ে, লেগে রইলো এক সেকেণ্ড, যেন পেরেক দিয়ে গেঁথে দেয়া হয়েছে। তারপর হুড়মুড় করে আবারো উপুড় হয়ে পড়লো মেঝেতে। গড়ান দিয়ে চিৎ হলো। দম বেরিয়ে গেছে।

রিচির পাশে ছুটে এলো লরা। জড়িয়ে ধরলো ওরা পরস্পরকে। কেটে গেলো কিছুটা সময়। হঠাৎ রান্নাঘরে খোঙানির শব্দে চমকে উঠলো ওরা। পা বাড়ালো রিচি। কিন্তু হাঁটু ভেঙে পড়ে গেলো ও। এই প্রথমবারের মতো ব্যথা অনুভব করলো ও। এবং ক্লান্তি।

পরে। ডাক্তার ফ্রিম্যান দেখে যাওয়ার পর লম্বা হয়ে বিছানায় শুয়ে আছে রিচি। লরা এসে বসলো পাশে। জানতে চাইলো, 'ঐ লোকটা কি বললো?...'ত্রাজোসের সেই পুঁচকে ছোড়া'—কথাটার মানে?'

'ওখানেই বড়ো হয়েছি আমি। হঠাৎ করেই বোধহয় লোকটা চিনে ফেলেছিলো আমায়। অনেকদিন হয়ে গেলো তো।'

—: শেষ :—

ওয়েস্টার্ন সিরিজের পঞ্চদশ রোমাঞ্চোপন্যাস

প্রতিপক্ষ

শওকত হোসেন

আউট-ল ওরা, দস্যু। চারজনের একটা দল।
অ্যালেক্স, স্টু, প্যাট্রিক আর দলপতি ব্রক লেনন।
ডাকাতি করে বেড়ায় এখানে-ওখানে।
হঠাৎ একদিন স্লেলড রিচি নামে
এক স্বল্পভাষী তরুণকে সাথে নিয়ে ফিরল ব্রক।
দস্যু জীবনের কালিমা স্পর্শ করবার আগেই
একদিন সঞ্চয়ের সব টাকা ছেলেটার হাতে
তুলে দিল চার দস্যু,
বললো, নতুন জীবন শুরু করো গে যাও।
কঠোর পরিশ্রম করে জনমানবহীন ডার্ক ক্যানিয়নের
মালভূমিতে স্বপ্নের র‍্যাঞ্চ গড়ে তুলল রিচি।
তারপর একদিন এলো মহাবিপদ।
রিচির দুঃসময়ে পাশে এসে দাঁড়াল
চার দস্যু।

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা-২
শো-রুম : ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১

বিশ টাকা মাত্র